ওঁসত্য

জয়তি

জাতিমিত্রঃ।

প্রথমভাগঃ।

শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতি-প্রমাণনিবহৈঃ

কেনচিৎ কবিরঞ্জনেন প্রণীতঃ।

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারেণ

বিশোধিত

Gauri ... ...iraj

কলিকাতা।

মাণিকতলা ষ্ট্রীট ৭৯নং ভবনে

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিতঃ।

সন ১২৮২সাল।

মূল্য ॥০

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

কলিকাতা পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীজগন্মে [illegible] তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক

কলিকাতা পু [illegible] কাশ যন্ত্রে প্রকাশিত।

সত্যং
জয়তি।

বিজ্ঞাপনী।

কোন সময়ে আমরা কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে নানাকথার প্রসঙ্গ করিতেছিলাম। তৎসময়ে রাজপুর আর্য্যসভা হইতে এক মুদ্রিত পত্র কোন বন্ধুবরের নিকটে উপস্থিত হইল। পত্র পাঠ করিয়া কোন বন্ধু বলিলেন, পৃথিবীতে যে ক্ষত্রিয়জাতির অসীম পরাক্রম ও একাধিপত্য ছিল, যাঁহাদের শাসন বলে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজা স্বস্ব জাতি-মর্য্যাদার কিঞ্চিন্মাত্রও উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সকলেই জাতীয় ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে রত ছিল। এইক্ষণে সেই ক্ষত্রিয়জাতি নিষ্প্রভ হওয়াতে ক্ষত্রিয়তা একপ্রকার "বেওয়ারিসী মাল" হইয়া পড়িল। এইক্ষণে যাহার ইচ্ছা সেই ক্ষত্রিয় হইতে পারে। পশ্চিমদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিমাত্রকেই ক্ষত্রিয় কহে, বৈশ্যদিগকে বেণে ক্ষত্রিয় কহে, উগ্রজাতিরা আগুরি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, ক্ষত্রিয়দিগের দাসী পুত্রেরা পাঙ্গা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেও স্বজাতীয় ধর্ম্ম আচার ব্যবহারের উল্লঙ্ঘন করে না। এদেশে যাঁহারা নূতন ক্ষত্রিয় হইতে চাহেন, তাঁহারা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তন-প্রিয়। পূর্ব্বাবধি এদেশে যাঁহারা বর্ণসঙ্কর ক্ষত্তাজাতি ও বর্ণসঙ্কর রাজপুত্র

জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ. তাঁহারা ইদানীং পশ্চিমদেশীয় প্রবল-পরাক্রম সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদিগের বংশধর হইতে চাহেন।

সংপ্রতি কলিকাতা অঞ্চলে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়জাতি ও বল্লালসেনের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং বঙ্গীয় সমাজে তাহা যথার্থ প্রতিপন্ন করাইতে কায়স্থকৌস্তভ, কায়স্থ-কৌমুদী, কায়স্থদর্পণ, কায়স্থনৃপ ইত্যাদি কতিপয় গ্রন্থেরও প্রচার করিয়াছেন। রাজপুরে আর্য্যসভার সংস্থাপন হইয়া আর্য্যপত্রিকার প্রচার হইতেছে, গলায় কেহ কেহ পৈতা দিয়াছেন। অনেকে স্বীয় স্বীয় নামের অন্তে ক্ষত্রিয়ের উপাধি "বর্ম্মা" শব্দ লিখিতেছেন। যাহা হউক্ সংপ্রতি এই সকল বিষয়ের সমালোচনা করিয়া সংবাদ পত্রে কিছু লেখা উচিত। বন্ধুবরের ঐ প্রস্তাব অনুসারে ২রা শ্রাবণের হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকাতে 'কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব" এই শিরোনাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখা হয়। হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কতিপয় জাতিতত্ত্ববিজিজ্ঞাসু মহোদয়, উৎসাহের সহিত আমাকে এই অনুরোধ করেন যে, শাস্ত্রানুসারে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় কি না. তাহাদের যজ্ঞোপবীতের ও বর্ম্মা উপাধি গ্রহণের অধিকার আছে কি না, শূদ্র ও কায়স্থের প্রভেদ কি, কোন্ জাতি প্রকৃত অম্বষ্ঠজাতি, ইত্যাদি জাতি-বিবরণ এবং বল্লালসেন কোন্ জাতীয় ছিলেন, তাহার প্রকৃত নিরূপণ পূর্ব্বক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া সংবাদ পত্রে প্রচার কর। তদনুসারে হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকাতেই ক্রমশঃ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। তৎপরে কতিপয় পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক এই স্থির করিলেন যে, কেবল সংবাদ পত্রে এ সকল বিষয়ের আন্দোলন হইলে তাহা

দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না এবং সংবাদপত্রের গ্রাহকগণ ভিন্ন অন্য কেহ অবগত হইতে পারিবেন না। অতএব পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য। বোধ হয়, ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অনেকেই মনোযোগী হইতে পারেন এবং প্রাচীন জাতিতত্ত্ব বিজিজ্ঞাসুগণ ও বল্লালতত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তিমাত্রই বিশেষ উৎসাহের সহিত ইহার অনুকূলতা করিবেন। আমি তাঁহাদের এই উপদেশ গ্রহন করিয়া এবং উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা বলিতে পারি না।

যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা গেল, তাহা অতি সহজ নহে। ক্রমে ক্রমে বিষয়টি গুরুতর হইয়া উঠিল। ইহাতে বহুবিধ প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ ও তদালোচন, বহু পরিশ্রম, বহু ব্যয়, ইত্যাদি সকলের নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে। প্রস্তাবিত বিষয়ে যতদূর লেখা আবশ্যক, তৎসমুদায় লিখিয়া এককালে এক খণ্ড পুস্তক প্রচার করিতে হইলে এক বৃহদাকার পুস্তক হইয়া পড়ে। তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এককালেই কতকগুলি অর্থের প্রয়োজন এবং মুদ্রাঙ্কিত হইতেও দীর্ঘকাল বিলম্বের সম্ভাবনা, অতএব তৎসমুদায় একত্র এক খণ্ডে প্রচার না করিয়া বিভিন্ন খণ্ডে প্রচার করা যুক্তিসঙ্গত স্থির করিলাম। এই পুস্তকের নাম জাতিমিত্র।

সংপ্রতি কতিপয় বৈদ্যবংশীয় মহাত্মগণের ব্যয়ানুকূল্য দ্বারা জাতিমিত্রের প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রচার হইয়াছিল, তৎসমুদায় ও তদতিরিক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি ইহাতে উদ্ধৃত হইল। ইহার অবশিষ্ট অংশ শীঘ্রই প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এইক্ষণে তাহা কেবল সদাশয়গণের সাহায্যের

প্রতিই নির্ভর করিতেছে, ভরসা করি, অনেকেই ইহার পর পর খণ্ডের আশুপ্রচারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

উপসংহারকালে নিবেদন, কোন প্রকার ঈর্ষ্যা বা জিগীষার অথবা অন্য কোন অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া এই গ্রন্থের প্রচার হইতেছে না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে প্রাচীন জাতি-তত্ত্ব ও কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, এমন নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছে যে, এইক্ষণে অনেকেই তত্তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বা নানাপ্রকার কল্পনা করেন, ঐ সকল বিষয় যাহাতে সকলে অনায়াসে জানিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়েই এই গ্রন্থের প্রচার হইতেছে। ইহাতে আমার স্বকপোল-কল্পিত অথবা পরকীয় আধুনিক কল্পিত কিছুই নাই। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ও প্রাচীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমি সেই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিলাম। ইহাতে যদি কোন জাতি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের কোন নিগূঢ়তত্ত্ব অথবা অপকৃষ্টত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাতে আমি ন্যায় অনুসারে অনুযোজ্য হইতে পারি না। তবে যদি নিতান্তই কাহারও অন্তঃকরণে অকারণ অসন্তোষ জন্মে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

১২ই আশ্বিন
সন ১২৮২ } কশ্চিৎ কবিরঞ্জনঃ।

ওঁ সত্যং

জয়তি।

জাতি-মিত্র।

—০—

মঙ্গলাচরণ।

বন্দে গুরুং ত্রিজগদীশমপেতদোষং
ভূতোদ্ভবং ভুবনভব্যভুবং ভবঞ্চ।
মন্বাদয়ো মুনিগণা মনুজাশ্চ বন্দ্যাঃ
যেষাং বচো ভবতি ধর্ম্মবিধৌ প্রমাণম্॥১॥
ভূদেবৈঃ ক্রিয়তাং মনুষ্যপুরজৈরাশীর্নমস্যৈঃ শুভা
ক্ষত্রা অপ্রমবিক্রমাঃ পরিমুদং বৃদ্ধিং নয়ন্তু ক্ষমাঃ।

ত্রিজগতের ঈশ্বর সমস্তদোষরহিত গুরুদেবের বন্দনা করি। তিনি, ভূতপ্রপঞ্চের উৎপত্তিস্থান। ভুবননিচয়ের মঙ্গলভূমি জ্ঞানপ্রদায়ক মহাদেবেরও বন্দনা করি। মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিগণ এবং যাঁহাদের বাক্যকলাপ ধর্ম্ম-বিধিতে প্রমাণস্বরূপ, সেই সকল মহানুভব মনুষ্যগণও বন্দনীয়।১

মনুষ্যগণের অগ্রজাত নমস্য ব্রাহ্মণেরা শুভাশীর্ব্বাদ করুন। অপ্রমেয়পরাক্রম ক্ষত্রিয়েরা আমাদের প্রীতি বৃদ্ধি

বৈদ্যা নোঽনুবলা ভবন্তু সকলাঃ প্রখ্যাতবৈশ্যাত্মকাঃ
সদ্ভাবঃ স্ববলম্ব্যতাং চিরসুহৃচ্ছূদ্রৈঃ শুভাকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ॥
অজ্ঞানতমসেদানীম্, অন্ধবদ্ বহবো জনাঃ।
জাতিমূলং সমন্বেষ্টুং নানা পন্থানমাশ্রিতাঃ॥৩॥
কেচিদন্যপথাকৃষ্টাঃ কেচিৎ কুপথগামিনঃ।
পতন্তীতস্ততঃ কেচিৎ কেচিন্নানাবিজল্পিনঃ॥৪॥
দৃষ্ট্বৈতৎ সুজনা দয়ানুবশগা অম্বষ্ঠবংশোদ্ভবাঃ
আজ্ঞাঞ্চক্রুরিমাং প্রকাশয়ত নো মোহান্ধকারান্তকম্।

করুন; সুবিখ্যাত বৈশ্যাত্মক অম্বষ্ঠগণ আমাদের পৃষ্ঠবল হউন; এবং চিরসুহৃৎ শুভাকাঙ্ক্ষী শূদ্রেরাও সদ্ভাব অবলম্বন করুন।২

সম্প্রতি, অনেকে (অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ হইয়া) জাতির মূলান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানা পথের পথিক হইয়াছেন কিন্তু কেহই যথার্থ পথ বা মূলের নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না।৩ তাঁহাদের মধ্যে কেহ পথান্তরে নীত হইয়াছেন, কেহ বা কুপথগামী হইয়াছেন, কেহ বা দিশাহারা হইয়া ইতস্তত পতিত হইতেছেন এবং কেহ কেহ কেবল নানাপ্রকার বিজল্পনা করিয়াই বেড়াইতেছেন।৪

ইহা দর্শন করিয়া কতিপয় দয়াবান্ অম্বষ্ঠবংশীয় সদাশয় ব্যক্তি, আমাদিগকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তোমরা এমন কোন পুস্তক প্রকাশ কর, যদ্দ্বারা লোকের ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইয়া কাল্পনিক লতাপরিবৃত জাতি-

গ্রন্থং কঞ্চন যেন বীক্ষিতুমতঃ সর্ব্বে ভবেয়ুঃ ক্ষমাঃ
নানাকাল্পনিকা বৃণোতি লতিকা যজ্জাতিমূলং হি তৎ ॥৫
অয়মুদয়তি তস্মাৎ কাশকো জাতিমিত্রঃ *
প্রভবতি কুত ঈষৎ কৌস্তুভস্য † প্রভাস্মিন্‌।
প্রখরকিরণতপ্তা কৌমুদী ‡ মুদ্রিতাস্তু
প্রপতিততপনাভো দর্পণো £ দুঃখহেতুঃ ॥৬॥
গ্রন্থঃ সদ্ভিষজাং নিয়োগবশতো যদ্যপ্যয়ং রাজতে
অস্মাভীরচিতস্তথাপ্যভিনবস্তস্মাদমুস্মিন্ কিল।

মূল, সাধারণ সকল ব্যক্তিরই সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে।৫

সেই হেতু এই দীপ্তিকারক জাতিমিত্র * উদিত হইতেছে। এই ক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রভ কৌস্তুভের † প্রভাব কোথায় থাকিবে? আর রবিকিরণতপ্তা কৌমুদীও ‡ মুদ্রিত হউক। এই ক্ষণে সূর্য্যকিরণ পতিত দর্পণবৎ দর্পণও £ তদবলম্বিগণের সুখেতর দুঃখ হেতুই হইবে।৬

যদিও এই গ্রন্থ, কতিপয় বৈদ্যবংশীয় মহাশয়ের নির্দ্দেশ ক্রমেই প্রকাশিত হইতেছে, তথাপি ইহা এক অভিনব বস্তু বলিয়া ভ্রমসঙ্কুল হইবার বহুল সম্ভাবনা অত-

---

* সূর্য্য ও এতদ্ গ্রন্থ।

† কৌস্তুভনামক মণি ও কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থ।

‡ শাপলা ও কায়স্থকৌমুদী গ্রন্থ।

£ মুকুর ও কায়স্থদর্পণ গ্রন্থ।

সদ্ভির্দোষবিধৌ সমাধিরধুনা স্বৈঃ স্বৈর্ব্বিধেয়ো গুণৈ-
রস্মাকং চিরবন্ধুভির্গুণিবরৈঃ সাহায্যমালম্ব্যতাম্ ॥৭॥

এব ভরসা করি, সাধু ব্যক্তিরা নিজ নিজ গুণদ্বারা ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া লইবেন। অপিচ আমাদিগের চিরপরিচিত গুণিবর বন্ধুগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা এই সময়ে সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।৭

জাতিমিত্র।

—০—

প্রথমভাগ।

সংপ্রতি কায়স্থ জাতি বিষয়ক আন্দোলন বাহুল্যরূপে অনেক স্থানে বিস্তৃত হইতে চলিল। সর্ব্বপ্রথম রাজা রাজনারায়ণ বঙ্গ ভূমিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করেন যে, তাঁহাদের উপনয়নের অধিকার আছে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, তদনুকরণে কলিকাতা সিমলা নিবাসী বাবু রাজনারায়ণ মিত্র কতকগুলি সংস্কৃত বচন ও কতকগুলি গ্রন্থের নাম সঙ্কলন করেন। তাহা হইতে কায়স্থকৌস্তুভ নামক গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। তাহাতে অনেক কায়স্থ উৎসাহিত হন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তদ্বিষয়ের অনুমোদন না করিয়া কায়স্থ জাতিকে শূদ্রান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন। তৎকৃত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে প্রথম কায়স্থ শব্দের অর্থ প্রকরণে তাহা স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে। তাহাতেই অনেকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া অবনত হইয়া পড়েন। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা বলে পুনর্ব্বার তাহার জীব সঞ্চার করেন। রহস্যসন্দর্ভও কেবল কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত বলিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই। বৈদ্য জাতিরা বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন এবং এতদ্দেশে কাণ্যকুব্জ হইতে

আনীত সভৃত্য ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য কর্ত্তৃক সংস্থাপিত ও কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বৈদ্য জাতির এই চিরপ্রসিদ্ধ গৌরব রহস্য সন্দর্ভ সহ্য করিতে না পারিয়া বল্লাল সেনকে বৈদ্য জাতি হইতে চ্যুত করিয়া ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত কায়স্থ জাতি মধ্যে নিবিষ্ট করাইয়াছেন এবং বৈদ্য জাতির রাজবংশীয় গৌরব ও কৌলীন্য মর্য্যাদা দাতৃত্ব গৌরব অপহরণ করিয়া কায়স্থ জাতিকে তাহার স্বত্ববান্ করিতে যত্ন করিয়াছেন। অম্বষ্ঠ শব্দের চিরপ্রসিদ্ধ বৈদ্য অর্থের লোপ করিয়া ঐ শব্দের অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থ ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত কায়স্থ জাতি বলিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি ঈর্ষ্যা বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বৈদ্য জাতিকে দংশন করিতেও ক্রটি করেন নাই, বৈদ্য জাতি বর্ণসঙ্কর বিধায় তাহাদের প্রতি "খচ্চর" ইত্যাদি অসঙ্গত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ইনি নিজ বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার অর্থান্তর এবং ভাবান্তর করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ যুবকগণকে বল্লাল সেনের জাতিনির্ণয় বিষয়ে সন্ধিগ্ধচেতা করিয়াছেন।

অল্প দিন হইল, কোন কায়স্থ-প্রধান সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ প্রথার প্রতিকুলে প্রস্তাব হওয়াতে কোন কোন বহুবিবাহরুচি ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ সমাজের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে কায়স্থ শূদ্রের কোন ক্ষমতা নাই, কায়স্থপ্রধান সমাজে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার অনধিকার চর্চ্চা হইতেছে" তাহাতে কোন কোন কায়স্থ বলিলেন "রাজা আদিশূর রাজা বল্লাল ক্ষত্রিয়

ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থ জাতিও ক্ষত্রিয় বংশজাত, ক্ষত্রিয় জাতি চিরকাল সকল সমাজের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন, যখন ব্রাহ্মণেরা আমাদের দ্বারা (ক্ষত্রিয় দ্বারা) আনীত ও প্রতিষ্ঠিত এবং আমরাই (ক্ষত্রিযেরাই) কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছি, তখন সেই কুলমর্য্যাদা অনুসারে বহুবিবাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।” এই ঘটনার পর অবধিই কোন কোন কায়স্থ যুবক ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে যত্নবান্ হন। কায়স্থ সমাজে ক্রমশঃ উহার আন্দোলন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দল বল সংগ্রহ হয। অপরিচিতবিদ্য গৃহজাত বিজ্ঞেরা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কোন কোন স্থানে শাখাসমাজেরও সংস্থাপন হইয়াছে। কোন কোন উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা (অজাত পুত্রের নামকরণ) একেবারে গলায় যজ্ঞসূত্র তুলিয়া দিয়াছেন, কেহ বা স্বীয় নামের অন্তে ক্ষত্রিয় উপাধি বর্ম্মা শব্দের উল্লেখ করিতেছেন। ইঁহাদের শাস্ত্রবল ও পণ্ডিতবল আছে কিনা অদ্য পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে,—ধনবল, মুখবল, এবং অনভ্যস্তবিদ্য গৃহজাত কৃতবিদ্যবল বিলক্ষণ আছে। এ দিকে কতকগুলি সর্ব্বসম্প্রদায়স্থ বৃদ্ধ ও যুবক উহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অনুচিত ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া তৎপ্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তন্নিবন্ধন বিবাদ বিসংবাদ দলাদলি নানাপ্রকার গণ্ডগোল হইতেছে। এইক্ষণে প্রায় অনেক স্থানেই ঐ প্রস্তাবের আন্দোলনের কথা শুনা যায়।

ভাগলপুর অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে কায়স্থ জাতির এক পোষ্যপুত্রের মোকদ্দমা উপলক্ষে কায়স্থগণ কোন্ জাতি মধ্যে পরিগণিত এবং তাহাদের দান প্রতিগ্রহের অধিকার আছে কি না? পোষ্যপুত্র গ্রহণ কালীন তাহাদের যজ্ঞের প্রয়োজন হইবে কিনা এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ও দানের মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে কি না? এই সকল বিষয়ের তর্ক হইয়া কমিসন দ্বারা নানা স্থান হইতে জবানবন্দী গ্রহণ করা হইতেছে, কায়স্থের জাতিবিচারে গবর্ণমেণ্টকেও বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কেহ বলেন, কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান। ইহাদের সাবিত্রী মন্ত্র ও উপনয়নের অধিকার নাই। কেহ বলেন, ক্রিয়া লোপ হেতু যে সকল ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। কেহ বলেন, সগর রাজা কতকগুলি বিপক্ষ ক্ষত্রিয়কে আচারভ্রষ্ট করিয়া তাড়িত করেন, তদবধি যাহারা আচারহীন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। কেহ বলেন, পরশুরামের ভয়ে কতকগুলি ক্ষত্রিয় আচারহীন হইয়া ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিত, তাহারাই কায়স্থ। কেহ বলেন, চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী পরশুরামের ভয়ে দাল্ভ্য মুনির আশ্রমে পলায়ন করেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পরশুরাম ঐ গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিবার জন্য মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন মুনি বলিলেন, গর্ভস্থ সন্তান জননীর কায়ার ভিতরে লুক্কায়িত আছে, অদ্যাবধি উহাকে কায়স্থ বলা গেল, উহাকে আর ক্ষত্রিয় বলা যাইবে না। তদবধি

কায়স্থ জাতির সৃষ্টি। কেহ বলেন, কায়স্থজাতি ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন যমরাজার মোহরি চিত্রগুপ্তের বংশ। কেহ বলেন, ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রের ন্যায় কায়স্থেরও উৎপত্তি হইয়াছে। কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া শূদ্র হইতে উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তুল্যত্ব লাভ করিয়াছে। কেহ বলেন, কায়স্থ জাতি শূদ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার এবং শূদ্রবৎ দ্বিজসেবাই ধর্ম্ম। কেহ বলেন, বৈশ্য ও শূদ্র হইতে যে করণ জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারাই কায়স্থ। এই প্রকার কায়স্থ জাতি বিষয়ে নানা জনে নানা প্রকার বলিতেছে, কোন মতের স্থিরতা নাই, পরস্পর কোন মতের সহিত কোন মতের ঐক্যও নাই। যাহার যেমন ইচ্ছা, সেই তাহাই বলে। কেহ বলেন, অগ্নিপুরাণে প্রমাণ আছে, কেহ বলেন, স্কন্দপুরাণে, কেহ বলেন, মহাভারতে, কেহ বলেন, বিষ্ণুপুরাণে, কেহ বলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, কেহ বলেন, স্মৃতিশাস্ত্রে, কেহ বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে, ইহার প্রমাণ আছে। কেহ কেহ বা "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" কায়স্থকৌস্তুভ-লিখিত এই শ্লোকার্দ্ধের উল্লেখ করেন। তদ্ভিন্ন কোন বচন প্রমাণ শাস্ত্র কাহারো মুখে শুনা যায় না। ঐ বচন কোন্ গ্রন্থের লিখিত, তাহারও উল্লেখ নাই। কল্পনা দেবীর প্রাসাদাৎ সকলেই বাচস্পতি। কেহ কেহ উপকথাকে সপ্রমাণ করিতেছেন, কেহ কেহ বা কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ জাতিমধ্যে নিবিষ্ট করিতে চাহেন। উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ বাগাড়ম্বরের সহিত সময়ে সময়ে তুমুল বাক্যযুদ্ধ

হইয়া থাকে। এ সময়ে অনেকেই কায়স্থ জাতির প্রকৃত তত্ত্ব ও বল্লাল সেনের জাতি নিশ্চয় জানিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, অতএব কায়স্থ জাতির ও বল্লাল সেনের জাতির নিরূপণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি প্রভৃতির যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদান্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
যস্য প্রমাণং নভবেৎ প্রমাণং ন তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণম্॥"
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বোদ্ধৃতবচনম্।

বেদ সকল প্রমাণ, স্মৃতি সকল প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন অর্থাৎ পুরাণাদিও প্রমাণ। এই সকল প্রমাণকে অর্থাৎ বেদ স্মৃতি পুরাণাদিকে যে প্রামাণ্য না করে তাহার বাক্যেরও প্রামাণ্য হয় না। তাহা অগ্রাহ্য বাক্য।

হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বেদ, অতএব সর্ব্বাদৌ বেদের প্রামাণ্য, তৎপরে স্মৃতির প্রামাণ্য, তৎপরে পুরাণাদির প্রামাণ্য। ব্যাস বলিয়াছেন।

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥"

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের যে স্থলে বিরোধ দেখা যায় সেখানে শ্রুতিরই প্রামাণ্য। যেখানে স্মৃতির ও পুরাণের দ্বৈধ অর্থাৎ বিরোধ হয়, সেখানে স্মৃতি শ্রেষ্ঠা।

স্মৃতির মধ্যে সর্ব্বস্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতি প্রশস্তা।

যদাহ পরাশরঃ।

" ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে।"

বেদের কর্ত্তা কেহ নাই, ব্রহ্মা বেদের স্মরণ করিয়াছেন, এই প্রকার বেদ হইতে কল্পান্তরে কল্পান্তরে মনু ধর্ম্মের স্মরণ করিয়াছেন।

“ বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥”

ইতি বৃহস্পতিঃ।

মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন, অতএব সর্ব্ব স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রাধান্য। মন্বর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্তা নহে। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন।
মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ।

ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয়ের বিবাদ বা সন্দেহ উপস্থিত হইলে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে হয়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতির প্রামাণ্য, তদভাবে স্মৃতির প্রামাণ্য। সেই স্মৃতির মধ্যেও সর্ব্ব স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রামাণ্য। স্মৃতির অভাবে পুরাণের প্রামাণ্য, পুরাণ দ্বারাও যাহার মীমাংসা না হয়, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বাক্য, তদভাবে চির প্রচলিত সর্ব্বজন মানিত কিংবদন্তী, তদভাবে বিশেষ বিশেষ যুক্তির অবলম্বন করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, কায়স্থেরা কোন্ জাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং বল্লাল সেন কোন্ জাতি ছিলেন, তদুপলক্ষে

বঙ্গদেশের নানা স্থানে নানাপ্রকার তর্ক ও অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমরা যতদূর পারি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা প্রথম শ্রুতির) তৎ-পরে স্মৃতির (স্মৃতির মধ্যেও প্রথম মনুস্মৃতির তৎপরে যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির, তৎপরে পুরাণের, তৎপরে তন্ত্রের, তৎপরে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বচনের, তৎপরে প্রচলিত সর্ব্ব-সম্মানিত কিংবদন্তীর, তৎপরে বিশেষ বিশেষ যুক্তির অব-লম্বন করিয়া প্রথম বর্ণ চতুষ্টয়ের নিরূপণ, তৎপরে বর্ণ-সঙ্কর জাতির নিরূপণ, তাহাদিগের আচার ব্যবহার, কায়স্থ শব্দের অর্থ ও শ্রেণী বিভাগ, আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ শূদ্রের আনয়ন বৃত্তান্ত, বল্লাল সেনের জাতি নিরূপণ, অর্থান্তর গৃহীত এবং ভাবান্তর গৃহীত প্রাচীন সংস্কৃত বচন গুলির প্রকৃত অর্থ ও ভাব গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

তত্রাদৌ শ্রুতিঃ।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যাপনাদি ধর্ম্ম, তন্ন্যূন ক্ষত্রিয়, অস্ত্র শস্ত্রাদি ধারণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি ধর্ম্ম, তন্ন্যূন বৈশ্য, কৃষি বাণিজ্য পশুপালন ধর্ম্ম, তন্ন্যূন শূদ্র, দ্বিজাতির পদ সেবাদি

ধর্ম্ম। অতএব ইহাদের উৎপত্তি মুখ, বাহু, ঊরু, পাদ হইতে কল্পিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে ব্রাহ্মণাদির লিঙ্গশরীর দৈবী শক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত প্রমাণ স্থূল শরীর বিষয়ক নহে। শ্রুতিদ্বারা কেবল এইমাত্র সপ্রমাণ হইতেছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণ-চতুষ্টয় মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার কায় হইতে অন্য কোন বর্ণের উৎপত্তির প্রমাণ শ্রুতিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন যত জাতি আছে, তাহারা বর্ণসঙ্কর। মনু বলিয়াছেন।

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥"

ভগবান্ স্বয়ম্ভু লোক বৃদ্ধির জন্য মুখ বাহু ঊরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ এই বর্ণত্রয়ের উপনয়নাদি সংস্কার আছে। অতএব ইহারা দ্বিজশব্দ বাচ্য। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র, ইহার উপনয়ন নাই, অতএব ইহাকে * দ্বিজাতি না বলিয়া এক জাতি বলা গেল। পঞ্চম

---

* যাহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে তাহাদিগকে দ্বিজ বা দ্বিজাতি কহে; যাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই, তাহাদিগকে একজ বা একজাতি কহে।

বর্ণ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন যত জাতি আছে, তাহারা বর্ণ শব্দ বাচ্য নহে, উহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কর জাতি কহে।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তএব তে।"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই সকল বর্ণ হইতে অক্ষত যোনি বিবাহিতা তুল্যা (সমানবর্ণা) পত্নীতে আনুক্রমিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্যদ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা বৈশ্যাতে, শূদ্রদ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা সেই ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য বর্ণ, শূদ্রবর্ণই হইয়াছে। যাহারা অসমান বর্ণেতে যথা—ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে, ইত্যাদিরূপে জন্মিয়াছে, তাহারা সেই সেই বর্ণ বা সেই সেই জাতি হইতে পারে নাই, এবং যাহারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই অর্থাৎ অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক বিবাহিতা স্ত্রীতে সমান বর্ণ দ্বারাও যে সকল ‡ জারজ গোলক প্রভৃতি

‡ "অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ।" স্বামীর মৃত্যু না হইতে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজঃ এবং কুণ্ড কহে। স্বামীর মৃত্যু হইলে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে গোলক কহে।

সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা পিতৃ মাতৃ বর্ণ হয় নাই, তাহা-দিগকেও বর্ণসঙ্কর বা পিতৃ মাতৃ জাতি হইতে বিভিন্ন জাতি জানিতে হইবে।

তৎপ্রমাণং যথা কুল্লূকভট্টোদ্ধৃতদেবলবচনম্।
"দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে।
অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ স জাতিতঃ। ১।
ব্রতহীনা ন সংস্কার্য্যাঃ স্বতন্ত্রাস্বপি যে সুতাঃ।
উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন ব্রাত্যা ইব বহিষ্কৃতাঃ। ২।

সবর্ণাতেও দ্বিতীয় পিতা দ্বারা অর্থাৎ যিনি যথাবিধান ক্রমে অক্ষতযোনি পত্নী রূপে গ্রহণ না করিয়াছিলেন, তাঁহাদ্বারা যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান অবাবট নামে খ্যাত এবং শূদ্রধর্ম্ম। ১

যে সকল সন্তান ব্রতহীন, সংস্কারহীন এবং যাহারা অন্যস্ত্রীতে উৎপাদিত, তাহারা সবর্ণদ্বারা (সমানবর্ণদ্বারা) উৎপন্ন হইলেও ব্রাত্যের ন্যায় (পতিতের ন্যায়) বহিষ্কৃত।২

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ।।
ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সমানবর্ণ হইতে সমানবর্ণা স্ত্রীতে অনিন্দ্য বিবাহজাত যে সকল সন্তান, যথা ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-যোনি বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-যোনি বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-যোনি বিবাহিতা বৈশ্যাতে এবং শূদ্র দ্বারা বিবাহিতা শূদ্রাতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই পিতৃ-জাতি মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া বংশ বর্দ্ধক হইয়াছে।

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ॥

বিষ্ণুসংহিতা।

সমানবর্ণ দ্বারা সমানবর্ণা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা সমানবর্ণ হইয়াছে। যথা ব্রাহ্মণদ্বারা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণবর্ণ, ক্ষত্রিয়দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যদ্বারা বৈশ্যাতে বৈশ্যবর্ণ, শূদ্রদ্বারা শূদ্রাতে শূদ্রবর্ণ হইয়াছে। অনুলোমা স্ত্রীতে (উচ্চ জাতীয় পুরুষদ্বারা নীচ-জাতীয়া স্ত্রীতে) যথা ব্রাহ্মণদ্বারা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, ক্ষত্রিয়দ্বারা বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিলোমা স্ত্রীতে (নীচ জাতীয় পুরুষ দ্বারা উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীতে) যথা ক্ষত্রিয়দ্বারা ব্রাহ্মণীতে বা বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণীতে, শূদ্রদ্বারা বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণীতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত অর্থাৎ দ্বিজাতির বহির্ভূত উপনয়নাদি সংস্কারের অযোগ্য নিন্দিত সন্তান।

উল্লিখিত স্মৃতি-বচনসমূহ দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির কথা কথিত হইল।

ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয় ভিন্ন অন্য জাতির বর্ণত্ব প্রতিপাদন কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি ভিন্ন কায়স্থ বর্ণের উৎপত্তি শ্রুতি স্মৃতিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে না এবং কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণাভিধায়ক প্রমাণও পাওয়া যায় না।

অথানুলোমজাতয়ঃ।

পূর্ব্বে বর্ণচতুষ্টয়ের আনুক্রমিক সমানবর্ণজাত, সজাতীয় সন্তানের কথা উল্লেখ হইয়াছে। অধুনা অসমান-বর্ণজাত, অসমান জাতি প্রাপ্ত বর্ণসঙ্কর অনুলোমজ সন্তানগণের কথার উল্লেখ হইতেছে।

" স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

মনুঃ।

দ্বিজাতি দ্বারা অনন্তর জাতীয়া পত্নীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে বৈশ্যাতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে এবং বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা মাতৃদোষ বিগর্হিত অর্থাৎ মাতা হীন জাতি হইলেও পিতৃজাতি সদৃশ। পিতৃ সদৃশ বলার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃ-সমানজাতি না হইয়া পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাতৃ পিতৃ জাতি হইতে পৃথক্ একজাতি হইবে। যথা ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয়-দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিষ্য, বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে করণ জাতি হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ, (বৈদ্য) ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ জন্মিয়াছে। নিষাদ জাতির অপর নাম পারশব।

" ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥"

মনুঃ।

ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে ক্রূরচেষ্ট ও নিষ্ঠুর-কর্ম্মনিরত ক্ষত্র শূদ্র স্বভাব উগ্রজাতি (আগুরি জাতি) জন্মিয়াছে।

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই তিন বর্ণেতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য শূদ্র, এই দুই বর্ণেতে, বৈশ্যের শূদ্র এই এক বর্ণেতে জাত যে ছয় সন্তান, তাহারা সবর্ণজাত পুত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌতথা সুতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, বিবাহিতা শূদ্রাতে নিষাদ (পারশব) জন্মিয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা বৈশ্যাতে

মাহিষ্য, বিবাহিতা শূদ্রাতে উগ্র, (আগুরি) বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে করণ জাতি জন্মিয়াছে।

" মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥"

মাহিষ্য দ্বারা করণীতে রথকার জাতির জন্ম, প্রতিলোম ক্রমে (নীচ জাতি দ্বারা উচ্চ জাতিতে, যাহাদের জন্ম, তাহারা অসৎ (নিন্দিত জাতি) অনুলোম ক্রমে (উচ্চ জাতি দ্বারা নীচ জাতিতে) যাহাদের জন্ম, তাহারা সৎ (অনিন্দিত) জাতি।

"শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতঃ।"
উশনঃসংহিতা।

বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে কটকার জাতি জন্মিয়াছে। দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের) শূদ্র কন্যা বিবাহ প্রশস্ত নহে, উহা নিন্দিত।

যদাহ ব্যাসঃ।
" ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।"

দ্বিজেরা শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে না এবং নীচ বর্ণেরা উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবে না। তাদৃশ বিবাহই অপ্রশস্ত (নিন্দিত)।

—০—

অথ প্রতিলোমজাতয়ঃ।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ ॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্য-রাজন্য-বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥"

মনুঃ।

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাতে সূত জাতি, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে, মাগধজাতি, ব্রাহ্মণীতে বৈদেহজাতি,* শূদ্র দ্বারা বৈশ্যাতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা, ব্রাহ্মণীতে নরাধম চণ্ডাল জন্মিয়াছে। ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর।

"তত্র বৈশ্যাপুত্রঃ শূদ্রেণায়োগবঃ।
মাগধক্ষত্তারৌ ক্ষত্রিয়াপুত্রৌ বৈশ্যশূদ্রাভ্যাম্।
চণ্ডাল-বৈদেহক-সূতাশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্ক্ষত্রিয়ৈঃ।
সঙ্করসঙ্করাশ্চাসংখ্যেয়াঃ। বিষ্ণুসংহিতা।

শূদ্রদ্বারা বৈশ্যাপুত্র আয়োগব, বৈশ্য শূদ্রদ্বারা ক্ষত্রিয়া-পুত্র মাগধ ক্ষত্তা, শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণী পুত্র চণ্ডাল, বৈদেহ, সূত, জন্মিয়াছে এবং পরস্পর বর্ণসঙ্কর দ্বারা অসংখ্যেয় বর্ণসঙ্কর জন্মিয়াছে।

---

* বৈদেহ জাতিকে কেহ কেহ বণিক্ জাতিবিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য-স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং জন্ম দ্বিতীয়ন্তু বিজ্ঞেয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্॥"

শঙ্খসংহিতা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, মৌঞ্জি বন্ধন (উপনয়ন) ইহাদের দ্বিতীয় জন্ম, দুইবার জন্ম হয় অতএব দ্বিজ এবং দ্বিজাতি বলা যায়।

তথাহি বশিষ্ঠঃ।

"মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥"

মাতা হইতে প্রথম জন্ম হয়, মৌঞ্জিবন্ধনে (উপনয়নে) দ্বিতীয় জন্ম হয়, সেই উপনয়নস্বরূপ দ্বিতীয় জন্মে সাবিত্রী মাতা, আচার্য্য পিতা।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান, এই তিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া জাত, বৈশ্যাজাত, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা জাত, এই তিন দ্বিজাতি দ্বারা সজাতীয়াজাত এবং অনু-লোম জাত উক্ত ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী। উপনয়নাদি সংস্কারার্হ। দ্বিজ শব্দ বা, দ্বিজাতিদ্বারা প্রতিলোম জাত সন্তান অপধ্বংসজ সন্তান সকলেই শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী উপ-নয়নাদি ক্রিয়ারহিত।

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তর জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি, দ্ব্যন্তরজাত অম্বষ্ঠ জাতি, এবং ক্ষত্রিয় হইতে একান্তর দ্ব্যন্তর অনুলোম সন্তান, বৈশ্য হইতে একান্তর জাত অনুলোমজসন্তান, মাতৃ পিতৃ ব্যতিরিক্ত সংকীর্ণ জাতি হইলেও মাতৃজাতিতে ব্যপদেশ অর্থাৎ মাতৃজাতির সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত সন্তান অপেক্ষা দ্বিজাতির প্রতিলোমজ সন্তান কিঞ্চিৎ হীন হয়, অতিশয় গর্হিত নহে। কিন্তু শূদ্র প্রতিলোমজ সন্তানেরা অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয়াতে ও ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তানেরা ক্রমশঃ নিতান্ত গর্হিত। ইহা মনুতে কথিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ হইতে উগ্র কন্যাতে আবৃত নামক জাতি, অম্বষ্ঠ কন্যাতে আভীর জাতি, আয়োগবীতে ধিগ্বণ জাতি, নিষাদ হইতে শূদ্রকন্যাতে পুক্কসজাতি * শূদ্র হইতে নিষাদ কন্যাতে কুক্কুটক জাতি, ক্ষত্তা হইতে উগ্রা স্ত্রীতে শ্বপাক জাতি, বৈদেহ হইতে অম্বষ্ঠকন্যাতে বেণ জাতি, এই সকল বর্ণসঙ্কর মনুতে উক্ত হইয়াছে।

---

* চণ্ডালসদৃশ জাতিবিশেষ।

উশনা কহেন, ক্ষত্রিয়াতে শূদ্রদ্বারা চৌর্য্যক্রমে রঞ্জক জাতির উৎপত্তি। রঞ্জক জাতি হইতে চৌর্য্যক্রমে বৈশ্য-কন্যাতে নর্ত্তক জাতির উৎপত্তি। ইহাদিগের অপর নাম গায়ক। অধুনা উহারা নর জাতি বলিয়া বিখ্যাত। শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে অপর এক বৈদেহিক জাতির উৎপত্তি হয়। ইহাদের বৃত্তি অজ, মহিষ, গো পালন করিয়া দধি ক্ষীর ঘৃত তক্রের বিক্রয়। চণ্ডাল হইতে বৈশ্য কন্যাতে শ্বপচ জাতির উৎপত্তি। উহারা কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করে।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ।১॥
ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ।২॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ।৩॥"

মনুঃ।

দ্বিজাতিরা পরিণীতা সবর্ণাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তান-দিগকে ব্রাত্য বলে। ইহারা প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় পুত্রকার্য্যে অক্ষম, অতএব ইহাদিগকে প্রতিলোমজ প্রকরণে বলা হইল। ১। ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে পাপাত্মা ভূর্জকণ্টক জাতি জন্মিয়াছে। দেশভেদে ইহা-দিগকে আবন্ত্য বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ জাতি কহে।২। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় এই সকল সন্তান জন্মিয়াছে।৩

এই প্রকার ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধন্বাচার্য, কারুষ্য, বিজন্মা, মৈত্র, সাত্বত জাতি জন্মিয়াছে, এবং দস্যু জাতি হইতে আয়োগবী স্ত্রীতে সৌরিন্ধ্র, বৈদেহ জাতি হইতে মৈত্রেয় জাতি জন্মিয়াছে। নিষাদ জাতি হইতে আয়োগবীতে কৈবর্ত্ত জাতি জন্মিয়াছে। তাহার অপর নাম দাস জাতি। নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে কারাবর নামক চর্ম্মচ্ছেদনকারী জাতি, (চর্ম্মকার জাতি) বৈদেহ হইতে কারাবর স্ত্রীতে অন্ধ্র জাতি, নিষাদ স্ত্রীতে মেদ * জাতি উৎপন্ন হয়। ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে। চণ্ডাল হইতে বৈদেহ স্ত্রীতে পাণ্ডু সোপাক জাতি, নিষাদ হইতে আহিণ্ডক জাতি † নিষাদ দ্বারা শূদ্রাণীতে পুক্কস জাতি, চণ্ডাল দ্বারা পুক্কসীতে সোপাক জাতি, চণ্ডালদ্বারা নিষাদী স্ত্রীতে অন্ত্যাবসায়ী (মুর্দারফরাস) জাতি জন্মে। ইহারা চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট।

মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রকার কতকগুলি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর বিবৃত আছে, এবং ঐ সকল গ্রন্থে ইহা উক্ত আছে, যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি গ্রন্থে বর্ণিত না হইল এবং যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদের জাতির নিরূপণ করিতে হইবে।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, এই

---

* ম্লেচ্ছবিশেষ।

† ইহাদের কার্য্য রক্ষকতা (প্রহরী)।

ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। অধ্যয়ন, যজন, দান, শস্ত্রাস্ত্র ধারণ, প্রজা-রক্ষা, এই সকল ক্ষত্রিয় কর্ম্ম। অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি-কর্ম্ম, গো প্রভৃতি পশু পালন, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদ গ্রহণ) প্রাণিপোষণ, এই সকল বৈশ্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবা, সর্ব্ব প্রকার শিল্প কর্ম্ম, কারু কর্ম্ম (পাকক্রিয়ার অনুকূল কাষ্ঠ তক্ষণাদি কার্য্য) এই সকল শূদ্রের কর্ম্ম। ইহা মনু, অত্রি, বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

"সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিকৃপথঃ॥"
মনুঃ।

সূত জাতির অশ্ব সারথ্য বৃত্তি, অম্বষ্ঠের (বৈদ্য জাতির) চিকিৎসা বৃত্তি, বৈদেহ জাতির অন্তঃপুর রক্ষা বৃত্তি, মাগধ জাতির স্থল পথে বাণিজ্য বৃত্তি।

উশনঃসংহিতায় উক্ত আছে।

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ॥
ধ্বজিনী জীবিকা বাপি চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ।"

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত সন্তান অম্বষ্ঠ জাতি। কৃষি, আগ্নেয়, সেনাপত্য, চিকিৎসা, এই সকল তাঁহার বৃত্তি।

নিষাদজাতির * মৎস্য বধ বৃত্তি, আয়োগব জাতির কাষ্ঠতক্ষণ বৃত্তি, মেদ জাতি ও অন্ধ্র জাতির আরণ্য পশু হিংসা বৃত্তি, ক্ষত্তা উগ্র ও পুক্কস জাতির বিল মধ্যে গোধা প্রভৃতির বধ বন্ধন বৃত্তি, ধিগ্বণ জাতির চর্ম্ম নির্ম্মাণ বৃত্তি, বেণ জাতির করতাল ও মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাদন বৃত্তি, চণ্ডাল ও শ্বপচ প্রভৃতি জাতিরা রাজাজ্ঞানুসারে বধ্য ব্যক্তির বধ করিবে, অনাথ শব সকল গ্রাম হইতে বাহির করিবে, শবের বস্ত্র শয্যা প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। গর্দ্দভ ও কুক্কুর ইহাদিগের ধন। সৈরিন্ধ্রজাতির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণাদি দাস-কর্ম্ম, রহিত কেশ রচনাদি এবং অঙ্গসম্বাহনাদি দাসবৃত্তি এবং দৈবকার্য্য পিতৃকার্য্য ও ঔষধনিমিত্ত পাশ বন্ধনদ্বারা মৃগ-বধ বৃত্তি, মৈত্রেয় জাতির বৃত্তি মধুরভাষী হইয়া প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া রাজাদিগের স্তব করা, দাস জাতির (কৈবর্ত্ত জাতির) নৌবৃত্তি। পাণ্ডুসোপাক জাতির বেণু ব্যবহার বৃত্তি। অন্ত্যাবসায়িদিগের শ্মশান বৃত্তি। ইহা মনু বলি-য়াছেন।

"রঙ্গাবতরণমায়োগবানাং ব্যাধতা পুক্কসানাং স্তুতিক্রিয়া মাগধানাং বধ্যঘাতিত্বং চণ্ডালানাম্ অশ্বসারথ্যং সূতানাম্।"

ইতি বিষ্ণুঃ।

আয়োগব জাতির রঙ্গাবতরণ,† পুক্কস জাতির ব্যাধ কর্ম্ম,

---

*নিষাদ জাতিকে কেহ চণ্ডালবিশেষ কহেন, কেহ বা ভিল্লাদি জাতিবিশেষ কহেন, কেহ কেহ ধীবরবিশেষ কহেন।

† অভিনয়স্থলে নটের কার্য্য করণ অথবা নৃত্যগীতাদি স্থলে রঙ্গাবতরণ।

মাগধ জাতির স্তুতিক্রিয়া, চণ্ডাল জাতির বধ্যঘাতিত্ব, বৈদেহ জাতির স্ত্রীরক্ষা, সূত জাতির অশ্বসারথ্য বৃত্তি। উশনা কহেন, পুক্কস জাতির মধু ও মদ্য ব্যবসায়।

"হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং নৃত্যগীত-নক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতি-শুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্র-করণানাম্।"

ইতি কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত-উশনসোক্ত-প্রমাণম্।"

হস্তি অশ্ব রথ শিক্ষা অস্ত্রধারণ মূর্দ্ধাভিষিক্তের বৃত্তি, নৃত্য গীত গণনা শস্য রক্ষা মাহিষ্যের বৃত্তি। দ্বিজাতির শুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা রাজসেবা এবং দুর্গরক্ষা ও অন্তঃপুর রক্ষা, পারশব উগ্র ও করণ জাতির বৃত্তি।

মন্বাদি শাস্ত্রে এই প্রকার সঙ্করাসঙ্কর জাতি ও তাহাদের বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, এই বিংশতি ঋষি প্রণীত বিংশতি স্মৃতিসংহিতায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম, এবং কতকগুলি সংস্কৃত বচন, কতকগুলি সংস্কৃত বচনের অর্থ মাত্র, কতকগুলি সংস্কৃত বচনের ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকেও বিরক্ত করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তির প্রতিপাদন করিতে পারি-

লাম না। ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ক কোন শব্দে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই এবং কোন স্মৃতি গ্রন্থে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে না। অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থ নামক কোন জাতি বিশেষের উৎপত্তি হইয়াছে কিংবা কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় শাখা, ইহা শ্রুতি স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ হয় না। অথচ এ কথাও সম্ভবপর নহে যে, যে স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ অবধি চণ্ডাল, মুরদার ফরাস পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সুবিখ্যাত, বিস্তৃত, দ্বিজাতিসমাজে প্রচলিত একটি জাতি বিশেষের উৎপত্তির ও বৃত্তির কীর্ত্তন হয় নাই।

আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই, কেবল এইমাত্র বলিতেছি, স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা এ কথা ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিতেছি, স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক স্থানে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ আছে এবং তদ্দ্বারা কায়স্থ জাতি যে বর্ণসঙ্কর ও নিকৃষ্ট জাতি তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

তৎপ্রমাণং যথা ব্যাসসংহিতায়াম্।

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত-কায়স্থ-মালাকার কুটুম্বিনঃ॥
বরাটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥"

ব্যাসসংহিতার সঙ্কীর্ণ জাতি প্রকরণে বলিয়াছেন, বর্দ্ধকী

(সূত্রধার) নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, * বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলক, ইহারা অন্ত্যজ জাতি এবং গবাশন জাতি অন্ত্যজ।

তথাহি উশনঃসংহিতায়াম্ ॥

"কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনম্।
আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥"

উশনঃসংহিতার বর্ণসঙ্কর প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, কাকের কা যমের য (য়) স্থপতির স্থ, এই কাক যম স্থপতি শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর সকল গ্রহণ করিয়া কায়স্থ শব্দ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে হেতু ইহাতে কাক হইতে চঞ্চলতা, যম হইতে ক্রূরতা, স্থপতি হইতে কৃন্তন, এই সকল গুণ গৃহীত হইয়াছে।

তথা হি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"চাট-তস্কর-দুর্ব্বৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥"

অস্য টীকা।

"চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি। প্রচ্ছন্নাপহারিণস্তস্করাঃ। দুর্ব্বৃত্তা ঐন্দ্রজালিকাঃ কিরাতাদয়ঃ। সহোবলং সহসা বলেন কৃতং সাহসং, মহচ্চ তৎ সাহসঞ্চেতি মহাসাহসং তেন বর্ত্তন্ত ইতি মহাসাহসিকাঃ প্রসহ্যাপহারিণঃ। আদিশব্দাৎ মৌনিককুহকবৃত্তয়ঃ। এতৈঃ পীড্যমানা বাধ্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ। কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ, তৈঃ পীড্য-

* কৃষক বিশেষ।

মানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ, তেষাং রাজবল্লভতয়া অতিমায়াবিতয়া চ দুর্নিবারত্বাৎ ॥'

ইতি মিতাক্ষরায়াম্ আচারাধ্যায়ঃ।

চাট (প্রতারক) তস্কর (চোর) দুর্ব্বৃত্ত (ঐন্দ্রজালিক কিরাতাদি) মহাসাহসিক যাহারা বল পূর্ব্বক হঠাৎ ধন অপহরণ করে। ইহাদের দ্বারা পীড্যমান প্রজাগণকে রক্ষা করিবে, বিশেষতঃ কায়স্থ হইতে পীড্যমান প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। কায়স্থ শব্দের অর্থ গণক এবং লেখক। ইহারা সর্ব্বদা রাজসন্নিধানে থাকিয়া রাজসেবা করে, অতএব রাজার প্রিয় পাত্র, সুতরাং দুর্নিবার হয়। ইহা মিতাক্ষরার আচার অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

এই সকল স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, কায়স্থ জাতি বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতি, ক্রূরস্বভাব। ইহারা দ্বিজাতি-শব্দবাচ্য ক্ষত্রিয় নহে। এই ক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বে যে সকল বর্ণসঙ্করের কথার উল্লেখ হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন্ বর্ণসঙ্কর জাতিকে কায়স্থ বলা যাইতে পারে? তাহাতে স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কায়স্থ জাতি পূর্ব্বোল্লিখিত করণ জাতি।

তৎপ্রমাণং যথা।

"কায়স্থঃ করণো জ্ঞেয়ঃ শূদ্রাগর্ব্ভসমুদ্ভবঃ।"

করণ জাতিকে কায়স্থ জানিবে। ইহারা শূদ্রাগর্ভ-সম্ভূত। পূর্ব্বে অনুলোম জাতি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীতে করণ

জাতির উৎপত্তি। সেই করণ জাতিই কায়স্থ। ইহা দ্বারা এই স্থির হইতেছে, কায়স্থ জাতি বর্ণসঙ্কর, শূদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; শূদ্রা গর্ভসম্ভূত হইলেও ইহারা দ্বিজাতি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পিতৃ জাতির উৎকৃষ্টতা হেতু ইহাদের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করা যাইতেছে। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত—

"স্ত্রীঘনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুঃ মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

এই মনুবচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কাযস্থ জাতি বর্ণসঙ্কব করণ জাতি। অতএব অমরসিংহ বর্ণসঙ্কর প্রকরণে লিখিয়াছেন।

"শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ॥"

শূদ্রা আর বৈশ্য হইতে করণ জাতির উৎপত্তি। বৈশ্যা আর ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি। জটাধর অভিধান দ্বারাও করণ জাতি কায়স্থ, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। যেহেতু কায়স্থ, করণ, পঞ্জিকাকার, এই সকল এক পর্য্যায়ক শব্দ।

রাধাকান্তদেবকৃত শব্দকল্পদ্রুমে উল্লেখ আছে।

"কায়স্থঃ পুং জাতিবিশেষঃ ইতি মেদিনী। তৎপর্য্যায়ঃ, কূটকৃৎ পঞ্জীকর ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। করণঃ পঞ্জিকাকরঃ ইতি জটাধরঃ॥"

অমরসিংহকৃত অভিধানে উক্ত আছে।

"রথকারস্তু মাহিষ্যাৎ করণ্যাং যস্য সম্ভবঃ॥"

মাহিষ্য জাতি হইতে করণ জাতীয়া স্ত্রীতে রথকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। রায়মুকুট টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "করণ্যাং কায়স্থ্যাং" করণী শব্দের অর্থ কায়স্থী। রায় মুকুট সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার। স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তারা ইঁহার অনেক স্থানে ধ্বনি করিয়াছেন।

"কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে"
ইতি করণশব্দার্থে মেদিনী।

করণ জাতি যে কায়স্থ, তাহা করণ জাতির বৃত্তি দ্বারাও অনুমিত হইতেছে। যথা পূর্ব্বলিখিত কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত উশনসোক্ত প্রমাণে কথিত হইয়াছে,—দ্বিজাতির শুশ্রূষা, ধনের অধ্যক্ষতা, ধান্যের অধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গরক্ষা, অন্তঃপুররক্ষা, এই সকল পারশব উগ্র ও করণ জাতির বৃত্তি। অধুনা কায়স্থেরাও বলিয়া থাকেন।—

"কায়স্থো লিপিকারকঃ।"

লেখাপড়ার কাজ ও হিসাবপত্রের কাজকেই কায়েতি ব্যবসায় বলিয়া থাকে। কয়াস্থ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ কায়েত। কায়স্থের ব্যবসায়ের নাম কায়েতি ব্যবসায়, ধনের অধ্যক্ষতা তহবিলদারী কর্ম্ম, ধান্যের অধ্যক্ষতা ভাণ্ডারি কর্ম্ম। এই সকলই লেখা পড়ার কার্য্য, অর্থাৎ হিসাবের কার্য্য। রাজ-সেবা ও রাজার নিকট থাকিয়া মোহরিগিরি প্রভৃতি রাজার অন্য প্রকার চাকরি। রাজসেবা শব্দের অর্থ রাজার শুশ্রূষা নহে, যেহেতু পূর্ব্বেই দ্বিজাতি শুশ্রূষা বলিয়া একবার উক্ত হইয়াছে, সুতরাং পরের রাজসেবা শব্দের অর্থ রাজশুশ্রূষা

নহে, অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত "চাট তস্কর দুর্ব্বৃত্ত" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনের টীকা মিতাক্ষরাতে কায়স্থকে রাজবল্লভ বলিয়াছে। ইহারা রাজার নিকট থাকিয়া রাজার চাকরি করিত, সর্ব্বদা রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিত, সুতরাং ইহারা রাজার নিতান্ত অনুগ্রহের পাত্র।

করণ জাতিই যে কায়স্থ তাহার আরও এক প্রমাণ দেখা যাইতেছে। উৎকল দেশীয় ভাষাকে যদিচ আমরা কদর্য্য ভাষা জ্ঞান করি কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, উৎকল ভাষাতে প্রায় অনেক গুলি শব্দই সংস্কৃতের অনুরূপ। সেই উৎকলদেশীয় কায়স্থেরা অদ্যাপি করণ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। অদ্য পর্য্যন্ত উৎকল দেশীয় কায়স্থ জাতিতে করণ শব্দ প্রচলিত আছে। পশ্চিম দেশেও অনেক কায়স্থ করণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

উশনঃসংহিতায় উক্ত আছে।—

"শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতম্।"

বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে চৌর্য্যক্রমে যে সকল সন্তান হইয়াছে, তাহাদিগকে কটকার কহে। এই কটকার শব্দের অপভ্রংশ শব্দ কট্‌কী। অদ্য পর্য্যন্তও কট্‌কী কায়েত নামক এক সম্প্রদায় কায়েত বিখ্যাত আছে। এতদ্দেশীয় কায়েতেরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা করেন, তাহার কারণ এই অনুমিত হয়, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে করণ জাতির উৎপত্তির কথা উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্কীয় বচনে "বিন্নাসু" শব্দের প্রয়োগ আছে। বিন্না শব্দের অর্থ বিবাহিতা "বিন্নাসু" "বিবাহিতাসু" অর্থাৎ বৈশ্যের বিবা-

হিতা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। উশনঃসংহিতায় বিবাহিতা শব্দের উল্লেখ নাই "চৌর্য্যাৎ" এই শব্দের উল্লেখ আছে। বৈশ্য পুরুষ হইতে চৌর্য্য ক্রমে শূদ্রাতে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা কট্‌কী। করণেরা বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রী গর্ভজাত, কট্‌কীরা বৈশ্যের অবিবাহিতা শূদ্রা গর্ভজাত, অতএব করণ কায়স্থেরা কট্‌কী কায়েতদিগকে অবজ্ঞা করেন।

অনেকে বলেন "কায়স্থেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান, যেহেতু কতকগুলি প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, করণ জাতিই কায়স্থজাতি। করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক শব্দ। মনু বলিয়াছেন, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তানগণ মধ্যে করণেরও উল্লেখ আছে, সুতরাং কায়স্থগণকে অবশ্যই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ঝল্ল মল্ল নট করণ দ্রবিড় ও খস জাতিকে কেহ কেহ অন্ত্যজ * জাতি মধ্যে গণনা করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, ঝল্ল মল্ল প্রভৃতিরা ম্লেচ্ছ জাতি মধ্যে পরিগণিত। অতএব আমরা বঙ্গীয়সমাজে বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান বলিতে বাধ্য না হইয়া বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ত্তসম্ভূত এবং শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

---

* এস্থলে অন্ত্যজ শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট পারিভাষিক অর্থ নহে। ইহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে লিখিত হইবে।

কোন কোন কায়স্থবান্ধব বহুবিধ শাস্ত্রপারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন "ইদানীং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা শূদ্র, ইহারাই প্রসিদ্ধ ও গণনীয় জাতি। বস্তুতঃ কলিতে যথাশাস্ত্রানুসারে পূর্ব্ববৎ স্বধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য জাতি নাই। ইহারা সকলেই ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বম্" ইদানীং ক্ষত্রিয়েরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন।—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

বারংবার ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু ইদানীং ক্ষত্রিয়েরা বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতসেনকৃত কুলদীপিকোদ্ধৃত যমবচন ও বিষ্ণুবচন যথা।

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।"১

জঘন্য যুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সকল জাতিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি আছে।

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥" ২

পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু যেমন ক্ষত্রিয়েরা ও বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন বৈদ্য জাতিরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন।

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তম্।"

ইতি শুদ্ধিতত্ত্বীয়লিখনম্।

শূদ্রাণীর গর্ব্ভে মহানন্দির এক পুত্র জন্মিবে। তাহার নাম মহাপদ্ম নন্দ। সে অতিলুব্ধ হইয়া পরশুরামের ন্যায় সকল ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিবে। তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে। মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপরে আর ক্ষত্রিয় নাই। ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্যও নাই অম্বষ্ঠও নাই।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা স্থির হইতেছে, এই ক্ষণে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ নামে খ্যাত। আচারভ্রষ্ট বৈশ্যেরা বণিক্, আচার হীন অম্বষ্ঠেরাও অম্বষ্ঠ কায়েত বলিয়া পশ্চিম দেশে পরিচয় দেয়। ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয় জাতি উৎকৃষ্ট ছিল। সেই ক্ষত্রিয়েরা এইক্ষণে কায়স্থ হইয়াছে। অতএব এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ জাতির পরেই কায়স্থ জাতির উৎকৃষ্টতা দেখা যায়।

যদ্যপি এইক্ষণে কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বর্ত্তমান ক্ষত্রিয়েরা যুগান্তরীয় ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় এবং বৈদ্যেরা

যুগান্তরীয় বৈদ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু উহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত বা সমস্ত পণ্ডিতের পরামর্শ সিদ্ধ নহে। উহা উৎকল দেশে দেবরপতি ব্যবহারের ন্যায়, এবং যেমন দাক্ষিণাত্যের মাতুলকন্যা বিবাহ ব্যবহার শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অথচ কোন এক শাস্ত্রান্তরসিদ্ধ দেশ ব্যবহার। যথা।

"মাতৃভ্রাতৃসুতাং কেচিৎ পিতৃস্বস্রসুতাং তথা।
বিবহন্তি ক্বচিদ্দেশে সংকোচ্যাপি সপিণ্ডতামিতি॥

শাতাতপোক্তের্মাতুলকন্যোদ্বাহঃ কার্য্যঃ। যদ্যপি পিতৃস্বসৃকন্যোদ্বাহোঽপি প্রাপ্তস্তথাপি অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টমিতি নিষেধাৎ বচনান্তরেণ তদুদ্বাহস্যাবিধানাচ্চ ন কার্য্যঃ। অয়ন্তু দাক্ষিণাত্যশিষ্টাচারাৎ কার্য্য ইতি নির্ণয়সিন্ধৌ তৃতীয়পরিচ্ছেদে প্রকীর্ণনির্ণয়ে ব্যবস্থাপিতম্।

কোন দেশে সপিণ্ডতার সঙ্কোচ করিয়া কেহ মাতুলকন্যাকে কেহ পিতার ভগিনী-কন্যাকে বিবাহ করে। শাতাতপোক্ত এই বচন দ্বারা মাতুলকন্যা বিবাহ বিধান হইয়াছে। পিতৃ-ভগিনীকন্যার বিবাহ বিধান থাকাতেও লোকে যাহা বিদ্বেষ করে সে কর্ম্ম স্বর্গজনক নহে, এই নিষেধ হেতু এবং বচনান্তরে বিধান না থাকা প্রযুক্ত ঐ বিবাহ কর্ত্তব্য নহে। দাক্ষিণাত্যদিগের শিষ্টাচার প্রযুক্ত মাতুলকন্যা বিবাহ বিধেয়। নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রকীর্ণ নির্ণয় প্রকরণে ইহা লিখিত আছে।

বস্তুতঃ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতির যে অভাব, তাহা প্রত্যক্ষও দেখা যাইতেছে। এ দেশে ক্ষত্রিয় প্রায় নাই। অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত পশ্চিম দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া

যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির গলায় যজ্ঞসূত্র দেখা যায় সত্য, কিন্তু যজ্ঞসূত্রের কার্য্য কিছুই নাই, আচার ব্যবহার সকলই শূদ্রবৎ। বৈশ্য জাতির কেবল নাম মাত্র শুনা যায়। মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য জাতির নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে। এখানে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না; তাহার সন্দেহ ভঞ্জক বিশিষ্ট প্রমাণ কিছুই নাই। পশ্চিম দেশে শাকলদীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে, কিন্তু তাহারা বেদবিধি বর্জ্জিত। কেবল কায়স্থ জাতির মধ্যে অম্বষ্ঠ নামক এক শাখা আছে। তাহারা পশ্চিম দেশে অদ্যাপি অম্বষ্ঠ কায়েত বলিয়া পরিচয় দেয়। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ ভিন্ন অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত বৈদ্য জাতি আর কোথাও নাই।

যথাশাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠ নামক জাতি বটে কিন্তু বৈদ্য জাতি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। চিকিৎসা বৃত্তির নাম বৈদ্যবৃত্তি। যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদিগকে বৈদ্য কহে। বৈদ্য কোন জাতি বিশেষের নাম নহে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী সকল জাতীয় লোককেই বৈদ্য বলা যায়। এ দেশে ব্যবহারও আছে, নাপিত কৈবর্ত্ত চণ্ডাল প্রভৃতি যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে। অভিধানকার অমরসিংহও তাহাই লিখিয়াছেন। যথা—

"রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যো চিকিৎসকে॥"

রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য, এই সকল শব্দ

চিকিৎসক অর্থ বোধ করাইবে। সুতরাং যাহারা চিকিৎসক তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে, ।—

রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এক প্রকার বৈদ্যের উৎপত্তি লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা অম্বষ্ঠ শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না। এবং বৈদ্য শব্দ ব্যালগ্রাহিকেও বুঝায়। যথা—

"বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥
তে চ গ্রামগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥"

অশ্বিনীকুমারদ্বারা ব্রাহ্মণীতে বৈদ্যের উৎপত্তি হয়। ইহারা বেদ বিবর্জিত। সেই বৈদ্য হইতে শূদ্রাতে কতক-গুলি সন্তান জন্মে। তাহারা গ্রামের গুণজ্ঞ ও মন্ত্রৌষধি-পরায়ণ। তাহাদের দ্বারা শূদ্রাণাতে যাহারা জন্মে, তাহারা ব্যালগ্রাহী। ইহাদিগকে সাপুড়িয়া বা মালবৈদ্য কহে। ইহারাও বৈদ্য কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

যাহা হউক, এইক্ষণে এ দেশে যাঁহারা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠবৎ ব্যব-হার কিছুই নাই। তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন। শূদ্রের আচারাদির সহিত বিভিন্নতা-সূচক আচার ব্যবহার ইঁহাদের কিছু দেখা যায় না, সুতরাং তাঁহাদিগকে শূদ্র বলা যাইতে পারে।

প্রচলিত ব্যবহার অনুসারেও বোধ হয়, কায়স্থেরাই

ক্ষত্রিয়, যেহেতু লোকে প্রায় সচরাচরই "ব্রাহ্মণ কায়স্থ" "কায়স্থ ব্রাহ্মণ" বলিয়া থাকে। শূদ্র প্রধান দেশে "ব্রাহ্মণ শূদ্র" বলে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণ বৈদ্য বলিলে প্রচলিত প্রথানুসারে আমাদের বঙ্গ-সমাজে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়। বাস্তব ব্রাহ্মণ জাতির পরেই ক্ষত্রিয় জাতি উৎকৃষ্ট ছিলেন, অতএব লোকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। এই ক্ষণে প্রকৃত ক্ষত্রিয়াদির অভাব প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ বলে না।

আরও দেখা যায়, পশ্চিম দেশায় লালাদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ব্যবহারের অনেক প্রচলন আছে। লালারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহাদ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়। বর্ত্তমান কায়স্থেরাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

কায়স্থ বান্ধবেরা স্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থ যে সকল কুযুক্তি ও কুতর্কের অবলম্বন করিয়া কুপথের আবিষ্কার করিতেছেন, উহার কিছুই নূতন নহে; ঐ পথ অতিজীর্ণ প্রাচীন ও অতি-কান্তার। নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা বহুশাস্ত্রালোচনাদ্বারা ঐ পথে পুনঃ পুনঃ বিস্তর কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন।

যে সময়ে রাজা রাজনারায়ণ ক্ষত্রিয় হইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, যে সময়ে কায়স্থ-কৌস্তুভের সৃষ্টি হয়, যে সময়ে সহস্র মুদ্রা ব্যয়দ্বারা—

"কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।"

এই বচনের সৃষ্টি হয়, সে সময়ে কায়স্থ পক্ষ বিপক্ষ সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া শাস্ত্রসিন্ধুর মন্থন করেন।

তৎকালে অমৃত বা বিষ কিছুই উৎপন্ন না হইয়া কতকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্টক উত্থিত হয়। পণ্ডিতেরা সেই কণ্টকগুলি কায়স্থা-বিষ্কৃত পথে বিক্ষিপ্ত করেন। জনাই অঞ্চলের একজন প্রধান পণ্ডিত,—

"কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।"

এই বচন রচনা করিয়াও কায়স্থদিগের ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সমাজে অসম্মানিত হন। পরে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবনের নিমিত্ত কাশী যাত্রা করেন।

পূর্ব্ব দেশে চট্টল নগরে কতকগুলি ধনগর্ব্বিত কায়স্থ, শাস্ত্রীয় বিধির অবহেলন পূর্ব্বক বৈদ্যবিদ্রোহী হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ একজন পণ্ডিত-চূড়ামণির অপমান করেন। কায়স্থ-পক্ষীয় পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র দ্বারা নূতন এক ব্যবস্থাপত্রি-কার সৃষ্টি হয়। "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী,, ইত্যাদি কতক-গুলি সংস্কৃত বচন তাহাতে সন্নিবেশিত থাকে। তদুপ-লক্ষে চট্টগ্রামে বিক্রমপুরে নবদ্বীপ রাজধানীতে সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া পুনঃপুনঃ শাস্ত্রসিন্ধুর মন্থন করেন। সে মন্থনেও প্রথম কতকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্টক উত্থিত হইয়া অবশেষে অমৃত উত্থিত হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৈদ্য প্রভৃতি সেই অমৃতের আস্বাদন করেন। তীক্ষ্ণ কণ্টকগুলি কায়স্থা-বিষ্কৃত পথে বিন্যস্ত থাকাতে সেই পথ অতিকান্তার হয় ও অবরুদ্ধ থাকে। অধুনা ঐ সকল বিষয়ের পুন-রান্দোলন যদিচ চর্ব্বিত-চর্ব্বণের ন্যায় হইতেছে, তথাপি

অপরিজ্ঞাত-শাস্ত্র আধুনিক বৃথাভিমানিগণের প্রবোধার্থ কায়স্থ-বান্ধবগণের অবলম্বনীয় কুযুক্তি প্রমাণাদির অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা ইদানীং কায়স্থ নামে খ্যাত, এতৎপ্রতিপাদনাভিপ্রায়ে বলা হইতেছে, কলিতে যথাশাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য ও মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি নাই। উহারা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ-বান্ধবগণের এ সকল উক্তি—শাস্ত্র, যুক্তি, অনুমান, প্রত্যক্ষ, এই সমুদায় প্রমাণের বিরুদ্ধ। যেহেতু কলিতে ক্ষত্রিয়াদির সত্তা নানাবিধ শাস্ত্রাদি প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত আছে।

''অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

কলিকালে অষ্টাবিংশতিতমে যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে দেবকীসুত কৃষ্ণ জন্মিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে উক্ত আছে।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যা-বুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥'

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবে। আমি যশোদার গর্ভে নন্দগোপ-

গৃহে জন্মিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিব। এই সেই বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগ। এই যুগে মহামায়া নন্দ-গোপগৃহে জন্মেন, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মেন।

তথা হি হরিবংশে কালযবন-বধোপক্রমে।—

"ত্রেতাযুগে প্রসুপ্তোঽসি বিদিতো মে বিশারদাৎ।
ইদং কলিযুগং বিদ্ধি কিমন্যৎ করবাণি তে॥
মম শত্রুস্ত্বয়া দগ্ধো দেবদত্তবরান্নৃপ।
অবধ্যোঽয়ং ময়া সঙ্খ্যে ভবেদ্বর্ষশতৈরপি॥"

সুষুপ্তি হইতে উত্থিত মুচুকুন্দ রাজার প্রতি কালযবন-বধোপক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন। হে নৃপ! তুমি ত্রেতা যুগে প্রসুপ্ত হইয়াছ। এইক্ষণে কলিকাল, ইহা তুমি আমার নিকটে অবগত হও। আর আমি তোমার কি করিব। যে শত্রু আমার শত বৎসরেও অবধ্য, তাহা তুমি দেবদত্ত বর প্রভাবে দগ্ধ করিয়াছ। এই সকল প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কলিকালে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল।

তৎপ্রমাণং যথা মহাভারতে।—

"ততস্তয়োঃ সমকরোদ্বিধিনা দ্বিজসংস্কৃতিম্।
বসুদেবঃ সমানীয়াচার্য্যং গর্গং মহামুনিম্॥"

বসুদেব, মহামুনি আচার্য্য গর্গকে আনিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিজসংস্কার (উপনয়ন) করাইয়াছিলেন। কলিতে ক্ষত্রিয়াদির শূদ্রত্ব ভাব থাকিলে কৃষ্ণ ও বলরামের দ্বিজ-সংস্কার শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

রাজতরঙ্গিণী।

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরু পাণ্ডবেরা ভূতলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য॥"

রাজতরঙ্গিণী, বরাহসংহিতা, জ্যোতির্ব্বিদাভরণঞ্চ।

বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বরাহমিহির, বরাহসংহিতা নামক স্বকৃত জ্যোতিষ গ্রন্থে এবং মহাকবি কালিদাস, জ্যোতির্বিদাভরণ নামক জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল এক শত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। তদনুসারে জ্যোতির্গণনায় উক্ত বরাহমিহির ও কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের সভায় যাহা স্থির করেন, তাহার সহিত তৎকাল-প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাব্দের কোন বিরোধ ঘটে নাই। সে সময়ে অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ হইয়াছিল।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে, যুধিষ্ঠিরাদি ক্ষত্রিয়গণ কলিতে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে দ্বিজাতিসংস্কার ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যুধিষ্ঠিরের পরেও পরীক্ষিত জনমেজয় প্রভৃতি অনেক ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ কথা

কোন মতে বলা যাইতে পারে না যে, কলিতে ক্ষত্রিয়াদি সকলের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হওয়াতে ক্ষত্রিয়াদির অভাব হইয়াছে।

গায়ত্রীতন্ত্রে উক্ত আছে।

"যুগে যুগে তথা রাজা বৈশ্যশ্চৈব যুগে যুগে।
প্রণবদ্বয়সংযুক্তাং গায়ত্রীং প্রজপেৎ প্রিয়ে॥"

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই প্রত্যেক যুগে প্রণবদ্বয়সংযুক্তা গায়ত্রীর জপ করিবে। যুগে যুগে এই বীপ্সা থাকাতে কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির দ্বিজ-সংস্কারাভাব কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের যে শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীস্থ সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ বিষয়ক নহে। উহা "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনু বচনের সহিত ঐক্য করিয়া দেশ ভেদে ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ক বলিতে হইবে। যেহেতু ঐ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন।

"শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"

ব্রাহ্মণ দশাহে শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুদ্ধ হইবে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে শুদ্ধ হইবে, শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হইবে। যদি কলিতে ক্ষত্রিয়াদি না থাকে তবে কলি-কালীয় বিরচিত গ্রন্থে ক্ষত্রিয়াদির অশৌচব্যবস্থা কেন লিখিত হইল? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে ক্ষত্রি-য়াদি বধের প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়াদির

গোবধ প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ লিখিয়াছেন। সংস্কারতত্ত্বে ক্ষত্রিয়াদির সংস্কার বিষয়ে লিখিয়াছেন যথা—

"ষোড়শাব্দো হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতিঃ।
বিংশতিঃ সচতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা॥"

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি বর্ষ, বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। ইহার পরে আর সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। ঐ কালাতিক্রমে সাবিত্রী গ্রহণ করিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সামান্যাভাব অর্থাৎ সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা যদি রঘুনন্দনের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের কাল নিরূপণ করিতেন না। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ব্যবহারতত্ত্বে কাত্যায়ন বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন।

"যদা কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্॥
যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

রাজা যদি বিশেষ কার্য্যবশতঃ স্বয়ং কার্য্যনির্ণয় দর্শন করিতে না পারেন, তবে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য-নির্ণায়ক (প্রাড়্বিবাক) নিযুক্ত করিবেন। যদি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে উপযুক্ত ক্ষত্রিয় অথবা উপযুক্ত বৈশ্যকে প্রাড়্বিবাক নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু শূদ্রকে কদাচ কার্য্য-নির্ণায়ক (প্রাড় বিবাক) পদে নিযুক্ত করিবেন না।

রঘুনন্দন-লিখিত ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, রঘুনন্দনের সময়েও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছিল। রঘুনন্দন দ্বাপর যুগের বা কলির প্রারম্ভ কালেরও মনুষ্য নহেন। তিনি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে লক্ষ্মণসেনের বহু দিন পরে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বকৃত গ্রন্থ সকল মধ্যে যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বিষয় অনেক লিখিয়াছেন, তখন কোন মতেই বলা যাইতে পারে না যে, কলিতে সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া রঘুনন্দন স্বীকার করিতেন। যদি বলেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গক্রমে যুগান্তরীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিষয়ক কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যে হেতু রঘুনন্দনের গ্রন্থে দেখা যায়।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি-দ্বিজাগ্রাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনম্॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশতঃ।
বৃত্তস্যাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধশীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥"

ইত্যাদীন্যভিধায়।

এতানি, লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রামাণ্যং বেদবদ্ভবেৎ॥”

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য. কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণে বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণের হিংসা, বিধিপূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ, বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ পাপের সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত, পাপেতে সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে দত্তক পুত্র ও ঔরস পুত্র ভিন্ন অন্য সকলের পুত্রত্বে পরিগ্রহণ, শূদ্রের মধ্যে দাস, গোপাল, পুরুষানুক্রমের বন্ধু, কৃষির অর্দ্ধাংশী হইয়া যে ভূমিকর্ষণ করে, তাহার সহিত ভোজ্যান্নতা, অতিদূর দেশে তীর্থসেবা, ইত্যাদি সকল কর্ম্ম লোকদিগের পালনার্থ কলির আদিতে মহাত্ম-জনগণ দ্বারা ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেহেতু সাধু ব্যক্তিরা যাহা নিয়ম দ্বারা স্থির করিয়াছেন, তাহাই বেদের ন্যায় মান্য করিতে হইবে।

কলিতে বর্জ্জনীয় এই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলির আচরণীয় কর্ম্ম সকল ব্যবহারতত্ত্বে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম কলিতে নিষিদ্ধ রঘুনন্দন তাহা লিখেন নাই। কলিতে যে সকল কর্ম্ম করণীয়, রঘুনন্দন তাহাই লিখিয়াছেন। কলিতে যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব থাকিবে তবে রঘুনন্দনকৃত ব্যবহারতত্ত্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রাড়্বিবাকতার বিষয় উক্ত হইত না।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি ভট্টাচার্য্য স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন।

"নিত্যং শ্রুত্যাদিতস্বধর্ম্মচরণানুষ্ঠানহীনাত্মনাং
তত্তদ্বেদনিষিদ্ধকর্ম্মনিরতানুষ্ঠানিষ্ঠাবতাম্।
লোকানাং কলিকালরূঢ়কলুষধ্বংসার্থমেষোঽধুনা
প্রায়শ্চিত্তবিবেকমত্র বিদধে শ্রীশূলপাণিঃ সুধীঃ॥"

বেদোক্ত ধর্ম্মাচারহীন এবং বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মে রত যে কলিকালের লোক সমস্ত তাহাদের পাপনাশের নিমিত্ত এই প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব রচনা করিতেছি। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বচনোক্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা—

"যাগস্থক্ষত্রবিড্‌ঘাতে চরেদ্ব্রহ্মহনো ব্রতম্।
গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ি নিসূদন॥"

প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।

যাগস্থ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কবিতে হয়, আর ভ্রূণ হত্যা করিলে যে বর্ণের যেমত প্রায়শ্চিত্ত তাহাই করিতে হয়। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য প্রথম শ্লোকে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কলিকালের লোকদিগের পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থ করিতেছি। পরে ঐ গ্রন্থে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন। যদি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে কলির মনুষ্যের জন্য যাজ্ঞবল্ক্যীয় বচনানুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের প্রায়শ্চিত্ত-লেখা অসঙ্গত

হয়। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য বহুকালের লোক নহেন। তাঁহার সময়েও যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হইত, তবে তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্যবধের প্রায়শ্চিত্ত লিখিতেন না।

পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত আছে।

"অতঃপরং গৃহস্থস্য কর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মসাধারণং যৎস্যাৎ চাতুর্বর্ণাশ্রমাগতম্॥
ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম্॥"

অতঃপর কলিযুগে গৃহস্থদিগের কর্ম্মাচার এবং বর্ণাশ্রমগত সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছি। কলিকালে ক্ষত্রিয়েরাও কৃষিকার্য্য করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্রেরা কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকর্ম্ম করিবে। কলিকালে যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হয় তবে কলিধর্ম্মবক্তা পরাশর কর্ত্তৃক কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ধর্ম্ম কথন সঙ্গত হয় না।

কোন স্মৃতিগ্রন্থকর্ত্তা বা কোন প্রাচীন স্মার্ত্তপণ্ডিত এমন ব্যবস্থা করেন নাই যে, কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের একেবারে অভাব অথবা সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন, ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, উহা " শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ " ইত্যাদি মনুবচনের সহিত একবাক্যতা স্বীকার করিয়া দেশবিশেষ জাত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির শূদ্রত্ব প্রাপ্তিবিষয়ক

বলিতে হইবে। অর্থাৎ ক্রিয়া লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু যে যে দেশে ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যেরাও সেই সেই দেশে ক্রিয়া লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত অম্বষ্ঠ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।

কায়স্থবান্ধবেরা বলেন, যে সকল ক্ষত্রিয়দিগের পুনঃপুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু কলিতে বৃষলত্ব প্রাপ্তির কথা মনু বলিয়াছেন, সেই হীনাচার ক্ষত্রিয়েরাই এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। এ কথা শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে কি না! এই ক্ষণে তদ্বিষয়ের সমালোচনা করা যাউক।

তথাহি মনুঃ।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

অস্য কুল্লূকভট্টঃ। "ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপনয়নাদিক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থদর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈর্লোকে শূদ্রত্বংপ্রাপ্তাঃ।"

পশ্চাৎ কথ্যমান ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপহেতু এবং যজন, অধ্যাপন, প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দর্শনাভাবহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

"পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

মনুঃ।

অস্য কুল্লূকভট্টঃ। "পৌণ্ড্রকাদিদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ।"

পশ্চাৎ কথ্যমান ক্ষত্রিয় কথিত হইতেছেন, যথা। পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণাদর্শন ও ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভগবান্ মনু পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা ক্রিয়ালোপ হেতু দেশ বিশেষ-জাত ক্ষত্রিয়গণের বৃষলত্ব প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার সমুদায় দ্বিজাতি বিষয়ে বলিয়াছেন।

"মুখবাহূরুপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে যাহারা বাহ্য জাতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক কি আর্য্যভাষীই হউক তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়।—

পূর্ব্বে যে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই শূদ্রত্ব দুই প্রকার। যথা—

"শূদ্রত্বং দ্বিবিধম্ অক্ষতম্ অনক্ষতঞ্চ। অক্ষতশূদ্রাঃ প্রায়শ্চিত্তানার্হা অনক্ষতাঃ প্রায়শ্চিত্তার্হা ভবন্তি॥"

শূদ্রত্ব দুই প্রকার, অক্ষত ও অনক্ষত। অক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য। অনক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য। অতএব মনু দশম অধ্যায়ে "শনকৈস্তু" ইত্যাদি

বচন দ্বারা ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার একাদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন।

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥"

অস্য কুল্লূকভট্টঃ।

"যেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং আনুকল্পিক কালেঽপি উপনয়নং যথাশাস্ত্রং ন কৃতং তান্ প্রাজাপত্যত্রয়ান্ কারয়িত্বা যথাশাস্ত্রম্ উপনয়েৎ। যত্তু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিঃ প্রায়শ্চিত্তমুক্তং তেন সহাস্য গুরুলাঘবমনুসন্ধায় জাতিশক্ত্যাদ্যপেক্ষো বিকল্পো মন্তব্যঃ।"

যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতির অনুকল্পকালেও যথাশাস্ত্র উপনয়ন হয় নাই, তাহাদিগকে তিন প্রাজাপত্য ব্রত করাইয়া যথাশাস্ত্র উপনয়ন করাইবে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরা যে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন তাহার সহিত লঘু গুরু বিবেচনা করিয়া জাতি অনুসারে ও শক্তি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের কল্পনা করিবে।—

পূর্ব্বোক্ত মনুবচন লিখিত শক যবনাদির সগর রাজা কর্ত্তৃক অন্যবেশধারিত্ব তৎপরে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যথা—

"শক-যবন-কাম্বোজ-পারদ-পহ্লবা হন্যমানাস্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ। ১৮। অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ।১৯। এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ। ২০। স তথেতি তদ্গুরুবচনমভিনন্দ্য

তেষাং বেশান্যত্বম্ অকারয়ৎ। . যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্, পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্ব্বীং প্রশশাস। ২১।"

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সগররাজা কর্ত্তৃক হন্যমান শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লবগণ, তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়াছিল।১৮। অনন্তর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস! ইহারা জীবন্মৃত। ইহাদিগকে পুনর্ব্বার বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবার আবশ্যকতা নাই।১৯। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত আমি ইহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম ও দ্বিজসংসর্গ পরিত্যাগ করাইলাম। (তাহাতেই ইহারা জীবন্মৃত হইয়াছে)।২০। সগর তথাস্তু বলিয়া গুরুবাক্য অনুমোদন করিলেন এবং শক যবন প্রভৃতির অন্যবিধ বেশ করিয়া দিলেন। যবনদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, শকদিগকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিয়া দিলেন, এইরূপ পারদগণকে প্রলম্বিতকেশধারী এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। সগর এই সকল ক্ষত্রিয় ও অন্য অন্য অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদাধ্যয়ন রহিত ও যাগাদি ক্রিয়াহীন করেন। ইহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছ হইল। (বিজয়ী) সগরও নিজ রাজধানীতে আগমপূর্ব্বক

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞা বা সেনাগণ কোথাও প্রতিহত হয় নাই॥২১ †

হরিবংশে উক্ত আছে।—

"সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥

সগর বশিষ্ঠগুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রকারে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। যথা—শক যবন প্রভৃতি সেই সকল রাজাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন এবং অন্য বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। শকদিগের অর্দ্ধশিরোমুণ্ডন করাইয়াছিলেন, যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ছিলেন। কাম্বোজদিগেরও মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ছিলেন। এইরূপ পারদদিগকে মুক্তকেশ এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রু-ধারী করাইয়াছিলেন। মহাত্মা সগর এই প্রকারে বিপক্ষ ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহাপ্রণব রহিত করাইয়াছিলেন।

আমরা এখানে মনু প্রভৃতির কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ ইহার পূর্ব্বাপর সমালোচন পূর্ব্বক স্মৃতিপুরাণের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিবেচনা করুন।—

---

† বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ হইতে।

মনু দশম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, ক্রিয়ালোপ হেতু এবং যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদি নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব হেতু কতকগুলি ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা জানাইবার নিমিত্ত পরশ্লোকে লিখিয়াছেন, শক, যবন, কাম্বোজ, চীন, কিরাত প্রভৃতি দেশজাত ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতিরা যে কেহ বাহ্য জাতি * প্রাপ্ত হয় তাহারা দস্যু।

শূদ্রত্ব (দ্বিজাতীতরজাতিত্ব) দুই প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে, কতকগুলি দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য অক্ষত শূদ্র। যাহারা প্রায়-

---

* এখানে বাহ্য জাতি শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতীতর জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য জাতি। স্মৃতিশাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির ইতর জাতিমাত্রকেই শূদ্রজাতিতে ব্যপদেশ করিয়াছেন। যেহেতু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির পৃথক্ পৃথক্ বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম লিখিয়া "শেষাস্তু শূদ্রবৎ" অন্য সমুদায় জাতির শূদ্রবৎ অশৌচ, ব্যবহারাদি লিখিয়াছেন। উগ্র, কৈবর্ত্ত, স্বর্ণবণিক, করণ (কায়স্থ) মালাকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা লিখেন নাই। ইহাদের শূদ্রবৎ অশৌচাদি। অতএব শূদ্রজাতি বলিলে যেমন তদন্তর্গত অনেক জাতি বুঝাইতে পারে, তেমন বাহ্য জাতি বলিলেও শূদ্র জাতি বুঝাইতে পারে।

শ্চিত্ত করিয়া দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে তাহাদের নিমিত্ত মনু পুনর্ব্বার একাদশ অধ্যায়ে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে কথিত আছে, সগররাজা শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিয়া এবং দ্বিজ সংসর্গ হীন করিয়া অন্যবেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। স্মৃতিপুরাণের একবাক্যতা স্বীকার করিয়া এই সকল বচনের এই তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতেছে যে, সগর রাজা যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিয়া এবং দ্বিজ সংসর্গ রহিত করিয়া স্বাধ্যায় বষট্কার হীন অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন ও স্বাহা প্রণবের অনধিকারী করিয়াছিলেন, মনু "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

মনুবচনে পৌণ্ড্র, উড্র দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক পারদ পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই দ্বাদশদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রথম শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের কথার উল্লেখ করিয়া পরে যবন, শক, পারদ, পহ্লব, এই চতুর্ব্বিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন শ্মশ্রুধারণ প্রভৃতি অন্যবিধ বেশধারণের কথা উক্ত আছে। হরিবংশে ঐ শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চ ক্ষত্রিয়েরই অন্য বেশ ধারণের উল্লেখ দেখা যায়। কাম্বোজ ও যবন উভয়েরই একবিধ বেশ অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন, অতএব বিষ্ণুপুরাণে অন্যবিধ বেশধারণ বিষয়ে

কাম্বোজের স্বতন্ত্র উল্লেখ না করিয়া যবন শব্দই কাম্বোজের উপলক্ষণ স্বীকার করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চবিধ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়া পরে উক্ত আছে “নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার” শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে এবং অন্য ক্ষত্রিয়গণকেও বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহা প্রণব রহিত করিয়াছিলেন। এইক্ষণে স্মৃতিপুরাণের ঐক্য করিতে হইলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, সগর রাজা যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে বেদাধ্যয়ন-হীন স্বাহাপ্রণব-হীন এবং দ্বিজসংসর্গ-হীন করিয়াছিলেন; মনু, পৌণ্ড্র কাম্বোড্র-দ্রবিড়া ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অর্থাৎ মনু উক্ত পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই দ্বাদশবিধ ক্ষত্রিয়ই সগর রাজা কর্ত্তৃক স্বধর্ম্ম চ্যুত হইয়া এবং দ্বিজসংসর্গ হীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শক যবন কাম্বোজ দরদ পহ্লব, এই পঞ্চবিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডনাদি দ্বারা সগররাজা বেশান্তর করাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে স্বধর্ম্ম চ্যুত পূর্ব্বোল্লিখিত পৌণ্ড্র উড্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা সকলেই ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের শেষভাগে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

‘তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাংযযুঃ।”

তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরি-

ত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল পতিত ক্ষত্রিয়েরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য।

পাঠকগণ এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিপুরাণের বচন নিচয়ের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া অবশ্যই কৃতনিশ্চয় হইতে পারিবেন, মনূক্ত "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনানুসারে কলিতে ক্ষত্রিয় সামান্যাভাব প্রতিপাদন হয় কি না এবং বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত, এ কথা যুক্তি সঙ্গত কি না।

মনুর "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে কলি শব্দের উল্লেখ নাই সুতরাং মনুবচন কলিযুগের'পর এ কথা বলা যাইতে পারে না। মনু পর শ্লোকে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, পৌণ্ড্র উড্র প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্যই প্রতীতি হয়, অন্যান্যদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। যে সকলদেশে যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। সেই সেই দেশেই ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব কোন কালেও হয় নাই, সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তবাসী ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত মনুবচন কোন মতেই সঙ্গত হয় না। এজন্য মনুবচনের সহিত বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের একতা স্বীকার করিয়া অবধারিত হইতেছে, মনুর 'শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ' ইত্যাদি বচন অনুসারে যাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এইক্ষণে ম্লেচ্ছ নামক অনার্য্য জাতি বিশেষ হইয়াছে। আর্য্য

সন্তানেরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অশুচি হয়। অতএব আমরা বঙ্গীয় সমাজের কায়স্থগণকে তাদৃশ বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলিতে নিতান্ত অনুচিত বোধ করি, এমন কি যদি কেহ আমাদের প্রিয়তম কায়স্থগণকে মনুবচনানুযায়িক বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলেন, তবে আমরা নানাবিধ কারণ বশতঃ নিতান্ত মর্ম্ম পীড়িত হই, এবং আমাদের প্রেমাস্পদ কায়স্থগণকে প্রকারান্তরে তিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া গালাগালি দিলেন। এই মনে করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হই।

এই উপলক্ষে নীতি বিষয়ক একটি শ্লোক আমার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল, এই স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কায়স্থ মহোদয়গণ বিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবেন। যথা—

বরং পণ্ডিতশত্রুশ্চ নচ মুর্খেণ মিত্রতা।
বানরেণ হতো রাজা বিপ্রচৌরেণ রক্ষিতঃ॥

পণ্ডিত যদি শত্রু হয় তাহাও ভাল তথাপি মূর্খের সহিত মিত্রতা ভাল নহে। কোন রাজার একটি প্রতিপালিত বানর তাঁহাকে অজ্ঞতা নিবন্ধন নষ্ট করিতেছিল, একজন ব্রাহ্মণ চোর সে সময় রাজাকে রক্ষা করিল।

ধনী কায়স্থগণ বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেক চেষ্টা দ্বারা অনেক দলবল সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে অনেক কৃতবিদ্য (নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ) অনেক চূড়ামণি কায়স্থ বান্ধব হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে কোন কোন কায়স্থ মহোদয় (পরের মুখে চিনি ভক্ষণ) গ্রন্থরচনা প্রবন্ধরচনা ইত্যাদি দ্বারা কৃতবিদ্য বহুদর্শী

অশেষশাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়া সমাজে পরিচিত হইতেছেন। কায়স্থবান্ধবেরাও প্রভুরঞ্জনার্থ ও স্বার্থসাধনার্থ কাণ্ডজ্ঞান শূন্যের ন্যায় শশব্যস্ত হইয়া যেখানে যাহা প্রাপ্ত হন তাহারই সংগ্রহ করিতেছেন। এ দিকে যে " শিব গড়িতে বানর" হইয়া পড়ে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বলা হইতেছে। যথা শাস্ত্রানুসারে কলিতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ। তদর্থে মনুবচনেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা যে কায়স্থদিগের ম্লেচ্ছত্ব প্রতিপাদন হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না। যাহা হউক অদূরদর্শী লোকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, কিন্তু আমরা আমাদের চিরসুহৃৎ কায়স্থগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনভিজ্ঞ লোকের কথায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ কুপথের আশ্রয় লইবেন না।

অপরিণামদর্শী আধুনিক কায়স্থ যুবকেরা যদি এ কথা বলেন যে, তাঁহারা " শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনু বচনানুমোদিত বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। এইক্ষণে তাঁহারা অতিপূর্ব্ব পুরুষাচরিত ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মের প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হইয়া গলায় যজ্ঞসূত্রের ধারণ করিতেছেন। স্বস্ব নামের অন্তে ঘোষবর্ম্মা বসুবর্ম্মা ইত্যাদি লিখিতেছেন। কায়স্থদিগের দ্বাদশাহ অশৌচ ব্যবহারে যত্ন করিতেছেন। করুন কিন্তু এতদ্‌দৃষ্টে অনেকের মনে ঈদৃশ বিতর্ক সমুহ সমুপস্থিত হইতে পারে যে, কায়স্থেরা পতিত ক্ষত্রিয় সন্তান

বলিয়া যদি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারেন, তবে শক যবন কিরাত চীনদেশীয় প্রভৃতিরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারিবে না কেন? মনুবচনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে শক, যবন, কিরাত, চীনদেশীয় প্রভৃতিরা ক্রিয়ালোপ হেতু এবং যজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে শক, যবন, কিরাত, চীন প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে বিশেষ প্রতিবন্ধক কি আছে? বিশেষ, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি অপেক্ষাও যবন জাতির ক্ষত্রিয়ত্বাধিকারিত্ব অধিকতর সম্ভব পর হইতেছে। যথা ক্ষত্রিয়েরা সাহসী ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনেরা অধিক সাহসী। ক্ষত্রিয়েরা বীরপুরুষ ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনদিগের অধিক বীরত্ব আছে। ক্ষত্রিয়েরা বিবাদমত্ত ছিলেন, সে বিষয়েও বোধ করি কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনদিগের প্রাধান্য আছে। ক্ষত্রিয়েরা নিষ্ঠুর ছিলেন, বোধ হয় সে বিষয়েও যবন অপেক্ষা কায়স্থগণের প্রাধান্য হইবে না। সুতরাং কায়স্থ অপেক্ষা যবন জাতিতে ক্ষত্রিয় লক্ষণ অধিক থাকাতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্বাধিকারবিষয়ে কায়স্থ অপেক্ষা যবন জাতিরই প্রথম সত্ত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। এই-ক্ষণে যদি যবনেরা যজ্ঞসূত্রধারণের অথবা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা চায় তবে কায়স্থবান্ধব কৃত-বিদ্যেরা ব্যবস্থা দিতে পারিবেন কি না?

পূর্ব্বোক্ত মনুবচন ও বিষ্ণুপুরাণাদির বচনানুসারে জানা যায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-পরিত্যক্ত কোন এক জাতিবিশেষের নাম "শক" সূনু শব্দের অর্থ পুত্র, শকসূনু শব্দের অর্থ শকের পুত্র (শকের সন্তান) সেই শকসূনু শব্দের অপভ্রংশ শব্দ "সক্‌সন্" এইক্ষণে অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান শক্‌সন্ জাতিরা সগররাজকর্ত্তৃক দেশান্তরে প্রতাড়িত শকের বংশ। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়দিগের রীতি-প্রকৃতির তুলনা করিলে অনেক ঐক্য হয়। ক্ষত্রিয়েরা অসীম পরাক্রমশালী, দিগ্বিজয়ী, প্রবলপ্রতাপান্বিত, মহা-শূর। ক্ষত্রিয়েরা পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপরে একাধি-পত্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও সমস্ত জাতির উপরে একাধিপত্য করিতেছেন। ক্ষত্রিয়েরা মহা-সাহসী মহাযোদ্ধা ছিলেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও মহাসাহসী মহাযোদ্ধা। ক্ষত্রিয়কন্যাদিগের স্বয়ম্বরা হওয়া প্রথার অনেক অনুরূপ আছে। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ, মৃগয়া বন-বিহার ইত্যাদি উপলক্ষে সস্ত্রীক যাত্রা করিতেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও যুদ্ধ, মৃগয়া, বনবিহার ইত্যাদি উপ-লক্ষে সস্ত্রীক বহির্গত হন। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়-কন্যারা কেহ কেহ অশ্বারোহণে পটীয়সী ছিলেন, শকসন জাতীয় কন্যারা-ও অশ্বারোহণে পটীয়সী। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইত, শকসন জাতির মধ্যেও জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয় রাজারা অতিশয় মৃগয়ারুচি ছিলেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও বিলক্ষণ মৃগয়ারুচি। এই প্রকারে পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়দিগের

সহিত বর্ত্তমান শকসন জাতির অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এইক্ষণে তাহাদিগকে বর্ম্মা লিখিতে পারা যায় কি না এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ জাতির পরেই শকসন জাতিকে উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া মান্য করা যায় কি না?

কায়স্থ বান্ধবেরা এইক্ষণে যদি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকলের অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের ধ্বনি পূর্ব্বক কতকগুলি সংস্কৃত বচন রচনা দ্বারা কতিপয়, চটি পুস্তকের প্রচার করেন অথবা এমন এক ব্যবস্থা পত্রের প্রচার করেন যে, শকসন জাতি ক্ষত্রিয়জাতি, তাহাদের যজ্ঞোপবীতের অধিকার আছে এবং বর্ম্মা উল্লেখের অধিকার আছে, তাহারাও দ্বিজ শব্দবাচ্য হইতে পারে। তবে কায়স্থ বান্ধবগণের বিশেষ খ্যাতি লাভ ও বিশেষ উপকার লাভ হওয়ার সম্ভব। কালবশতঃ ভাগ্যক্রমে যদি শকসন জাতির মধ্যে একজনের গলাতেও একবার যজ্ঞসূত্র ধরাইতে পারেন, তবে ইয়োরোপ খণ্ডে পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষে অসাধারণ কৃতবিদ্য-খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন, নানাপ্রকারে স্বার্থসাধন হইবে, এমন কি, সহস্র গোপাল সেবার ফল একজন শকসন জাতীয় লোক দ্বারাই হইতে পারিবে। বিশেষ পুনর্মুদ্রিত শব্দ কল্পদ্রুমে নিম্নদেশে ক্ষুদ্রাক্ষরে কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া দিতে পারিলে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রীয় গৌরবেরও বৃদ্ধি হইবে।

কায়স্থ বান্ধবেরা বলেন, যম বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, কলিযুগে ব্রাহ্মণজাতি ও শূদ্রজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই।

যমবচনং যথা।

যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।

জঘন্যযুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি আছে অর্থাৎ ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া সকলেই শূদ্রবৎ হইয়াছে, সুতরাং যম বচনে কলিযুগে কেবল ব্রাহ্মণ জাতির ও শূদ্রজাতির নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

আমরা যমসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম,

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।"

এই শ্লোকার্দ্ধ যমসংহিতার কোন স্থানেও প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, যমচন্দ্রনামক একজন প্রাচীন কবি ছিলেন। তিনি "কলিধর্ম্মোদয়" নামক এক নাটকের প্রণয়ন করেন। তাহাতে ঐ শ্লোক লেখা আছে।

প্রায় দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইতে চলিল, পূর্ব্বদেশে চট্টলনগরে রাজকর্ম্মচারী নানাদেশীয় কায়স্থ একত্র হইয়া কল্পনাদেবীর প্রসাদাৎ একবার ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কতকগুলি স্বান্ন প্রতিপালিত পণ্ডিত বেশধারী ভট্টাচার্য্য নামধেয় ভূতলদেবতার সাহায্যে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য আর্য্যসন্তানেরা সকলেই কলিতে কায়স্থ শূদ্রের তুল্য। এই ক্ষণে আর তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই। বিশেষতঃ বৈদ্যেরা "দ্বিজশব্দ বাচ্য নহে ও কায়স্থ শূদ্রের নমস্য নহে। ইহার প্রকৃতাবধারণ অভিলাষে বঙ্গদেশের মধ্যে

স্মৃতিশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বিক্রম পুর নিবাসী শ্রীযুত কালীকান্ত শিরোমণির নিকটে কায়স্থেরা অনুকূল ব্যবস্থার প্রার্থনা করাতে পণ্ডিতপ্রধান শিরোমণি অনুকূল ব্যবস্থা না দিয়া বলিয়াছিলেন, মন্বাদি শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ ইহারা সকলেই দ্বিজশব্দ বাচ্য, এবং উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী। কলিতে স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের একেবারে অভাব হয় নাই, বিশেষ অম্বষ্ঠেরা কায়স্থ শূদ্রের নমস্য বটে। ধনগর্ব্বিত কায়স্থগণ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ কালীকান্ত শিরোমণির অপমান করেন। তৎপরে নবদ্বীপ বিক্রমপুর প্রভৃতি পণ্ডিত-প্রধান দেশে উল্লিখিত বিষয়ের আন্দোলন হইয়া নানাবিধ শাস্ত্রাবলম্বন পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বিচার হয়। সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া বিচার দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, কলিতে সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা দ্বিজশব্দ বাচ্য, উপনয়নের অধিকারী, এবং কায়স্থ শূদ্র প্রভৃতির নমস্য।*

---

* প্রবাদ আছে, নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ একবাক্য হইয়া যখন এই ব্যবস্থা দিলেন যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরা দ্বিজ শব্দবাচ্য, উপনয়নের অধিকারী, কায়স্থ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কায়স্থ শূদ্রের নমস্য এবং যে সকল বৈদ্যেরা উপনয়নহীন হইয়াছে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপ-নীত হইতে পারে। সে সময়ে কায়স্থ জাতীয় রাজা রাজনারায়ণ অভিমানে অধৈর্য্য হইয়া বৈদ্যজাতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্ণ

যে সময়ে নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা কায়স্থদিগের অভীষ্ট-প্রতিকূলে ব্যবস্থাপত্র দান করিতে লাগিলেন, সে সময়ে কায়স্থগণ অন্যস্থানীয় পণ্ডিতগণের আশ্রয় না পাইয়া কলিকাতানিবাসী পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কান্তিচন্দ্র কায়স্থগণের অনুরোধ ও অর্থবশ হইয়া চতুরতা পূর্ব্বক এক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন। ঐ ব্যবস্থাপত্রে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হীত্যাদি যমবচন" ইত্যাদি লেখা থাকে। পণ্ডিতবর চতুর কান্তিচন্দ্র উল্লিখিত শ্লোকার্দ্ধকে যমবচন বলিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা বাস্তব মিথ্যা নহে। যমচন্দ্রনামক কোন

হইতে যত্নবান্ হন। বৈদ্য জাতির ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন, কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। জনাই নিবাসী অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার দ্বারা, "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" এই বচন রচিত হয়, এক ব্যবস্থাপত্র লিখিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এতদ্দেশে স্থানে স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীতে অসম্মানিত হন। পরে তিনি "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" এই বচন রচনার ও ব্যবস্থাপত্রের দক্ষিণা স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন। সংপ্রতি পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যাইতেছে, শ্রীশ্রী৺ কাশীধামেও কয়েকজন অর্থলোভী পণ্ডিত ধনের বশ হইয়া কায়স্থদিগের অভীষ্টানুমোদক ব্যবস্থাপত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা কাশীরাজ সমীপে নিন্দনীয় হওয়াতে তাদৃশ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন কবি স্বকৃত কলিধর্ম্মোদয়নামক নাটকে ঐ বচন রচনা করিয়া লিখিয়াছেন, অতএব কান্তিচন্দ্র যে যমবচন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। কায়স্থপক্ষীয়েরা কান্তিচন্দ্রের চতুরতা বুঝিতে না পারিয়া বিংশতি স্মৃতিসংহিতার অন্যতম যমসংহিতার বচন মনে করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারস্থলে 'যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্রএব হি" এই শ্লোকার্দ্ধের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ব্যগ্র হইতেছেন।

পোচীন কবি যমচন্দ্রকৃত কলিধর্ম্মোদয়নামক নাটক হইতে পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরা সেই সম্পূর্ণ শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।
ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মকর্ম্মাণি পরধর্ম্মরতাবুভৌ॥"

জঘন্য যুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ জাতি ও শূদ্রজাতি ইহারা স্বকীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পর ধর্ম্মে রত হইবে। এই বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এমত তাৎপর্য্য নহে যে, কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুই জাতিমাত্র থাকিবে, অন্য কোন জাতি থাকিবে না। যদি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের তাদৃশ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয় তবে পরার্দ্ধ দ্বারাও এই তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হওয়া কর্ত্তব্য এবং শূদ্রদিগেরও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হওয়া কর্ত্তব্য।

যদিচ আমরা দেখিতেছি, ইদানীন্তন অনেক অবিবেক-মত্ত ব্রাহ্মণ যুবক পূর্ব্ব পুরুষোচিত ধর্ম্ম যজ্ঞসূত্র ধারণ ও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলের পরিত্যাগ করিতেছেন এবং অবিবেকমত্ত শূদ্রেরা পূর্ব্ব পুরুষোচিত দ্বিজাতি সেবা পরিত্যাগ করিয়া দাস উল্লেখ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বাহা প্রণবের উচ্চারণ করিতে চাহেন, বর্ম্মা উল্লেখ করিতে চাহেন, কিন্তু ঐ সকল নিন্দিত কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বিধিবোধিত নহে। তাদৃশ পাপ কর্ম্ম সকল পাপময় কলির স্বভাব বশতঃ হইতেছে। কলির স্বভাব বশতঃ মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈধ কর্ম্মে রত হইয়া নিরয়গামী হইবে, এই সকল তাহারই অনুষ্ঠান। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা ও ধর্ম্মভীত ব্যক্তিরা তাদৃশ দুষ্কার্য্যের অনুমোদন করেন না বা তাদৃশ কার্য্যে রত হন না। ব্রাহ্মণ জাতির যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ যেমন শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ ও অধঃপতনের কারণ, শূদ্র জাতিরও তেমন যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বাহা প্রণবের উচ্চারণ শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ ও অধঃপতনের কারণ। শ্রুতিতে উক্ত আছে।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্ল ক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধোগচ্ছতি।

ইতি তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণম্।

সাবিত্রী (গায়ত্রী) প্রণব, বেদ, শ্রীবীজ, এই সকলের উচ্চারণ করিতে স্ত্রীর ও শূদ্রের অধিকার নাই। যদি

উহারা ঐ সকল জানে অর্থাৎ স্ত্রীও শূদ্র যদি গায়ত্রী প্রণব বেদ প্রভৃতির পাঠ করে, তবে মরণান্তে উহাদের অধোগতি হয়।

"প্রণবোচ্চারণাদ্ধোমাচ্ছালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
ইতি কৃষ্ণানন্দধৃত তন্ত্রসার বচনম্।

প্রণবের উচ্চারণ, হোম, শালগ্রামের পূজা, ব্রাহ্মণাগমন, শূদ্র এই সকল কর্ম্ম করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যখন অনধিকারীরা প্রণবের অধিকারী হইতে যত্নবান্ হইতেছেন, তখন উহা কালস্বভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ কলিধর্ম্মোদয় নাটকে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি যে শ্লোক উক্ত আছে, তাহা কলির বিধিবোধক নহে, ঐ সকল কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র। যেমন—

অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ।
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে॥

কলিকালে ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারী হইবেন, বান্ধবগণের প্রতি স্নেহহীন হইবেন, এবং শূদ্রাচারী হইবেন। এই বচনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, কলিকালের ব্রাহ্মণদিগের অহঙ্কারযুক্ত ও স্নেহশূন্য হওয়া কর্ত্তব্য এবং শূদ্রবৎ আচার কর্ত্তব্য। ঐ বচনে কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য, এই পাপময় কলির স্বভাববশতঃ

ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারী, স্নেহশূন্য ও শূদ্রাচারী হইয়া পাপিষ্ঠ হইবেন।

তথা হি অধ্যাত্মরামায়ণে।

"যে পরেষাং ভৃতিপরাঃ ষট্‌কর্ম্মাদি-বিবর্জ্জিতাঃ।
কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি শূদ্রা এব বরাননে॥" ইত্যাদি

কলিতে ব্রাহ্মণেরা পরের চাকরি লইবে, ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম ষট্‌কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে এবং শূদ্রতুল্য হইবে।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্দে দ্বিতীয়াধ্যায়ে।

"যদা পাপবশান্মর্ত্ত্যাস্ত্যক্তধর্ম্মা বসুন্ধরে।
কলৌ ম্লেচ্ছত্বমাপন্নাঃ প্রায়শো রাজশাসনাৎ॥
সন্ধ্যাবিহীনা বিপ্রাঃ স্যুর্ভৃতিকর্ম্মরতা মহি।
ক্ষত্রবৈশ্যাদিকর্ম্মাণঃ শূদ্রাচারা অপি দ্বিজাঃ॥
দ্বিজসেবাচ্যুতাঃ শূদ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
পরদাররতাঃ সর্ব্বে হিংসাপৈশুন্যসংযুতাঃ॥
সর্ব্বং সহে ভবিষ্যন্তি শিববিষ্ণুবিনিন্দকাঃ।

হে বসুন্ধরে! কলিযুগে প্রায় সকল মনুষ্যেরাই রাজশাসনবশতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবিহীন ও সেবাকর্ম্ম (চাকরি) করিবে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কর্ম্ম করিবে, শূদ্রাচারে রত হইবে। শূদ্রেরা দ্বিজসেবা করিবে না, প্রায় সকলেই পরদাররত হইবে, হিংসাপৈশুন্যযুক্ত হইবে, এবং শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দা করিবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত বচননিচয়ে যাহা যাহা উক্ত হইল তৎসমুদয় কলির বিধেয় কর্ম্ম নহে, ঐ সকল বচনের তাৎপর্য্য

এই, পাপময় কলিতে ব্রাহ্মণাদিরা তাদৃশ পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপিষ্ঠ হইবে। এই সকল কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র। তেমন কলিধর্ম্মোদয় নাটকের "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি বচন দ্বারাও কেবল কলির নিন্দাশ্রুতি হইতেছে; কলিতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি নাই, ঈদৃশ তাৎপর্য্য-সূচক নহে।

কায়স্থবান্ধবেরা বলেন, বিষ্ণুবচন দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, কলিতে বৈদ্যজাতিরা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুবচনং যথা—

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

যেমন পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন পুনঃপুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু বৈদ্যজাতিরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা যমসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যেমন "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি বচন প্রাপ্ত হই নাই, তেমন বিষ্ণুসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াও "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচন প্রাপ্ত হই নাই। পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র স্বকীয় ব্যবস্থাপত্রে বিষ্ণুবচন বলিয়া দুইটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি শ্লোক তাহারই অন্যতর।

কান্তিচন্দ্রের ব্যবস্থাপত্রে লিখিত শ্লোকদ্বয় বিষ্ণুসংহি-

তার নহে, কিন্তু তিনি কোন্ গ্রন্থ হইতে ঐ শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরা অদ্য পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হইতে পারি নাই। যাহা হউক পণ্ডিতপ্রধান কান্তি-চন্দ্র ইহাতেও বিলক্ষণ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনু-রোধ ও ধনের বাধ্য হইয়া অপরিচিত-ধর্ম্মশাস্ত্র কায়স্থ-গণের মনস্তুষ্টি জন্মাইয়াছেন, অথচ শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া পণ্ডিতসমাজে বিচারমুখে নির্দ্দোষী রহিয়াছেন। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা এখানে কান্তিচন্দ্র লিখিত বচনদ্বয়ের সমালোচন করিতেছি। ইহাতেই কান্তিচন্দ্রের অসাধারণ চতুরতা প্রকাশ হইবে এবং যাঁহারা কান্তিচন্দ্রের কুহকে পড়িয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদেরও ভ্রম দূর হইবে।

তদ্বচনে যথা।

"তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।
বিপ্রাৎ ক্ষত্রাদ্ যতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ কৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

পূর্ব্বকালে বৈদ্যেরা তপস্যা প্রভাবে পিতৃসদৃশ ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সদৃশ ছিল, পরে ক্রিয়াদ্বারা তাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন বৈশ্যবৎ হইয়া পড়ে। এক্ষণে কলিতে পুনঃপুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু সেই বৈদ্যজাতিরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্ত বচনদ্বারাও ঈদৃশী উপলব্ধি হয় না যে, কলিতে সমুদায় বৈদ্যজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু উল্লি-

থিত বচনে কথিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যেমন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈদ্যেরাও সেইরূপ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপমান * বৈদ্য উপমেয় †। উপমানে যাদৃশ জ্ঞান হইবে, উপমেয়েও তাদৃশ জ্ঞান হইবে। উপমানের অপ্রসিদ্ধি থাকিলে উপমেয়েরও অপ্রসিদ্ধি হয়। কলিতে যদি সমুদায় ক্ষত্রিয় জাতি ও সমুদায় বৈশ্য জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে কলিতে সমুদায় বৈদ্যজাতিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কোন দেশীয় কতিপয় ক্ষত্রিয় বা কতিপয় বৈশ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে বৈদ্যজাতির মধ্যেও কোন দেশীয় কতিপয় ব্যক্তিমাত্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির যদি অপ্রসিদ্ধি হয়, তবে বৈদ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তিরও অপ্রসিদ্ধি। তাহা হইলে উপমান উপমেয় ভাব থাকিতে পারে, ইহার অন্যথা হইলে ব্যভিচার দোষ ঘটে। এইক্ষণে দেখা যাউক, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি কতদূর সঙ্গত হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—পৌণ্ড্র, উড্র, খস, দ্রবিড়, শক, যবন, কাম্বোজ, চীন, দরদ, প্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিয়েরা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা মনু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

---

* উপমীয়তে সদৃশঃ ক্রিয়তে যেন তদুপমানম্।
যাহার সহিত সদৃশ (তুলনা) করা হয় তাহার নাম উপমান।
† উপমীয়তে সদৃশঃ ক্রিয়তে যৎ তদুপমেয়ম্।
যাহাকে সদৃশ (তুল্য) করা যায় তাহার নাম উপমেয়।

তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশাবচ্ছেদে ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা কোন স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত হয় নাই। বিশেষ কোন দেশাবচ্ছেদে বৈশ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাও কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় সমুদায় বৈদ্য জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, একথা সঙ্গত হয় না।

মনুস্মৃতিতে কতকগুলি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও কতকগুলি ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখের ন্যায় কতকগুলি ব্রাত্য ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। ঝল্ল মল্ল করণ প্রভৃতিরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান। সুধন্বাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাত্য বৈশ্যের সন্তান। ভূর্জ্য-কণ্টক প্রভৃতিরা ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সন্তান। ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি, এই সকল কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ব্রাত্যতা বিষয়ক বচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয়ভাব সঙ্গত হয় না।

যদি বলেন "শনকৈস্তু ক্রি[illegible]লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" ইত্যাদি মনু বচনে ক্ষত্রিয় শব্দ ও বৈশ্য শব্দের উপলক্ষণ * স্বীকার করিয়া সেই বচনের এই প্রকার অর্থ করিতে

---

* স্বপ্রতিপন্নত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বম্ উপলক্ষণত্বম্। স্বয়ং প্রতিপন্ন থাকিয়া যে অপরের প্রতিপাদক হয় তাহাকে উপলক্ষণ বলে। ক্ষত্রিয় শব্দ স্বপ্রতিপাদক (ক্ষত্রিয় প্রতিপাদক) থাকিয়া বৈশ্যেরও প্রতিপাদক হইল অতএব ক্ষত্রিয় শব্দ বৈশ্যের উপলক্ষণ হইল।

হইবে, পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া লোপহেতু বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে মনুবচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয় ভাব সঙ্গত হইতে পারে।

যদিও ক্ষত্রিয় শব্দ বৈশ্যের উপলক্ষণ স্বীকার করা যায় তথাপি মনূক্ত "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনে কলিশব্দের উল্লেখ নাই। বিশেষ বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের সহিত ঐক্য করিয়া জানা যায়, সত্যযুগে সগররাজা যে সকল শক, যবন প্রভৃতি দেশবিশেসবাসী ক্ষত্রিয়দিগকে আচারহীন ও দ্বিজসংসর্গ রহিত করিয়াছিলেন, তাহারাই ক্রিয়ালোপহেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুসংহিতাতেও সেই সকল ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা লিখিত আছে, সুতরাং মনুবচন সত্য যুগপর বোধ হয়।

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।"

ইত্যাদি বচনে কলিশব্দের উল্লেখ আছে, অতএব উভয় বচনে পরস্পর যুগভেদেব প্রতীতি হওয়াতে উপমান উপমেয়ভাব সুসঙ্গত হয় না।

"তুষ্যন্তু দুর্জ্জনাঃ" দুর্জ্জনেরা সন্তোষ যুক্ত থাকুন।

যদি চ আমরা "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনুবচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয় ভাব স্বীকার করি, তথাপি পৃথিবীস্থ সমস্ত বৈদ্য জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উপলব্ধি হয় না।

স্বীকার করিলাম, শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সেই দেশের বৈশ্যেরাও ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈদ্য জাতির মধ্যেও তত্তদ্দেশবাসী বৈদ্যেরাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল দেশে ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব পায় নাই, যে সকল দেশে বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব পায় নাই, সেই সেই দেশে বৈদ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এ কথা স্বীকার না করিলে উপমান উপমেয়ভাব কোন মতে সঙ্গত হইবে না। যে দেশের ক্ষত্রিয় নৃপতিরা আচারহীন হইয়াছিলেন, সেই দেশের বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা আচারহীন হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর বোধ হয়।

ইহা অনুভবসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, প্রবল-পরাক্রম নৃপতিরা যখন যে দেশে যদ্ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তদধীন প্রজারাও প্রায় তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে।

বেণ রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহার শাসনাধীন কতকগুলি প্রজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সে সময়ে নানাবিধ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্করের উৎপাদন করে। অশোক প্রভৃতি প্রবলপরাক্রম রাজারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে হিন্দুস্থানে অন্য ধর্ম্মের নামগন্ধও ছিল না। যদবধি মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে একাধিপত্য আরম্ভ করিলেন, তদবধি এখানে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই ক্ষণে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বিস্তীর্ণ হিন্দুস্থানে মুসলমানের সঙ্খ্যা অপেক্ষা হিন্দুর সঙ্খ্যা

সমুদায়ে ৫ পঞ্চ লক্ষের অধিক হইবে না। এইক্ষণে এদেশ-কে যেমন হিন্দুস্থান বলা যায়, তেমন মুসলমানের স্থানও বলা যাইতে পারে। বাস্তব কি পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশ হইতে এত মুসলমান হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল, তাহা নহে, মুসলমানগণ এদেশে রাজা হইয়া অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল। অদ্য পর্য্যন্ত যদি মুসলমানদিগের তাদৃশ একাধি-পত্য থাকিত তবে হিন্দুস্থানে হিন্দুর নামমাত্র অবশিষ্ট থাকিত।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিপতি। এক্ষণে ক্রমেই এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বাহুল্য হইতেছে। যে কারণেই হউক, যে জাতীয়ই হউক, অনেক হিন্দুসন্তান খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অবলম্বন করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন না করি-য়াও অনেক হিন্দুসন্তান ইংরাজ জাতির সহিত আহার ব্যব-হার করিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। যদিচ তাদৃশ জনগণকে ইংরাজ জাতীয়েরাও ঘৃণা করুন, অসমান জাতি বলিয়া গ্রাহ্য না করুন কিন্তু হিন্দুরা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুত ম্লেচ্ছ বলি-য়াই গণ্য করেন।

পূর্ব্বকালে শক, যবন, চীন প্রভৃতি দেশীয় প্রবল-পরা-ক্রম ক্ষত্রিয় রাজারা ক্রিয়ালোপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। রাজ সংসর্গ দোষে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে তত্তদ্দেশীয় বৈশ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তত্তদ্দেশীয় বৈদ্য জাতিরও শূদ্রত্ব প্রাপণ অসম্ভব নহে, বরং অধিকতর সম্ভব-পর বলিয়াই বোধ হয়। পরে যখন শক যবন চীন দেশীয় রাজারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোধ হয় তখন তত্তদ্দেশীয়

শূদ্র প্রভৃতিরাও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকলেই একজাতি হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষও দেখা যায়, যবন প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ণ বিচার বা জাতি বিচার নাই। ঐসকল দেশের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈদ্যেরা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্য অন্য দেশীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈদ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।

কলিতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে, এ কথা শাস্ত্র যুক্তি প্রত্যক্ষ এই সকল প্রমাণ-বিরুদ্ধ। অবশ্য স্বীকার করি, কদাচিৎ কোন কারণ বশতঃ কোন দেশীয় কতিপয় বৈদ্য কিম্বা কতিপয় বৈশ্য অথবা কতিপয় ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মাচার হীন হইয়াছে, তদ্‌দৃষ্টে বৈদ্য-সামান্যাভাব কি বৈশ্যসামান্যাভাব, অথবা ক্ষত্রিয়সামান্যা-ভাব কল্পনা করা অসঙ্গত।

মনু লিখিয়াছেন।

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ॥"

মনুঃ।

ইহার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন।

"তে প্রাগুক্তাঃ স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ.

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে স্বজাতীয়া স্ত্রীজাত সন্তান এবং অনন্তর দ্বিজাতিতে অনুলোমজ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী। যথা ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রি-য়াতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতে বৈশ্যেতে বৈশ্য, এই স্বজাতি-জাত তিন প্রকার সন্তান, এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাব-

সিক্ত, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে মাহিষ্য, এই অনন্তর দ্বিজাতি অনুলোমজাত তিন প্রকার সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, এই ছয় প্রকার সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী, (উপনয়নসংস্কারার্হ দ্বিজশব্দবাচ্য) ইহারা স্বীয় স্বীয় তপস্যা প্রভাবদ্বারা যুগে যুগে (সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই প্রত্যেক যুগে) উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লাভ করিবে। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট তপস্যা থাকিলে উৎকৃষ্ট হইবে, অপকৃষ্ট তপস্যা থাকিলে অপকৃষ্ট হইবে। উক্ত মনু বচনে "যুগে যুগে" এই বীপ্সা থাকাতে নিশ্চিত প্রতীয়মান হইতেছে, কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠাদির অভাব হইবে না। যদি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠাদি সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে মনুবচনে "যুগে যুগে" এই বীপ্সা থাকিত না।

বৈদ্যক গ্রন্থে বালরোগ চিকিৎসাধিকারে উক্ত আছে।

"বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে।
মন্ত্রশ্চায়ং প্রয়োক্তব্যস্তত্রাদৌ সর্ব্বকামিকঃ॥

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদ্যস্তবস্তুতঃ স্বাহা"।

বালকের গ্রহশান্তির নিমিত্ত বলি শান্তি ও ইষ্ট কর্ম্ম সকল করিবে। তাহার আদিতে সর্ব্বকামিক মন্ত্র বলিয়াছেন। ঐ মন্ত্র স্বাহা প্রণব সংযুক্ত।

স্ত্রীরোগাধিকারে উক্ত আছে।

"জলং চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্ট্বা চোভয়ত্রিংশকম্"॥

চ্যবন মন্ত্রদ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত জল পান করিয়া এবং উভয়ত্রিংশক কোষ্ঠ দর্শন করিয়া গর্ভবতী নারী প্রসব করিবে। ঐ চ্যবন মন্ত্র বৈদ্যক গ্রন্থে লেখা আছে। তাহা বৈদ্যেরা পাঠ করিবেন। সেই মন্ত্র স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।

সোমঘৃত পাক প্রকরণে লেখা আছে।

"ধীমান্ পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং সম্যঙ্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। মন্ত্রো যথা। ওঁ নমো মহাবিনায়কায়ামৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা"।

সোম ঘৃত পাক করিবার সময়ে বৈদ্যেরা সপ্ত দূর্ব্বা হস্তে করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বাহা প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনেক ঘৃতপাকবিধিতে লেখা আছে।

"বিপচেৎ পাকবিদ্ বৈদ্যো রুদ্রমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ।"

পাকবিদ্ বৈদ্য ঘৃতপাক করিবেন এবং রুদ্রমন্ত্র জপ করিবেন। সেই রুদ্রমন্ত্রও স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।

রসক্রিয়াধিকারে লেখা আছে।

"সুতপ্তখল্লে নিজমন্ত্রযুক্তাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিঃ।
অনন্যচিত্তঃ শিবভক্তিযুক্তঃ সম চরেৎ কর্ম্ম রসস্য তজ্জ্ঞঃ॥
রক্ষামন্ত্রো যথা।
ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ স্বাহা॥"

স্থিরসারবুদ্ধি বৈদ্য অনন্যচিত্ত ও শিবভক্তিযুক্ত হইয়া এবং নিজ মন্ত্রযুক্ত রক্ষা বিধান করিয়া রসের (পারদের) কর্ম্ম করিবে। সেই রক্ষামন্ত্রও স্বাহা প্রণবসংযুক্ত। বৈদ্যক গ্রন্থদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, স্বাহা প্রণবযুক্ত মন্ত্র-

সকল বৈদ্যদিগের পাঠ্য। বৈদ্যদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থনিচয়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রবিধি থাকিত না।

ঐ সকল বিধান যুগান্তরীয় বৈদ্যদিগের নিমিত্ত ছিল, কলিকালের বৈদ্যদিগের নিমিত্ত নহে, এ কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু মাধব কর স্বকৃত রসচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে এবং চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত সংগ্রহে ঐ সকল মন্ত্রবিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি দত্ত যুগান্তরীয় লোক নহেন। সেন বংশীয় বৈদ্য রাজাদিগের সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত গ্রন্থের শেষে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার পিতা নারায়ণ দত্ত গৌড়াধিপতির পাত্র ছিলেন, এবং তিনি ভানুদত্তের অনুজ লোধ্রবলী দত্ত বংশীয় ছিলেন। মাধব কর, তৎসমকালীন অথবা তাঁহার কিছু কাল পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, নানাবিধ কারণে তাহা অনুমিত হয়।

কায়স্থ বান্ধবেরা বলিয়া থাকেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, স্বকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের ইদানীং শূদ্রত্ব প্রতিপাদনার্থ যে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই লেখা আছে, শূদ্রাগর্ভজাত মহানন্দপুত্র নন্দ ভূপতি, পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয় নষ্ট করিবে, অতএব মহানন্দ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপরে শূদ্রেরা রাজা হইবে। ক্ষত্রিয় আর থাকিবে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্য অম্বষ্ঠও থাকিবে না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে, ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের অভাব স্বীকার করেন নাই, পূর্ব্বে তাহা বিশেষরূপে প্রদ-

র্শিত হইয়াছে। বাগ্বিতণ্ডাকারীরা পৌরাণিক বচনের যথা-শ্রুত অর্থমাত্র অবগত হইয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎ-পর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। অতএব ইদানীং বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্যদ্বাক্য আছে।—

"মগধ দেশে শিশুনাগের বংশে মহানন্দ নামক একজন রাজা হইবে। সেই মহানন্দের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে মহা-পদ্ম নন্দ নামক অতিলুব্ধ এক পুত্র জন্মিবে।

"মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা।"

মহাপদ্ম নন্দ পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবে।

"ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।"

তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে।

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে পরশুরাম উপমান, মহাপদ্ম নন্দ উপমেয়। উপমান উপমেয়ে সৌসাদৃশ্য জ্ঞান থাকিবে, অর্থাৎ পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়ান্তকারী ছিলেন, মহাপদ্ম নন্দও সেইরূপ ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবেন। এইক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক দেখা যাউক, পরশুরাম পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ করিয়াছিলেন কি না। জনপ্রবাদ আছে, পরশুরাম এক-বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। এই নিঃক্ষত্রিয়া শব্দের, সমস্ত ক্ষত্রিয়াভাব অর্থ করিলে কতদূর সঙ্গত হয়, অনায়াসে সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন। একবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে পৃথিবীর সমুদায় ক্ষত্রি-

য়ের অভাব হইল, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের অবিদ্যমানতা হেতু দ্বিতীয়বার নিঃক্ষত্রিয় করা সঙ্গত হইতে পারে না, অতএব পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়তা বিষয়ক প্রতিজ্ঞায় একবিংশতিবারের অনুপপত্তি হয়। বিশেষতঃ পরশুরামের সমকালীন বহু ক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিল। তাদে দশরথাদি সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অবিরত স্থায়িত্বের বিবরণ বহুপুরাণে পুনঃপুনঃ শ্রুত হওয়া যায়।

মহানাটকে উক্ত আছে।

"যাবদ্ধূর্জটির্ধর্ম্মপুত্রপরশুক্ষুণ্ণাখিলক্ষত্রিয়-
শ্রেণীশোণিত-পিচ্ছিলা বসুমতী কোহস্যামধাস্যং পদম্।
ত্রৈলোক্যাভয়দানদক্ষিণভুজারম্ভো দিবেশোদয়ো
দেবোহয়ং দিনকৃৎকুলৈকতিলকো ন প্রাভবিষ্যদ্ যদি॥"

মহাদেবের ধর্ম্মপুত্র পরশুরামের কুঠারদ্বারা ক্ষত্রিয় সকল ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাহাদের রক্তদ্বারা পৃথিবী পিচ্ছিলা হইয়াছেন। এ সময়ে সূর্য্যবংশের তিলক এই রামচন্দ্র, ত্রিলোকের অভয় দানের নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের ন্যায় উদিত না হইলে সেই পিচ্ছিলা পৃথিবীতে কেহ পদ নিক্ষেপ করিতে পারিত না।

"জ্ঞাত্বা প্রভাবং রঘুনন্দনস্য তদঙ্গমালিঙ্গ্য ততোহতিগাঢ়ম্।
বিন্যস্য তস্মিন্ যমদগ্নিসূনুস্তেজো মহৎ ক্ষত্রবধান্নিবৃত্তঃ॥"

যমদগ্নিপুত্র পরশুরাম রঘুনন্দনের প্রভাব অবগত হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মহৎতেজ রামচন্দ্রেতে নিহিত করিয়া ক্ষত্রিয় বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল

প্রমাণদ্বারা জানা যায়, পরশুরামের সমকালীনও অনেক ক্ষত্রিয় ছিলেন।

বস্তুতঃ পরশুরাম পৃথিবীর সমুদায় ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস করিতে পারেন নাই এবং করেনও নাই; এমন কি, যিনি পিতৃবধামর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া পিতৃশত্রু যদুবংশায় নৃপতি-সংহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র ভুজচ্ছেদন ও প্রবলপরাক্রম হৈহয়াধিপতির সংহার করিয়াছিলেন, যিনি বহুক্ষত্রিয় নিধন পূর্ব্বক শত্রুশোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই পিতৃশত্রু যদু-কুলেরই সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। বৃষ্ণিবংশীয়েরা ধারাবাহিকক্রমে কলির আদিম সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং পরশুরামের পরে যুধিষ্ঠিরাদি অনেকানেক ক্ষত্রিয় রাজত্ব করিয়াছেন। যদি পরশুরাম পৃথিবীকে একেবারে নিঃক্ষত্রিয়া করিতেন, তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণের সত্তা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। পরশুরামের ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা ছিল না যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের একেবারে অভাব করিব।

পরশুরামের প্রতিজ্ঞা গণেশখণ্ডে উক্ত আছে, যথা।

"ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীমিমাম্।"

আমি একবিংশতিবার এই পৃথিবীকে নৃপতিশূন্যা করিব। অভিষিক্ত রাজাদিগের বধসাধনার্থ পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দশাবতার-স্তোত্রেও তাহাই উক্ত আছে। যথা—

"ত্রিঃসপ্তবারং নৃপতীন্নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।"

যিনি একবিংশতিবার নৃপতিগণের হিংসা করিয়া রক্ত দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন।

পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে সেই পরশুরামের সহিত মহাপদ্মনন্দের উপমান উপমেয় ভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের ঈদৃশ তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতেছে যে, পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন, নন্দ ভূপতিও সেইরূপ ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের বিনাশ সাধন করেন। অতএব বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে 'ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি' শূদ্রাগর্ভজাত নন্দ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ধ্বংস করিবে, তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে।

এই নন্দ ভূপতির রাজত্ব অবধিই যে সমস্ত পৃথিবীতে শূদ্র রাজা হইবে, এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় নৃপতির অভাব হইবে, বিষ্ণুপুরাণ-কর্ত্তার তাদৃশ অভিপ্রায় নহে। বিষ্ণুপুরাণে নন্দ ভূপতি অবধি শূদ্র রাজার কথা কেবল মগধদেশ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, অন্য অন্য দেশে অন্যান্য বংশীয় ভবিষ্যৎ রাজাদিগের কথার উল্লেখ আছে। মগধদেশেও নন্দবংশীয় শূদ্র রাজাদিগের ১০০ একশত বর্ষ রাজত্ব কালমাত্র উক্ত হইয়াছে। তৎপরে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির, তৎপরে অন্ধ্রবংশীয় আভীরবংশীয় শক যবন তুখার পুলিন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় রাজার উল্লেখ আছে। নন্দ ভূপতির পরে উজ্জয়না প্রভৃতি দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ; অতএব বিষ্ণুপুরাণীয় বচন সর্ব্বদেশবিষয়ক নহে।

"ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।"

বিষ্ণুপুরাণীয় এই বচনের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন যে, তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে, অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে কোন শূদ্র কখনও রাজ্যশাসন করে নাই। নন্দ অবধি শূদ্রেরাও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে। কলিতে যে সমস্ত শূদ্র রাজা হইবে, তাহাদের মধ্যে নন্দই প্রথম। এবচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, নন্দের পরে আর ক্ষত্রিয় রাজা থাকিবে না, এবং শূদ্র ভিন্ন আর কোন জাতিই রাজা হইবে না। প্রত্যক্ষও দেখা যাইতেছে, হস্তিনাপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সত্যযুগ অবধি মুসলমান রাজত্ব পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়েরাই সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ' আচারহীন ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ, আচারহীন বৈশ্যেরা বণিক্, আচারহীন অম্বষ্ঠেরা পশ্চিম দেশে অম্বষ্ঠ কায়েত।

স্মৃত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে যে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা কায়স্থ। কায়স্থগণ বর্ণসঙ্কর হইলেও দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান, অতএব প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহারা আর্য্যসন্তান হইয়াও আর্য্যসংস্কার (উপনয়নাদি) প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ এই, মনু বলিয়াছেন।

"তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি"

আর্য্য হইতে (দ্বিজাতি হইতে) আর্য্যাতে (দ্বিজাতীয়া স্ত্রীতে) যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা আর্য্যদিগের সমস্ত সংস্কার প্রাপ্ত হয়। মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, ইহারা আর্য্য হইতে আর্য্যা স্ত্রীতে জন্মিয়াছে; অতএব আর্য্য-সংস্কার (উপনয়নাদি) প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থজাতি আর্য্য-সন্তান বটে, কিন্তু আর্য্যা-গর্ভে ইহাদের জন্ম হয় নাই, অনার্য্যা গর্ভে (শূদ্রাগর্ভে) জন্ম হইয়াছে, অতএব আর্য্য সংস্কার (উপ-নয়নাদি) লাভ করিতে পারে নাই, এবং মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য অপেক্ষা ইহারা হীন হইয়াছে। সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই অনুলোমজ সন্তানদিগকে মাতৃবর্ণে ব্যপদেশ করিয়াছেন। যথা—

" শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ মাতৃবদ্বর্ণসঙ্করাঃ ॥ "

অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর জাতিরা মাতৃজাতির ন্যায় শৌচা-শৌচ প্রভৃতির আচরণ করিবে। অতএব কায়স্থেরা দ্বিজাতির সন্তান হইয়াও মাতৃবৎ [শূদ্রবৎ] ব্যবহার করিবে। কিন্তু ইহা-দের শূদ্রবৎ ব্যবহার থাকিলেও ইহারা শূদ্রজাতি অপেক্ষা পৃথক্, এবং দ্বিজাতির সন্তান প্রযুক্ত শূদ্রজাতি অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট। অতএব স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থজাতির পৃথক্ উল্লেখ দেখা যায়।

কোন শাস্ত্রে ঈদৃশী উক্তি নাই যে, আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ। ভগবান্ মনু অচারহীন সমুদায় দ্বিজাতি বিষয়ে লিখি-য়াছেন, যে সকল দ্বিজাতিরা আচারহীন হইয়া বহির্জ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা দস্যু। ক্ষত্রিয়জাতি বিষয়ে লিখিয়াছেন, কোন কোন দেশবিশেষজাত ক্ষত্রিয়েরা পুনঃপুনঃ ক্রিয়া

লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুর অপর এক স্থানে কতকগুলি ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখ আছে ; কিন্তু আচারহীন ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ হইয়াছেন বা হইবেন, ঈদৃশী উক্তি মনু স্মৃতিতে কিংবা অন্য কোন স্মৃতিতে নাই।

সত্য বটে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতেও একপ্রকার করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহা মনু লিখিয়াছেন। যথা—

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, দ্রবিড়, খস, এই সকল সন্তান জন্মিয়াছে। উল্লিখিত ঝাল, মাল, খস প্রভৃতিরা নিকৃষ্ট জাতি। কোন কোন গ্রন্থে ইহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া উক্ত আছে।

বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সন্তানের মধ্যে যদি কেহ এইক্ষণে যজ্ঞসূত্র ধারণের লোভে অথবা বর্ম্মা উপাধির লোভে উল্লিখিত ঝল্ল মল্লাদির মধ্যে পরিগণিত করণজাতি বলিয়া স্বীকৃত হন, তবে তাঁহার অতিমহাপ্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা আমরাও অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান বলিলে ঝল্ল মল্ল খস দ্রবিড় প্রভৃতি নিকৃষ্ট ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে পরিগণিত বলিয়া অনেকে অবজ্ঞা করিলেও করিতে পারেন।

বস্তুতঃ কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় হইবেন, তবে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, দাস, এবং " নাগ, পাল, দৈত্য, দানা। রাহা, রাহুত সোম, সানা॥ নন্দী, কুণ্ড, আইচ, গণ। ভূত, প্রেত, কেওনন্দন॥ চন্দ্র, নন্দন, বর্দ্ধন, কেশ। ধর, ধরণা, রক্ষিত, মেষ" * ইত্যাদি সকল উপাধি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়দিগের রীতি নীতি ব্যবহার প্রভৃতি কিছুই কায়স্থ দিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের এবং কায়স্থ, দিগের গোত্র প্রবর প্রভৃতি সকলই বিসদৃশ †।

"আচারহীন বৈশ্যেরা বণিক্" এ কথা নিতান্তই অনভিজ্ঞ লোকের ন্যায় বলা হইয়াছে। বাণিজ্য কার্য্য বৈশ্যের স্ববৃত্তি। অতএব স্বধর্ম্ম নিরত বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যদিগকেও বণিক্ কহে। পশ্চিম প্রদেশে অনেক স্বধর্ম্ম নিরত বৈশ্যেরা বাণিজ্য কার্য্যে রত আছে। তাহাদের যজ্ঞোপবীত দর্শন করিয়া অনেক অজ্ঞ লোকেরা ক্ষত্রিয় বিবেচনায় 'বেনে ক্ষত্রিয়" কহে। এদেশেও বাণিজ্য-প্রধান স্থানে অনেক অভ্রষ্টাচার বৈশ্য দেখা যায়। তাহাদিগকে আগুরিওয়ালা বেণে কহে।

এ কথাও বলা যাইতে পারে না, বণিক্ জাতিমাত্রই বৈশ্য। আমরা স্বীকার করি যে বাণিজ্য ব্যবসায় হেতু বৈশ্যজাতিকে বণিক্ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন বৈদেহজাতিকেও শাস্ত্রানুসারে বণিক্

---

* কায়স্থদিগের ঘটকের কারিকা। বায়ুস্তরে কায়েতের না*

† ইহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় খণ্ডে উক্ত হইবে।

কহে। এই বণিক্‌জাতি আর্য্য জাতি হইতে উৎপন্ন ও আর্য্য জাতির গর্ভজাত বটে কিন্তু ইহারা প্রতিলোমজ সন্তান, অতএব ইহাদের উপনয়নাদি সংস্কার না হইয়া শূদ্রবৎ ব্যবহার হইয়াছে। তাহারা বৈশ্য হইতে জাত অতএব অধুনা বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত দেখা যায়।

অন্য এক প্রকার বণিক্‌ আছে, তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে আয়োগবী * গর্ভজাত। ইহাদিগকে ধিগ্বণ জাতি কহে। মনু বলিয়াছেন "ধিগ্বণানাং বণিক্‌ পথঃ" ধিগ্বণজাতিদিগের স্থল পথে বাণিজ্য ব্যবসায়। বঙ্গদেশে যাহারা বণিক্‌ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা কোন্‌ জাতীয় শাখা, অদ্য পর্য্যন্ত তাহার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। উল্লিখিত বিভিন্ন বণিক্‌ জাতিদিগের পরস্পার সংমিশ্রণ হেতু অধুনা শাখা বিভাগ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য।

কোন কোন বৈশ্য পরিবার জাতিচ্যুত হইয়া ঐ সকল বণিক্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিণত হইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ের নিঃসন্দেহ সূচক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক লক্ষণ কিছুই লক্ষিত হয় না। বিশেষত তাহাদের দত্ত, দে, কর, সেন, সিংহ, দাস, কুণ্ড, নাগ, দাঁ, চন্দ্র, পাল, দাম, ঘর, রুদ্র, লাহা প্রভৃতি যে সকল উপাধি আছে, তন্মধ্যে কেবল দত্ত উপাধি বৈশ্যদিগের মধ্যে দেখা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপাধিই বৈশ্যদিগের মধ্যে নাই। ঐ দত্ত উপাধি শূদ্র হইতেও পরিগৃহীত হইতে পারে।

---

* শূদ্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতির জন্ম।

আচারহীন অম্বষ্ঠেরা অম্বষ্ঠ কায়েত নামে পশ্চিমদেশে খ্যাত, কল্পনা দেবী এ কথার প্রসব করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনুতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম। বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে কায়স্থের জন্ম। কায়স্থের অপভ্রংশ শব্দ কায়েত। ঐ অম্বষ্ঠ ও কায়েত ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি। অম্বষ্ঠ আর কায়েত কদাচ একজাতি হইতে পারে না। অম্বষ্ঠেরা আচারহীন হইলে কায়স্থ হইবার কোন শাস্ত্র বা কোন যুক্তি অথবা কোন কিংবদন্তী নাই।

পশ্চিম দেশীয় লালাদিগের নিকটে "কায়স্থ ধর্ম্ম তর্পণ" নামক এক গ্রন্থ আছে। তাহাতে লেখা আছে, কায়স্থজাতি দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা মাথুর ১ সূর্য্যধ্বজ ২ অম্বষ্ঠ ৩ ভট্টনাগর ৪ গৌর ৫ নিগম ৬ সকসেনা ৭ করণ ৮ অহিটানা ৯ শ্রীবাস্তব ১০ কুলশ্রেষ্ঠ ১১ বাল্মীক ১২। ঐ সকল নাম দেশ ভেদে হইয়াছে। যথা মথুরা দেশবাসিগণ মাথুর। মগধদেশীয়েরা সূর্য্যধ্বজ। অম্বষ্ঠ দেশবাসীরা অম্বষ্ঠ। ভট্টনগর দেশবাসীরা ভট্টনাগর। গৌরদেশবাসীরা গৌর। সরয়ূনদের নিকটস্থ কায়স্থেরা নিগম। কাবুল কান্দাহার বাসীরা সকসেনা। কর্ণাট দেশীয়েরা করণ। নেপালদেশীয়েরা অহিটানা। শ্রীনগর দেশীয়েরা শ্রীবাস্তব। কুলাপতবাসীরা কুলশ্রেষ্ঠ। বাল্মীকদেশীয়েরা বাল্মীক। * এত-

* এই পুস্তকের অপর খণ্ডে কায়স্থ বিবরণে বিস্তারিত উক্ত হইবে।

দেশীয় কায়েতদিগের মধ্যে যেমন উত্তররাঢ়ী কায়েত, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়েত, বঙ্গজ কায়েত ইত্যাদি শ্রেণী ভেদ আছে, পাশ্চিম দেশে লালাদিগের মধ্যেও তেমন মাথুর, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, ভট্টনাগর ইত্যাদি রূপ দেশ ভেদে শ্রেণী বিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর সকলের সহিত সকলের বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ হয় না। অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ অম্বষ্ঠ নামক জাতি বিশেষ, বাসক বৃক্ষ, হস্তিপক, অম্বষ্ঠ নামক দেশ বিশেষ। সেই অম্বষ্ঠদেশীয় কায়েতদিগকেই অম্বষ্ঠ কায়েক কহে, অতএব রাজা রাধাকান্তদেব স্বকৃত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন "পশ্চিম দেশে কায়স্থজাতি বিশেষঃ" বস্তুতঃ আচার ভ্রষ্ট অম্বষ্ঠেরা অম্বষ্ঠ কায়েত নামে খ্যাত নহে।

কেহ কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া থাকেন, এ দেশে ব্রাহ্মণজাতির পরেই কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা দেখা যায়, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এ দেশ ক্রমে ক্রমে কায়স্থ-প্রধান দেশ হওয়াতে ব্রাহ্মণাদি সমুদায় জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা হইতেছে। কোন সুরসিক কবি বলিয়াছিলেন।

" তত্রৈবাদরণীয়াঃ স্যু লোকানাং ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
যত্র শূদ্রা ন বিদ্যন্তে ধনিনো মানিনো বরাঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ সূপকারাশ্চ ক্ষত্রিয়া দ্বারপালকাঃ।
শূদ্রাঃ সর্ব্বে স্বনামানো হ্যম্বষ্ঠাস্তচ্চিকিৎসকাঃ ॥"

যে স্থানে ধনিমানিশ্রেষ্ঠ শূদ্রেরা না থাকেন, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণাদিরা লোকের আদরণীয় হইতে পারেন।

শূদ্রেরাই স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণেরা পাচক, ক্ষত্রিয়েরা দ্বার-পাল, বৈদ্যেরা তাহাদিগের চিকিৎসক। কালক্রমে এই রহস্য বচনও প্রমাণ হইবে।

জনসংখ্যা ধরিলে এ দেশে বৈদ্য জাতি অতি নিকৃষ্ট। যেহেতু সমুদায়ে বৈদ্যের সংখ্যা ৬৮০০০ অষ্টষষ্টি সহস্রের অধিক হইবে না, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১১০০১০৫ এক শত পঞ্চাধিক একাদশ লক্ষ, কিন্তু কায়স্থের সংখ্যা তদ-পেক্ষাও অধিক। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, কায়স্থের সংখ্যা ১১৬০৪৭৮ একাদশ লক্ষ, ষষ্টিসহস্র, চতুঃশত, অষ্টসপ্ততির ন্যূন হইবে না, সুতরাং জনবহুলতাবশত কায়স্থ জাতির উৎকৃষ্টতা এবং ধন বহুলতা প্রযুক্তও কায়স্থজাতিরই উৎকৃষ্টতা। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল স্থিরচিত্ত হইয়া যদি পূর্ব্বপুরুষোচিত আচার, ব্যবহার, বৃত্তি, ধর্ম্ম, পাণ্ডিত্য অবস্থা প্রভৃতির স্মরণ করা যায়, তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, এই সকল আর্য্য জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা কোন ক্রমেই লক্ষিতা হয় না। অদ্য পর্য্যন্তও অনেক কায়স্থ বৈদ্যের নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি দেশজাত বৈদ্যবংশীয় গোস্বামিগণের অনেক কায়স্থ শিষ্য আছে।

এ দেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির অদৃষ্টি কল্পনা করিয়া কেহ কেহ বলেন, অধুনা এ দেশে কায়স্থ নামে যাহারা খ্যাত। তাহারাই ক্ষত্রিয় ছিল, এবং বণিক্ নামে যাহারা খ্যাত তাহারাই বৈশ্য ছিল, তদ্ভিন্ন প্রকৃত ক্ষত্রিয়

বৈশ্য জাতির অভাব। পশ্চিম দেশ হইতে যাঁহারা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের গলায় পৈতে আছে সত্য, কিন্তু অনেকের প্রকৃত ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার দেখা যায় না, প্রত্যুত শূদ্রবৎ ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিম দেশীয় লালা কায়স্থদিগের মধ্যেও অবিকল তদাচরণই দেখা যায়। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, ক্ষত্রিয়ের পরিণাম কায়স্থ।

পশ্চিম দেশ হইতে যাহারা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্তৃ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহে, তাহা যথার্থ। এ দেশীয়েরা যাহাদিগকে চ্ছুত্তৃ কহে, পশ্চিম দেশে তাহারাই ক্ষত্তৃ নামে খ্যাত। যাহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় তাহাদিগকে পশ্চিম দেশে ছত্রি কহে। অর্থাৎ যাহারা কৃত্রিম ক্ষত্রিয়, তাহাদিগকে পশ্চিমদেশে ক্ষত্তৃ এবং এ দেশে ছত্রি বলিয়া থাকে। যাহারা অকৃত্রিম ক্ষত্রিয়, তাহাদিগকে পশ্চিম দেশে ছত্রি, এ দেশে ক্ষত্রিয় কহে। ককার ষকার মিশ্রিত হইয়া ক্ষ হয। হিন্দুস্থানীয়েরা ষকার স্থানে ছ উচ্চারণ করে, অতএব ক্ষত্রিয়কে ছত্রি বলিয়া থাকে। এতদ্দেশে ক্ষত্তৃ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ ছত্রি। ক্ষত্রিয়াগর্ভে প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর জাতির নাম ক্ষত্তৃ জাতি, দেশ ভেদে ক্ষত্রিয়দিগের দাসীপুত্রদিগকেও ক্ষত্তৃজাতি বলিয়া থাকে। এ দেশে তাহারা পাঞ্জা ক্ষত্রিয় নামে বিখ্যাত। উহারা গলায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, এবং ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়, সময় বিশেষে স্থানবিশেষে স্বনামান্তে

বর্ম্মা শব্দেরও উল্লেখ করে। উগ্রজাতিরা * উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং বিবাহের সময়ে একবার যজ্ঞসূত্র গলায় ধারণ করে। বস্তুত তাহারা শাস্ত্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি নহে। পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আসিয়া যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা ঐ উগ্রজাতির বা ক্ষত্তৃ জাতিরই অন্যতম জাতি। ইহাদের উপাধি রায়, সিংহ, বাবু ইত্যাদি। অর্থশালী হইলে বর্ম্মাও হইতে পারে। তাদৃশ ক্ষত্রিয় নামধারী বর্ণসঙ্করগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া এ দেশে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের অভাব কল্পনা করা এবং ক্ষত্রিয়দিগকে কায়স্থ জাতিতে পরিণত করা অসঙ্গত।

প্রবলপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগের অভাব কোন কালেও হয় নাই, এবং হইবেও না। অদ্য পর্য্যন্তও লাহোর, মুলতান ও অমৃতসরে বিস্তর ক্ষত্রিয় আছে। দিল্লী লক্ষ্ণৌ মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেও অনেক স্বধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয় দেখা যায়। এই বঙ্গ দেশে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও অনেক স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়ের নিবাস দেখা যায়। প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমানাধিপতি এতদ্দেশে বিখ্যাত। বর্দ্ধমান, সিঙ্গুর, গোলগ্রাম, কাশীযোড়া, পাড়দহ, ধনেখালী, বংশবাটী, কলিকাতা, ঢাকা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, শাকো, পাবনা, মাজেরগাঁ, রাণীবন্ধ, কুচুট, বিজুর, ব্রাহ্মণআড়া, গুটুলে, গৌরবাজার, মুরসিদাবাদ, কেরাইব, জামাইল, জামতারা, গোপী-

* ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে উগ্র জাতির উৎপত্তি, ইহাদিগকে আগুরি কহে।

নাথপুর, খাটোরা, কেশবপুর, দীপেদারহাটা, গোপীনগর, এই সকল স্থানে ক্ষত্রিয়দিগের নিবাস। তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কাহাকেও আচারহীন দেখা যায় না, এবং কায়স্থ জাতি তাঁহাদের শাখা বলিয়া স্বীকার করেন না।

আমরা এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, ক্ষত্রিয় জাতি আদিম মূলজাতি হইয়াও বর্ণসঙ্কর কায়স্থ জাতি অপেক্ষা অল্পতর। ক্ষত্রিয়বর্ণ আচারহীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিংবা ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে কায়স্থ নামক এক শাখা বহির্গত হইতেছে, এই সকল কারণে ক্ষত্রিয় সংখ্যা লঘীয়সী হইতেছে, আমরা এই কাল্পনিক যুক্তির অনুমোদন করি না। ক্ষত্রিয় জাতির অল্পতার প্রবল কারণ দেদীপ্যমান দেখা যায়। যথা—

সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির উপরে যত উপদ্রব হইয়া গিয়াছে, তত উপদ্রব অন্য কোন জাতির উপরে হয় নাই। এই ক্ষণে বিসূচিকা (ওলাউঠা) জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে জনপদ বিধ্বংসন (মহামারি) উপস্থিত হয়। পূর্ব্বতন লোকেরা বর্ত্তমান লোকদিগের ন্যায় যদৃচ্ছাচারী হইয়া শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না অতএব রোগের প্রাদুর্ভাব অল্প ছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির যুদ্ধ উপলক্ষে জনপদ বিধ্বংসন হইত।

সময়ক্রমে ক্ষত্রিয়জাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণ জাতির প্রতি অত্যাচারী হইয়া

অবশেষে সর্ব্বমান্য ব্রাহ্মণদিগের উপরেও অমর্ষভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর্য্য পরশুরাম পিতৃবধামর্ষে উত্তপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণহিংসক ক্ষত্রিয়গণের বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। ক্রমে ক্রমে তিনি একবিংশতি বার যুদ্ধ করেন। তাহাতে অসঙ্খ্য ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়রাজারাও সময়ে সময়ে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ বা ধনলোভে উন্মত্ত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইতেন। তদুপলক্ষে কতবার কত ক্ষত্রিয় বিনাশ ও কত দেশ উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে। ক্ষত্রিয় কন্যারা স্বয়ম্বরা হইতেন, তদুপলক্ষে কতবার কত স্থানে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ক্ষত্রিয় বিনাশের ত ইয়ত্তাই নাই। ঐ সকল যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হইলে অনেক মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্য, অম্বষ্ঠেরও অভাব হইয়াছে। এই প্রকার সত্য কালাবধিই ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস হইয়া আসিতেছিল, অবশেষে কলির প্রারম্ভে রাজা যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভীমার্জ্জুনের বাহুবল ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা চাতুর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর ক্ষত্রিয়ভার বহন ক্লেশের অপনোদন করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজসূয় যজ্ঞ, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে অল্প ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হয় নাই। প্রায় তাহাতেই প্রবলপরাক্রম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ তদবধিই নিষ্প্রভ, ভারতভূমি তদবধিই বীরশূন্যা, আর্য্যগণ তদবধিই গৌরবহীন, হিন্দুস্থানে তদবধিই অলক্ষ্মীর আবাস, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হয় না।

তদনন্তর ভিন্ন দেশীয় রাজারা আসিয়া এ দেশে পুনঃপুনঃ উপদ্রব করে, এতদ্দেশ জয় করে, তদুপলক্ষেও অধিকাংশ ক্ষত্রিয়েরই নিধন হয়। ক্ষত্রিয় জাতির উপরে এই সকল অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্খ্যা অল্পতরা।

বৈশ্য জাতির নামমাত্র শুনা যায়, এ কথাও অসঙ্গত। পশ্চিম দেশে অদ্যাপি অনেক বৈশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজপুতনা প্রভৃতি দেশে বৈশ্যের অল্পতা নাই, নেপাল, কান্যকুব্জ, এলাহাবাদ, আগরা, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বানারস প্রভৃতি স্থানেও বৈশ্যের অভাব নাই। কলিকাতা, মুরসিদাবাদ, সেরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও অনেক অনেক বৈশ্যের সমাগম দেখা যায়, সুতরাং চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা বলিতে পারেন না যে, ইদানীং বৈশ্য জাতির অভাব। সত্য বটে, একটি আদিমবর্ণ বৈশ্য জাতির যত অস্তিত্ব থাকার সম্ভব, তত নাই রাজবিপ্লবে সময়ে সময়ে এই জাতিরও অনেক উৎসাদ হইয়াছে, এবং ইদানীং অনেক বৈশ্য ক্ষত্রিয় জাতিতে লীন হইয়াছে। পশ্চিম দেশীয় অনেক অনভিজ্ঞ লোকেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞসূত্রধারী ব্যক্তিমাত্রকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে, সেই অজ্ঞতা জনিত কুসংস্কার বশতঃ অনেক বৈশ্য ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত, পশ্চিম দেশে এইক্ষণে বৈশ্যদিগকে বেণেক্ষত্রিয় বলে। অজ্ঞলোকের ঈদৃশ সংস্কার বিস্ময়কর নহে, এতদ্দেশেও দেখা যায় যজ্ঞসূত্রধারী ক্ষত্রিয় কিংবা বৈদ্যগণকে দেখিলে অপরিচিত অজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করে ও ব্রাহ্মণ

জ্ঞানে প্রণাম করে। এতদ্দেশে ও পশ্চিম দেশে যাহারা আগরওয়ালা কিংবা মহেস্র বলিয়া পরিচিত তাহারা বৈশ্য।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিতান্ত বিরলতা, এমন কি কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বাসস্থান ছিল না বলিলেও হয়। তাহার কারণ এই বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ গৌড় ও তৎপার্শ্বস্থ স্থান-সমূহ যেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে, পুরাকালে তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না, এমন কি অনেকে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত বঙ্গ দেশে আসিতে ঘৃণা করিতেন। অদ্যাপি ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতটস্থ দেশ সমূহকে অনেকে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া ঘৃণা করেন। আজকাল যে কলিকাতা নানাবিধ ধবল সৌধ পরিশোভিতা, নানাদেশীয় বিবিধ বিদ্বজ্জনগণ বিরাজিতা, ভারতবর্ষীয় প্রধান নগরী, প্রধান রাজধানী নামে প্রসিদ্ধা, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইনি অরণ্যময়ী এবং বহু পশুরাশির আবাস ভূমি ছিলেন। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কেহ ইহার নামমাত্রও অবগত ছিল না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্থান যে স্থানে ভগবান্ কপিলের আশ্রম ছিল, সগরের সহস্র সন্তান যে স্থানে ভস্মীভূত হয়, নিম্নতা নিবন্ধন পৌরাণিকেরা ঐ স্থানকে পাতাল কল্প বলিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে গৌড় বঙ্গ প্রভৃতি স্থান অরণ্যময় ছিল। ভূমির তাদৃশী উর্ব্বরতাশক্তি ছিল না, জলবায়ুর স্বাস্থ্যকারিতাশক্তি বা বলবীর্য্যবর্দ্ধিনী শক্তি ছিল না, ঈদৃশী সভ্যতা ছিল না। বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি,

ধন, সুস্থতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল মনুষ্যের প্রয়োজনীয় তাহার নিতান্তই অপ্রতুল ছিল, সুতরাং লোকসংখ্যাও অত্যল্পতমা ছিল, অতএব কোন প্রবলপরাক্রমশালী রাজা এ দেশে রাজধানীর স্থাপন করেন নাই। রাজধানী, রাজ-দুর্গ, রাজসৈন্য, রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতির অপ্রয়োজন-বশতঃ রাজজাতীয় কোন ক্ষত্রিয় এ দেশে বসতি করে নাই। রাজধানীর অভাব ও জনসংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত এই দেশ বাণিজ্যপ্রধান ছিল না। সুতরাং বৈশ্য জাতিরও অভাব ছিল। এ দেশে শ্রমজীবী শূদ্রাদি এবং তদুপযোগী ব্রাহ্মণের বাস ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কর্ম্মকুশল ছিলেন না। কালক্রমে এ দেশে বল্লালের পূর্ব্ব পুরুষ বৈদ্যবংশীয়দিগের রাজত্ব হয়। তাঁহারা এ দেশে আসিয়া সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। "রাজার বাস হইলেই রাজ্যের উন্নতি" ক্রমে ক্রমে গৌড় রাজ্যের বঙ্গরাজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। যে দেশে যখন যে জাতীয় লোক রাজা হয়, তখন সে দেশে তজ্জাতীয় লোকের বাহুল্য থাকে এবং তদ্দেশে তজ্জাতীয় লোকের উন্নতির ও গৌর-বের বৃদ্ধি হয়। * এ দেশে বৈদ্য জাতির রাজধানী থাকাতে

* কেহ কেহ বলেন, বল্লালসেন কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। কায়-স্থেরা শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় জাতি এবং তাহাদের যজ্ঞসূত্রধারণের অধিকার আছে ইত্যাদি; বল্লালসেন যদি কায়স্থজাতীয় হইতেন তবে ঐ সেন বংশীয় রাজাদিগের সময় হইতে কায়স্থদিগের অভ্যু-

ক্রমে ক্রমে বৈদ্য জাতির সংখ্যার বৃদ্ধি ও গৌরবের বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এ দেশে বৈদ্য জাতির বাহুল্য দেখা যায়। এ দেশে বৈদ্যবংশীয় সেনরাজাদিগের রাজত্ব এবং তৎপরেও অনেক বৈদ্যের অভ্যুদয় হওয়াতে ইহাকে বৈদ্য প্রধান দেশ বা বৈদ্য দেশ বলা যাইত। এ দেশে সে সময়ে প্রবলপরাক্রম ক্ষত্রিয় ছিল না, অতএব ব্রাহ্মণ জাতির পরেই বৈদ্য জাতি মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে উৎ-

---

কর্ষ হইতে থাকিত। হিন্দুরাজাদিগের রাজত্ব লোপ অবধি কায়স্থ-দিগের অভ্যুদয় হইতেছে। কোন হিন্দুরাজার রাজত্ব সময়ে কায়স্থ-দিগের ঈদৃশ অভ্যুদয় ছিল না। যে যে স্থানে সেন বংশীয় রাজা-দিগের রাজধানী ছিল, সেই সেই স্থানে বৈদ্যজাতিরই আধিক্য ও সম্মান বাহুল্য ছিল; সেই সেই স্থানে অদ্য পর্য্যন্তও কায়স্থগণ অত্যাচারী হয় নাই। সেন বংশীয় রাজাদিগের সমকালীন কায়স্থা-বস্থা স্মরণ করিলে কোন মতেই ইহাদিগকে আর্য্যজাতি বলিয়া বোধ হয় না।

অপিচ। সেন বংশীয় রাজারা যদি কায়স্থ ছিলেন এবং কায়স্থদিগের যদি যজ্ঞোপবীতের অধিকার থাকিত তবে যে সময়ে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের আনয়ন করেন, সে সময়েই কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত পরিগৃহীত হইত, এবং ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিল তাহাদেরও যজ্ঞসূত্র থাকিত এবং তাহাদের সন্তানগণ মধ্যেও তাহার প্রচার থাকিত।

কৃষ্ট ছিল, ধারাবাহিকক্রমে অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে।*

রাজা বল্লাল সেনের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন, অতএব এ দেশে বৈদ্য জাতির বাহুল্য হয়, সেই বৈদ্য-দিগের ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল, এবং শূদ্র ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল, অতএব কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারা এই ক্ষণে রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত † ঐ ব্রাহ্মণগণের সহিত

---

* বিস্তারিত সেন রাজাদিগের প্রকরণেও বৈদ্য বিবরণ উক্ত হইবে।

† এদেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে লেখা আছে, শ্যামল বর্ম্ম নামক কোন এক রাজার গৃহোপরি শকুন পক্ষী পড়িয়াছিল। রাজা ভারী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহার শান্তির নিমিত্ত শাকুন সত্র (শকুনমাংসদ্বারা যজ্ঞ) করিতে শুনক, শাণ্ডিল্য বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, এই পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত মন্ত্র প্রভাবে শকুন ধৃত করিয়া তন্মাংস দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। রাজা সসন্তোষ হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পঞ্চ গ্রাম প্রদান করেন। ব্রাহ্মণেরা দেশে যাইয়া পশ্চাৎ সবন্ধু সভৃত্য সস্ত্রীক এখানে আগমন করেন। সে সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে বাৎস্যগোত্র কাশ্যপ গোত্রের বৈদিকেরাও এখানে আগমন করেন। রাজা ঐ সপ্ত গোত্র সপ্ত বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বসতির জন্য সপ্ত গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা "অতর্জ্জয়ারি গৌড়ারি কোটালিপাড় এবং আখরা পানকুণ্ডশ্চ" ইত্যাদি। অতর্জ্জয়ারি গ্রাম মুরসিদাবাদ যাইতে পথিমধ্যে তন্নিকটস্থ ছিল। গৌড়ারি গ্রাম বিক্রম পুরের

পঞ্চ জন ভৃত্যেরও সমাগমন হয়, এই ক্ষণে ঐ পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ ও পঞ্চভৃত্যের বংশবৃদ্ধি হইয়া এতদ্দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যরাজাদিগের এবং ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের অন্যান্য যে সকল জাতীয় লোকের প্রয়োজন ছিল। যথা—নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক্, পর্ণকার, মালাকার, স্বর্ণকার, রজক ইত্যাদি ঐ সমস্ত জাতিই এ দেশে আছে, এবং ঐ সকল জাতির মধ্যে বল্লালি নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। বৈদ্যরাজাদিগের সময়ে এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না।

অন্তর্গত ভোজেশ্বরের নিকট। কোটালিপাড় বাকরগঞ্জের অধীন বিক্রম পুরের দক্ষিণ। আথরা গ্রাম ফরিদপুরের অধীন, নওয়াবাড়ী কায়নিরার পশ্চিম। পান কুণ্ড মাণিকগঞ্জের অধীন, ঝাউকান্দার উত্তর। মরীচি গ্রাম সামন্তসার নামে খ্যাত। নবদ্বীপ স্বনাম প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে ভরদ্বাজ গোত্র বৈদিকদিগের আদিম বাস। তদ্বংশে জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব। ঐ ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা শকুন ধরিয়াছিলেন, এবং বৈদিক ক্রিয়ার জন্যে এদেশে আসিয়াছিলেন অতএব তাঁহারা বৈদিক নামে প্রসিদ্ধ অদ্য পর্য্যন্তও এদেশে এই প্রথার প্রচলন আছে যে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই বরণীয় হইয়া থাকেন। ইঁহারা বৈদ্য বংশীয় রাজাদিগের সমকালীন আসিয়াছিলেন, কি পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, কি পরে আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয়ের সুবিস্তার রূপে পুনঃ সমালোচন এই গ্রন্থেরই অন্যতর খণ্ডে অবসর ক্রমে করিব।

সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির এ দেশে সমাগম হয় নাই, অতএব ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কোন প্রকারে বল্লাল কৃত নিয়মও দেখা যায় না। বল্লালসেন যদি ক্ষত্রিয় জাতি হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এদেশে তৎসমকালীন ক্ষত্রিয়জাতির বাহুল্য থাকিত, এবং তাঁহাদেব মধ্যে বল্লালকৃত নিয়মেরও প্রচলন থাকিত। এই ক্ষণে এ দেশে যে সকল ক্ষত্রিয় দেখা যায়, ইহারা সেনবংশীয় বৈদ্য-রাজত্বের অনেক পরে এখানে আসিয়াছেন, এবং তোড়ন মল্লকৃত * কৌলীন্য নিয়ম ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

সারস্বত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের পুরোহিত হইতে পারেন নাই, অদ্যাপিও পারেন না। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যেমন কপূর, খান্না, নেহেড়া, টন্নন, সেট, মেহারা, তাড়োয়ার, সেট্‌তাড়োয়ার, বুঁচিয়াতাড়ে ওয়াট, মল, সেহাই বাহেল, মাহেতা, বহোড়া, ধুঁইধা, ধাওন, বুধুয়ান, মৌনি, চোবড়া, কঙ্গড়, সেটচক্কন ইত্যাদি ‡ সকল উপাধি ও শ্রেণী

*তোড়নমল্লের আদিম নিবাস স্থান মুলতানে ছিল। পরে তিনি কিয়ৎকাল দিল্লীশ্বরের মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

† পূর্ব্বকালে পরমপবিত্র সরস্বতী নদীতটে যাঁহারা তপস্যা হোমাদি করিতেন এবং বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে সারস্বত ব্রাহ্মণ কহে।

‡ কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহাদিগের মধ্যেও অবশ্য এই সকল উপাধি থাকিত এবং ক্ষত্রিয়দিগের যে সকল গোত্র প্রবর

বিভাগ আছে, তেমন তাঁহাদিগের পুরোহিত সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মিশ্র, তিক্কা, ঝিঙ্গরণ, কালিয়া, মানিয়া, পাধা, কপ্‌পুর, গোসাঁই ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ ও উপাধি আছে। সেনরাজাদিগের সময়ে ঐ সকল সারস্বত ব্রাহ্মণও এ দেশে ছিলেন না। সেনরাজাদিগের পরে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে আসিয়াছেন। পরে সারস্বত ব্রাহ্মণগণও এ দেশে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যেও বল্লালের নিয়ম প্রচলন নাই। যাহা হউক পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ বশতঃ এ দেশে পূর্ব্বকাল অবধি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বাস ছিল না।

"মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে" এ কথা সত্য। এই ক্ষণে আর মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য জাতি প্রায় নাই; থাকিলেও তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ রূপে বিভক্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্বর্ণ আদিম মূল জাতি। ঐ চতুর্বর্ণ হইতে সমুদায় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে পরস্পর সমান বর্ণ দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য দ্বারা বৈশ্যাতে, শূদ্র দ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা স্ব স্ব পিতৃ মাতৃজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা পরস্পর অসমান বর্ণদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পিতৃ মাতৃ জাতি হইতে পৃথক্

আছে, কায়স্থদিগের মধ্যেও সেই সকল গোত্র প্রবর থাকিত। ক্ষত্রিয়দিগের গোত্র প্রবরের সহিত কায়স্থদিগের গোত্র প্রবরের ঐক্য নাই।

অন্য অন্য জাতিবিশেষ হইয়াছে, যথা—ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাতে পারশব, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিষ্য, শূদ্রাতে উগ্র, বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে করণ (কায়স্থ) ইত্যাদি জন্মিয়াছে। ঐ সকল জাতিকে অনুলোমজ জাতি কহে। পরস্পর বিভিন্নজাতি দ্বারা ব্যতিক্রমে অন্য প্রকার জাতি বিশেষেরও উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাদিগকে প্রতিলোমজ জাতি কহে। যথা শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা, বৈশ্যাতে আয়োগব, ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণীতে সূত, বৈশ্য দ্বারা ব্রাহ্মণীতে বৈদেহ, ক্ষত্রিয়াতে মাগধ, এই সকল জাতি জন্মিয়াছে।

এই যে সমান বর্ণজাত ও অসমান বর্ণজাত জাতি সম্দায়ের কথার উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে সমান বর্ণজাত জাতি অপেক্ষা অসমান বর্ণজাত জাতির সঙ্খ্যা সম্ভবতঃ অল্পই হইতে পারে। যেহেতু পূর্ব্বতন লোকেরা যদিচ সমান অসমান সম্দায় জাতিতে বিবাহ করিতেন কিন্তু তথাপি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সমান জাতিতে যত বিবাহ হইত, অসমান জাতিতে তত বিবাহ হইত না। যে হেতু প্রাচীন ধর্ম্মপ্রচারকেরা অসমান জাতি বিবাহ অপেক্ষা সমান জাতি বিবাহের প্রশস্তত্ব পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং অসমান জাতি বিবাহ অপ্রশস্ত বলিয়াছেন। যথা—

"উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।"

মনুঃ।

দ্বিজাতিরা সমানবর্ণা লক্ষণান্বিতা ভার্য্যা বিবাহ করিবেন

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ।"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ইহাদের বিবাহে সজাতীয়া ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা, এবং স্ত্রীদিগেরও সজাতীয় পতিই শ্রেষ্ঠ।

"ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিকঃ।"

ইতি যমবচনম্।

সকল জাতীয় পুরুষেরই সজাতি হইতে ভার্য্যা গ্রহণ প্রথম কল্পিক ধর্ম্ম।

"ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।"

ইতি পৈঠীনসিবচনম্।

সকলেরই সজাতীয়া ভার্য্যা শ্রেষ্ঠা।

মনু আরও বলিয়াছেন।—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥"

দ্বিজাতিদিগের দারকর্ম্মেতে সবর্ণা ভার্য্যাই প্রশস্তা। যাহারা কামতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ক্রমেতে নীচজাতীয়া কন্যাও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহা অপ্রশস্ত।

ধর্ম্মপ্রণেতারা সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সবর্ণা ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা, সুতরাং অসবর্ণা ভার্য্যা প্রশস্তা নহে। যাঁহারা অসবর্ণা ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা তৎকার্য্যে কামতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, অসবর্ণ বিবাহ পূর্ব্বকালেও সাধুসমাজে প্রশংসনীয় ছিল না।

পূর্ব্বতন লোকেরা বর্ত্তমান কালের লোকের ন্যায় নিতান্ত লম্পট ছিলেন না, বা প্রায় সচরাচর অপ্রশস্ত কার্য্য করিতেন না। তাঁহারা বিশেষ কোন কারণে বাধ্য হইয়া কদাচিৎ অপ্রশস্ত কার্য্য করিতেন। ইহা দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়, পুরাকালে সজাতীয় বিবাহের যত বাহুল্য ছিল, অসমানজাতি বিবাহের তত বাহুল্য ছিল না। অনেকেই সজাতি বিবাহ করিতেন, কদাচিৎ কেহ কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া অসমানজাতীয় বিবাহ করিতেন সুতরাং সজাতি জাত সন্তানই অধিক পরিমাণে হইত, অসমানজাতি জাত সন্তান অল্প হইত। এতাবতা এই স্থির হইতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই আদিম মূল জাতীয় লোক সংখ্যার যত বৃদ্ধি হইয়াছে, মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ মাহিষ্য প্রভৃতি অনাদি জাতীয় লোক সংখ্যার তত বৃদ্ধি হইতে পারে নাই।

পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের লোক সংখ্যা অপেক্ষা মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, করণ প্রভৃতি জাতির সংখ্যা স্বভাবতই লঘীয়সী ছিল,। মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতিরা স্বস্ব মাতৃজাতিতে লীন হওয়াতে তত্তজ্জাতিতে ব্যপদিষ্ট হইয়াছে।

উশনঃসংহিতাতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে সুবর্ণ ১ ভিষক্ ২ নৃপ ৩ এই তিন প্রকার পুত্র জন্মিয়াছিল।

তদ্ যথা।

"বিধিনা ব্রাহ্মণাৎ প্রাপ্ত-নৃপায়াস্তু সমন্ত্রকঃ।
জাতঃ সুবর্ণ ইত্যুক্তঃ সোঽনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রবর্ণক্রিয়াং কর্ব্বন নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম।

অশ্বং রথং হস্তিনং বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়া ॥
সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্য্যাজ্জীবেত্তু বৃত্তিষু।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ ॥
অভিষিক্তনৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈদ্যকম্।
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ ॥
জ্যোতিষং গণিতং বাপি কায়িকীং বৃত্তিমাচরেৎ।
নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ।"

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়াতে সমন্ত্রক যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম সুবর্ণ। ইহার ক্ষত্র বর্ণোচিত কর্ম্ম, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার। সুবর্ণ জাতি রাজার আজ্ঞাক্রমে অশ্ব রথ হস্তির বহন করাইবে এবং সেনাপতিত্ব ভৈষজ্য ইহার বৃত্তি। ইহাদের ক্ষত্রবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত ইহাদিগকে সুবর্ণক্ষত্রিয় বলে। সুবর্ণ ক্ষত্রিয়ের অপভ্রংশ শব্দ সোণক্ষত্রিয়, অদ্যাপি সোণ ক্ষত্রিয় নামক এক প্রকার ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ পশ্চিম দেশে বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে চৌর্য্যক্রমে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার নাম ভিষক্। ইহারও ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার। অভিষিক্ত রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, এবং কায়িক বৃত্তির অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে বিধিপূর্ব্বক অমন্ত্রক যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার নাম নৃপ। ইহারও ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত উক্ত তিন প্রকার পুত্রকেই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় মূর্দ্ধাবসিক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তদ্ যথা।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ শূদ্রাতে নিষাদ জাতি জন্মিয়াছে।

উল্লিখিত অনুলোমজ সন্তানগণের মাতৃবৎ ব্যবহার হেতু মিতাক্ষরাকার উহাদিগকে মাতৃবর্ণে ব্যপদিষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

"তত্র ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, বৈশ্যায়াং
জাতো বৈশ্য এব, শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্রএব ভবতি॥"

দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তানগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয়ই হইবে। যাহারা বৈশ্যা গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা বৈশ্যই হইবে। যাহারা শূদ্রা গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা শূদ্রই হইবে।

ব্যাস বলিয়াছেন।

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যাবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যঃ শূদ্রবিন্নাসু শূদ্রবৎ॥"

ব্রাহ্মণদ্বারা বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে যাহার জন্ম, তাহার ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার। ব্রাহ্মণদ্বারা বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে যাহার জন্ম, তাহার ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দ্বারা বিবাহিতা বৈশ্যাতে যাহার জন্ম, তাহার বৈশ্যবৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যাহার জন্ম,

তাহার শূদ্রবৎ ব্যবহার। ধর্ম্মপ্রণেতৃগণ কর্ত্তৃক এই সকল ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ব্ভজাত সুবর্ণ ভিষক্ নৃপ, এই পৃথক্ পৃথক্ নামধেয় এক মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন আচার ব্যবহার করিয়া ক্ষত্রিয় মধ্যেই অতিদিষ্ট হইয়াছে, অতএব মহামহোপাধ্যায় অমরসিংহ স্বকৃত কোষে মূর্দ্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয় নৃপ ইত্যাদি এক পর্য্যায়ক শব্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা—

"মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট।
রাজ্ঞি রাট্ পার্থিবক্ষ্মাভৃংনৃপভূপমহীক্ষিতঃ॥"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধদ্বারা ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়াছে, মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতিও পুনঃপুনঃ তৎসহচর হইয়াছিলেন। হস্তি অশ্ব রথ রক্ষা অস্ত্রধারণ সৈনাপত্য চিকিৎসা, এই সকল মূর্দ্ধাবসিক্তের ধর্ম্ম, সুতরাং যুদ্ধ সময়েই ইহাদের নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব অনুমিত হয়, প্রত্যেক যুদ্ধে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অধিক মূর্দ্ধাভিষিক্তের বিনাশ হইয়াছে। পরস্পর ভিন্ন বর্ণদ্বয় দ্বারা উৎপত্তিহেতু আদিম মূলজাতি অপেক্ষা স্বভাবতই মূর্দ্ধাভিষিক্ত অল্পসংখ্যক। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহারাই কালকবলিত হইয়াছে, সুতরাং মূর্দ্ধাবসিক্তের সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে: অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা এইক্ষণে ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিলীন হইয়াছে। এই নিমিত্তই ইদানীং মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতির নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির ন্যায় মাহিষ্যজাতিও জাত্যন্তরে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় আদিম

মূলজাতি। অনুলোমজ প্রতিলোমজ জাতি সংখ্যা অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা স্বভাবতই অধিকতমা থাকিবে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মণের সংখ্যাবাহুল্য থাকা সম্ভব, যেহেতু পূজ্যতম ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজাতিদ্বারা রক্ষণীয়। যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণের ধ্বংস হয় নাই। বিশেষ ব্রাহ্মণেরা মিতাহারী মিতাচারী তপস্বী ছিলেন, তদ্বশতঃ ইহাদের প্রায় অকালমৃত্যু হয় নাই। প্রত্যুত আয়ুর বৃদ্ধিই হইয়াছে, অতএব নিশ্চয়ই সকলজাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণজাতির বাহুল্য থাকে।

ক্ষত্রিয়জাতি আদিমমূল জাতি হইলেও যুদ্ধবিগ্রহ বিলাসিতা প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতিতে যত অত্যাচার হইয়াছে, তদ্দ্বারা ক্ষত্রিয়সংখ্যা অত্যল্পমাত্র হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ বহুবিবাহরুচি ছিলেন, এবং ইঁহাদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের * প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয়জাতি অনেক ভিন্ন জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়দিগের বহুসন্তান জন্মিয়াছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয়জাতিতে লীন হইয়াছে। অজ্ঞানতা বশতঃ বা কুসংস্কার বশতঃ অনেক বৈশ্যও ক্ষত্রিয়সংখ্যার পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছে † এই সকল কারণ বশতঃ ক্ষত্রিয় সংখ্যা নিতান্ত লঘীয়সী হইতে পারে নাই।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অপেক্ষা পূর্ব্বকালাবধি স্বভাবতই বৈশ্য

---

* বলপূর্ব্বক কন্যা অপহরণ করিয়া বিবাহ।

† ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বৈশ্যদিগকে বেণে ক্ষত্রিয় কহে।

অল্প ছিল। * বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তাদৃশ বহু বিবাহ রুচি ছিল না বিশেষতঃ কতকগুলি লোকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ কতকগুলি বৈশ্য ক্ষত্রিয়জাতিতে অতিদিষ্ট হইতেছে সুতরাং বৈশ্যের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষা অল্প।

শূদ্রজাতিও আদিম মূলজাতি। ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা শূদ্র সংখ্যার আধিক্য থাকার সম্ভব † শূদ্রেরা এইক্ষণে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। মুটে, মজুর, দাঁড়ি, মাঝি, ভাণ্ডারি প্যাদা, প্রভৃতি সকলেই এইক্ষণে কায়স্থ হইয়াছে, কিন্তু অনেক রায়, সিংহ, মজুমদার সরকার চৌধুরি, মুনসী, জমিদার, বাবু প্রভৃতিরও পিতা পিতামহাদি শূদ্র ছিলেন। এমন কি কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, এই যে পাঁচ জন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তৎকালীন এ দেশে আসিয়া শূদ্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালিক গ্রন্থে এবং কুলজী গ্রন্থে ‡ তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া উক্ত করিয়াছে, তদ্বংশীয়েরা কিছুকাল শূদ্র থাকিয়া পরে কায়স্থ হইয়াছিলেন, এইক্ষণে অনেকে ক্ষত্রিয় হইতেছেন।

---

* পূর্ব্ব কালে সত্ত্বাদিগুণের অন্যতম সংমিশ্র গুণদ্বয়াবলম্বী মনুষ্যগণ বৈশ্য হইয়া ছিলেন, অতএব বৈশ্যসংখ্যা অল্প ছিল।

† শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি সকলের সেবক ছিল, অতএব অনেক শূদ্রের প্রয়োজনহেতু স্বভাবতই শূদ্রসংখ্যার বাহুল্য ছিল।

‡ এই পুস্তকের অন্যতম খণ্ডে প্রমাণের সহিত ইহার সুবিস্তার সমালোচন হইবে।

অনেকের সংস্কার আছে, শূদ্র ও কায়স্থ অভিন্নজাতি, অতএব তাহারা কদাচিৎ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, কদাচিৎ শূদ্র বলিয়াও পরিচয় দেয়। তাদৃশ সংস্কার কায়স্থ শূদ্রদিগের স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমূল আছে। তাহারা নিঃসন্দেহ চিত্তে মুক্তকণ্ঠে "শূদ্রাণী, (শূদ্রা) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। শূদ্রেরা এইক্ষণে কায়স্থ হওয়াতে ক্রমে শূদ্রের সংখ্যা অল্পা হইতেছে। অনেকে বলেন নবশাখ জাতিরা শূদ্র, আর সকলে কায়স্থ। এই কাল্পনিক কথা যে ভ্রম-পরিপূর্ণা তাহা দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ হইবে।

আদিম মূলজাতি অপেক্ষা অনুলোমজ প্রতিলোমজ-জাতির সংখ্যা হীনা। তন্মধ্যে অনুলোমজ জাতি অপেক্ষাও প্রতিলোমজ জাতির সংখ্যা হীনতরা। তাহার কারণ এই, কামতঃ প্রবৃত্তদিগের অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহের বিধান অপ্রশস্তরূপে শাস্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহের বিধান কোন শাস্ত্রে নাই ববং অনেক স্থানে প্রতিলোম বিবাহের নিষেধ বা নিন্দাই শুনা যায়। যথা—

"ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।" ব্যাসঃ।

কোন দ্বিজ শূদ্রা বিবাহ করিবে না এবং নীচ জাতীয় পুরুষেরা উচ্চজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিবে না।

অতএব মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥"

শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক, বৈশ্যের শূদ্রা ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণের শূদ্রা বৈশ্যা

ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ভার্য্যা হইতে পারিবেক। ইহার তাৎপর্য্য এই, উত্তম বর্ণেরা অধম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, অধমেরা উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না।

"ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণের অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা, এই তিন স্ত্রী হইতে পারে।

"দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জ্ঞেয়াবেকোঽন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ॥"

নারদ সংহিতা।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা শূদ্র এই অন্যা দুই ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যের শূদ্রা, এই অন্যা এক ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই অন্য দুই পতি হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ার ব্রাহ্মণ, এই একমাত্র অন্য পতি হইতে পারে।

প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ হেতু শাস্ত্রকারেরা প্রতিলোমজ সন্তানগণকে আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়াছেন। যথা—

"অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ।"

বিষ্ণু সংহিতা।

অনুলোমজ সন্তানেরা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, প্রতিলোমজ সন্তানেরা আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত হইবে।

অনুলোমজ সন্তান অপেক্ষা প্রতিলোমজ সন্তান নিন্দনীয়, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুলোমজ সন্তানের বর্ণসংকরত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল প্রতিলোমজ সন্তানের বর্ণসঙ্করত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যথা

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্ জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম হয়, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত, প্রতিলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে। এই প্রমাণানুসারে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজ সন্তানগণের বর্ণসঙ্করতা নাই। যাহারা প্রতিলোমজ সন্তান তাহারাই বর্ণসঙ্কর।

"অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধম স্মৃতঃ।"

ব্যাসসংহিতা।

নীচ জাতীয় পুরুষ হইতে উত্তম জাতীয়া স্ত্রীতে যাহাদের জন্ম হয়, তাহারা শূদ্রেরও অধম। এই সকল নিন্দা শ্রুতি দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। অতএব অনুলোমজ জাতি অপেক্ষা প্রতিলোমজ জাতির সংখ্যা অল্পতরা, সুতরাং সূত মাগধ বৈদেহ প্রভৃতি জাতির বাহুল্য ছিল না। এইক্ষণে ঐ সকল প্রতিলোমজ জাতির অনেকগুলির লোপ হইয়াছে, কতকগুলি ভিন্ন জাতিতে লীন হইয়াছে।

অনুলোমজ জাতির মধ্যে ইদানীং কায়স্থ জাতির অতিবিস্তীর্ণতা দেখা যায়, এমন কি ব্রাহ্মণ সংখ্যা অপেক্ষাও কায়স্থ সংখ্যা ভূয়িষ্ঠা। কিন্তু সম্ভবতঃ আদিম মূল জাতি অপেক্ষা বিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা অনুলোমজ জাতির সংখ্যা কোন ক্রমেই অধিক হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষ কায়স্থজাতি বৈশ্য হইতে

শূদ্রাগর্ভসমুৎপন্না, দ্বিজাতিদিগের শূদ্রা বিবাহ নিতান্ত গর্হিত। যথা—

ব্যাসসংহিতায়াম্।

ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।"

দ্বিজাতিরা শূদ্রা বিবাহ করিবে না এবং অধম বর্ণ উত্তম বর্ণজা কন্যা বিবাহ করিবে না।

"আপদ্যপি ন কর্ত্তব্যা শূদ্রা ভার্য্যা দ্বিজাতিনা।"

ইতি শঙ্খঃ।

দ্বিজাতিরা আপৎকালেও শূদ্রা ভার্য্যা করিবেন না।

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শূদ্রভার্য্যাং বিবর্জ্জয়েৎ।"

শঙ্খসংহিতা।

দ্বিজাতিরা যত্নপূর্ব্বক শূদ্রভার্য্যা পরিত্যাগ করিবে। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে অনুমিত হয়, দ্বিজাতিদিগের মধ্যে অনুলোম দ্বিজাতি বিবাহের যত বাহুল্য ছিল, শূদ্রা বিবাহের তত বাহুল্য ছিল না, অতএব দ্বিজাতি হইতে শূদ্রাগর্ভজাত পারশব, উগ্র, করণ (কায়স্থ) জাতিরও বাহুল্য ছিল না। অদ্যাপি দেখা যায়, পারশব ও উগ্রজাতির অল্পতা রহিয়াছে। সাহায্য বশতঃ কায়স্থ জাতিরও অল্পতাই সম্ভবনীয়া। কিন্তু এই ক্ষণে তাহার বিপরীত দেখা যায়। এদেশে কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাও অধিকতরা। ইহার কারণ এই, ইদানীং অনেক জাতি কায়স্থ জাতিতে পরিণতা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই ক্ষণে শূদ্র সংখ্যার ক্রমে লাঘব হইতেছে। সকলেই কায়স্থ হইয়াছে। পিতা পিতামহ প্রভৃতি শূদ্র ছিলেন,

পুত্র কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া চর্ম্মপাদুকা পদলগ্ন করিতে পারিলেই প্রধান এক কায়স্থ হইলেন। তাঁহার আর ছোট শূদ্রের সহিত আহার ব্যবহার থাকিল না; এমন কি দ্বিজাতি অম্বষ্ঠের অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, অর্থের বলাবল অনুসারে প্রথম দাস, পরে সরকার, পরে ঘোষ বা বসু হইলেন। এই প্রকারে কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কায়স্থ ও শূদ্র ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ হওয়াতে এই ক্ষণে কে কায়স্থ, কে শূদ্র, ইহার নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায় না। এই ক্ষণে যদি কোন কোন কায়স্থকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি যথার্থ কায়স্থ কি শূদ্র? তবে অনেকে নিঃসন্দেহরূপে স্বীয়জাতির নিরূপণ পূর্ব্বক উত্তর দিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান কালে কায়স্থ ও শূদ্রের পরস্পর বিভাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। দেখা যায়, কোন ব্যক্তি থানাতে বা কোন আদালতে প্যাদা গিরি চাকরি করিতেন, অতএব লোকে তাঁহাকে সিংহ বলিত। এই ক্ষণে তাহার সন্তানেরা সিংহ উপাধি মৌলিক কায়েত হইয়াছেন। অনেক সিকদার সরকার হইয়াছেন। অনেক মাঝি, ছৈয়াল (ঘরামি) সরকার হইতেছেন। পল্লীগ্রামে স্বদেশে অনেকে ব্রাহ্মণের বা বৈদ্যের অথবা কায়স্থের ভৃত্য (নফর) বিদেশে তাহাদের পুত্রেরা গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে অথবা কোন ধনিব্যক্তির সমীপে কর্ম্ম করিয়া ভদ্র কায়স্থগণের সংসর্গদ্বারা কায়স্থ হইতেছেন। এই প্রকারে প্রকৃত শূদ্রের সংখ্যার ন্যূন হইয়া কায়স্থের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে।

কায়স্থ সংখ্যার বৃদ্ধির আরও কারণ দেখা যায়। লোকে কথায় বলে ‘জাত হারালে কায়েত” অনেক ভিন্ন জাতীয় লোক আসিয়া কায়স্থ শ্রেণী ভুক্ত হইতেছে। অনেক তাঁতি ধনী হইয়া কায়স্থ হইয়াছেন। অনেক কৈবর্ত্ত দাস হালুয়া দাস কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। অনেক দাসীপুত্র (চাকরাণীর পুত্র) প্রভুর অনুগ্রহে কায়েত। পশ্চিম দেশ হইতে অনেক তামলী প্রভৃতি এদেশে আসিয়া কায়স্থ হইয়াছে। সদ্গোপ চাসা ধোপা প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক স্বদেশ ও স্বীয় সমাজ হইতে বহির্গত হইয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। যাহার বংশের আদি অন্ত বা কোন প্রকার নিশ্চয়াবধারণ না হয়, অগত্যা তাহারা পরিশেষে কায়স্থ হইয়া পড়ে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক কায়স্থের আদি বাস স্থানের নিরূপণ অথবা পূর্ব্ব পুরুষের নিরূপণ পাওয়া যায় না। অনেক কায়স্থের জ্ঞাতি বা পূর্ব্ব পুরুষীয় কুটুম্ব দেখা যায় না। ইদানীং “জাত বৈষ্ণব” ও “কায়স্থ” এই দুটি শব্দ পতিতপাবন। যাহাদের কোন প্রকারে জাতির নিশ্চয় হইল না, তাহাদের হীনাবস্থা থাকিলে জাত বৈষ্ণব, উন্নতাবস্থা থাকিলে কায়স্থ আখ্যান হয়। এই সকল কারণে কায়স্থ সংখ্যার অতিশয় বৃদ্ধি দেখা যায়। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, এদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় দ্বাদশ লক্ষ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা কায়স্থ সংখ্যা অপেক্ষা ৬০৩৭৩ ন্যূন হইয়াছে।

বেহার প্রদেশে গোয়ালার সংখ্যাধিক্য। এদেশে যেমন “জাত হারালে কায়েত” বেহার অঞ্চলে তেমন “জাত

হারালে গোয়ালা” সেই দেশে নীচ শ্রেণীর মধ্যে গোয়ালাজাতি আদরণীয়, অতএব নিকৃষ্ট জাতীয় লোকে-রাও গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দেয়। তদ্দেশে গোয়ালার সংখ্যা ২৩.০৭৪০৬ কিন্তু আদিম মূল জাতি ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১০.১৩৬৭৬ ইহার অধিক হইবে না।

বর্ণসঙ্কর কৈবর্ত্ত দাস ও চণ্ডালের সংখ্যাও অধিক দেখা যায়। কৈবর্ত্তের সংখ্যা ২০,৬৪,৩৯৪ চণ্ডালের সংখ্যা ১৬২০৫৪৫ বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতীয় লোক ঐ সকল জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়াতে সংখ্যার বাহুল্য হইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর নিষাদজাতি প্রভৃতির বিরল প্রচার দেখা যায়।

“এখানে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না, তাহার সন্দেহভঞ্জক বিশিষ্ট প্রমাণ কিছু নাই “ইত্যাদি উক্তি সকল নিতান্ত হাস্য জনক। গগনমণ্ডলে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশক সহস্রকিরণ উদিত হন। তিনি প্রকৃত সূর্য্য কি না, এই সন্দেহ করিয়া যিনি বিশিষ্ট প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে পারেন, তিনিই বৈদ্যেরা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না, এই সন্দেহ করিয়া বিশিষ্ট প্রমাণের অনুসন্ধিৎসু হইতে পারেন।

মনু লিখিয়াছেন, “অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্” উশনা লিখিয়াছেন। “চিকিৎসাশস্ত্রজীবকঃ” অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা বৃত্তি। চিকিৎসক জাতিকেই বৈদ্য জাতি কহে। অতএব অমর সিংহ লিখিয়াছেন ‘ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে” বৈদ্য জাতিই অম্বষ্ঠজাতি, এতদ্বিষয়ক নানাশাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল

রাধাকান্তদেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"জননীতো জনুর্লব্ধ্বা যজ্ জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অথ রুক্প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ॥
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ।"

জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়া তাহাদের বেদ সংস্কার হইয়াছিল, অতএব তাহারা অম্বষ্ঠ, দ্বিজ, এবং বৈদ্য নামে খ্যাত। তাহারা রোগের প্রতিকার করিত, অতএব তাহাদের নাম ভিষক্। সত্যকালে এবং ত্রেতাকালে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের তুল্য ছিল, দ্বাপরকালে ক্ষত্রিয়ের তুল্য ছিল, কলিতে তাহারা বৈশ্যের তুল্য।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

পরাশরঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম, ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত মুনিরা ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।"

অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের পুত্র, ইঁহাদের বেদ সংস্কারে জন্ম অতএব বৈদ্য কহে।

"ব্রহ্মা মুর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥'

হারীতঃ।

ব্রাহ্মণ, মুর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পাঁচ

দ্বিজশব্দবাচ্য। ইহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে।

"তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ।

কুলপঞ্জিকা।

ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তুল্য বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিতঃ।

"অম্বষ্ঠেষ্বমৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোঽভূদ্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স বৈদ্যস্য তু মানসীম্॥
উপযেমে মহৌজাশ্চ চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ।
অথ তস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥
সেনোদাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজসোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
সন্তানা বহবশ্চৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ।
কুলানুরূপতশ্চৈষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োঽপ্যমূঃ॥
তেষাং প্রশংসা নিন্দা চ বভূব স্বেন কর্ম্মণা॥"

কুলপঞ্জিকোদ্ধৃতব্যাসবচনম্।

অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে আমৃতাচার্য্য নামক একজন ত্রিভুবন বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চিকিৎসক বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন। সেই মহৌজা পুরুষ স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সিদ্ধবিদ্যা-নাম্নী মানসী কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার বর প্রভাবে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত, এই সকল সন্তানেরা সুচিকিৎসক হইয়া বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। ইহাদের কুলানুরূপ পদ্ধতি এবং স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা প্রশংসা ও নিন্দা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বৈদ্যজাতির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যাইতেছে * এবং বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ কি না, সন্দেহ ভঞ্জন হইতেছে।

"পশ্চিমদেশে শাকলদীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে" তাহাদিগের উৎপত্তি বিবরণ এবং চিকিৎসা বৃত্তির কারণ এই গ্রন্থের অন্যতম খণ্ডে কথিত হইবে। এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, তাহারা বৈদ্য জাতীয় নহে। পশ্চিমদেশে কতকগুলি অম্বষ্ঠ কায়েত আছে, তাহারা শাস্ত্রানুমোদিত অম্বষ্ঠ শব্দবাচ্য কি না, তাহাও কায়স্থ প্রকরণে কথিত হইবে।

"বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ ভিন্ন অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত বৈদ্যজাতি আর "কোথাও নাই" এ কথা অদূরদর্শীরা বলিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন অনেক দেশেই বৈদ্যজাতি আছেন। যথা—

"দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ।"

আদ্যগোত্র দত্তদিগের দেশ ভেদে সন্ততি আছে।

"এবমাত্রেয় গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ।"

আত্রেয় গোত্র দত্তও দেশান্তরে শ্রুত আছে।

"দেশ ভেদে হি বিদ্যন্তে তৎকরঃ সপ্তগোত্রকঃ।"

দেশ ভেদে করেরও সপ্ত গোত্র আছে।

"শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ।"

দেশান্তরে জামদগ্ন্য গোত্র ধর আছে, ইহা শ্রুত হওয়া যায়।

---

* বিস্তারিত বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণে কথিত হইবে।

"কাঞ্চীশাদ্বুয়িসেনস্য গোত্রাণ্যষ্টৌ ভবন্তি চ।"

কাঞ্চীশ দেশ হইতে বুয়িসেনের অষ্ট গোত্র হইয়াছে।

"নন্দ্যাদীনাং বরেন্দ্রেষু চতুর্ণাং প্রবরাশ্চ যে।"

বরেন্দ্র ভূমিতে নন্দি প্রভৃতির চারি প্রবব আছে।

"অষ্টৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেম্বপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধ তয়োঽপি চ॥
কেচিজ্জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেম্বপি॥"

সেন আদি অষ্ট রাঢ়ে এবং বঙ্গে আছে, নন্দি প্রভৃতিরা মহারাষ্ট্রে আছে, এবং কেহ কেহ লুপ্তপদ্ধতি হইয়া দেশান্তরে বাস করেন। তাঁহারা কেবল বৈদ্যজাতি বলিয়া পরিখ্যাত।

"রাজা বিমলসেনোঽভূৎ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥"

রাজা বিমলসেন সেনভূমিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিমল বংশীয় সেনদিগের সেই স্থান, অন্য স্থান নহে।

"পাত্রো দামোদরঃ সেনঃ পাত্রঃ শিখরভূপতেঃ।
অসৌ শিখরভূজাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥"

শিখর নামক ভূপতির দামোদর নামক পাত্র ছিল। সেই পাত্র দামোদর, সেন বংশীয়দিগের শিখর ভূমিই স্থান। কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদ্যদিগের নানাস্থলে স্থায়িত্বের কথার উল্লেখ আছে। এ স্থলে বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না, অম্বষ্ঠ প্রকরণে বিস্তারিত রূপে কথিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যখন যে দেশে যজ্জাতীয় লোকের

রাজত্ব হয়, তখন সে দেশে তজ্জাতীয় লোকের বাহুল্য থাকে, গৌরবের বৃদ্ধি হয়, এবং প্রভুত্ব থাকে। এতদ্দেশে বৈদ্যজাতীয় বল্লালাদি সেন রাজাদিগের রাজত্ব হওয়াতে বৈদ্যজাতির বিশেষ গৌরব ছিল, প্রভুত্ব ছিল, সুতরাং বৈদ্যের বাহুল্য ছিল। অন্য অন্য দেশে বৈদ্যজাতীয় কেহ রাজা হন নাই, সুতরাং তত্তদ্দেশে বৈদ্যজাতির বিশেষ প্রভুত্ব ছিল না, বিধায় বৈদ্যজাতি বিখ্যাতা হইতে পারে নাই। যেমন কায়স্থজাতির শূদ্রবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত কায়স্থ শূদ্র একজাতি বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে, মুর্দ্ধাবসিক্ত জাতির ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার প্রযুক্ত তাহারা ক্ষত্রিয়জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তেমন ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রধান পশ্চিমদেশে বৈদ্যজাতির বৈশ্যবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত অনেকে বৈদ্যজাতিকে বৈশ্যজাতি মধ্যেই গণনা করিয়াছে। কিন্তু তত্তদ্দেশে বৈদ্যজাতির অভাব ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কথিত আছে উজ্জয়নীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভায় ধন্বন্তরি নামক একজন বৈদ্য ছিলেন। যথা—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন রত্ন ছিলেন, যথা ধন্বন্তরি ১ ক্ষপণক ২ অমরসিংহ ৩ শঙ্কু ৪ বেতালভট্ট ৫ ঘটকর্পর ৬ কালিদাস ৭ বরাহমিহির ৮ বররুচি ৯।

পশ্চিম দেশে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাখ্যা মধুকোষে বৈদ্যজাতীয় গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ আছে। যথা—

"ভট্টার-জেজ্জড়-গদাধর-বাপ্পচন্দ্র-
শ্রীচক্রপাণি-বকুলেশ্বর-সেনভর্ত্ব্যৈঃ।
ঈশান-কার্ত্তিক-স্থকীর-সুধীর-বৈদ্যৈ
র্মৈত্রেয়-মাধবমুখৈর্লিখিতং বিচিন্ত্য॥"

ভট্টার, জেজ্জড়, গদাধর, বাপ্পচন্দ্র, চক্রপাণি, বকুল, ঈশ্বরসেন, ঈশান, কার্ত্তিক, স্থকীর, সুধীর, মৈত্রেয়, মাধব প্রভৃতি বৈদ্যেরা চিন্তা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উপরে যে সকল গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে ভট্টার জেজ্জড় বাপ্পচন্দ্র স্থকীর মৈত্রেয় পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন, যে হেতু ভট্টার জেজ্জড় প্রভৃতি নাম এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত নাই।

"বৈদ্যজাতি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই" একথা শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিরা বলিতে পারেন না। অনেক শাস্ত্রে বৈদ্য-জাতি বলিয়া উক্ত আছে। তদ্বিষয়ে আমরা প্রথম অন্য প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া বিপক্ষ পক্ষীয়েরা যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, আদৌ তাহারই উল্লেখ করিতেছি। যথা

"তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।
বিপ্রাৎ ক্ষত্রাদ্ যতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ স্মৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

তপস্যা প্রভাবে পূর্ব্বকালীয় বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের সদৃশ

ছিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন হইয়া পরে ক্রিয়া দ্বারা বৈশ্য সদৃশ হইয়াছিলেন। দেশ বিশেষে জাত ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায় পুনঃপুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু দেশবিশেষ জাত বৈদ্য-জাতিও কলিতে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্তবচনে "বৈদ্যজাতয়ঃ" (বৈদ্য জাতি) বলিয়া উক্ত আছে।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥"
হারীতঃ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পঞ্চ জাতিকে দ্বিজ কহে। ইহাদিগের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে। এ স্থলে বৈদ্যশব্দের অর্থ বৈদ্য জাতি, চিকিৎসক ব্যক্তি-মাত্র বৈদ্যশব্দ বাচ্য নহে।

"তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ।"

ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিত। এ স্থলেও বৈদ্য শব্দের অর্থ বৈদ্য জাতি, চিকিৎসক ব্যক্তি-মাত্র নহে। যদি বৈদ্যশব্দের চিকিৎসক ব্যক্তিমাত্র অর্থ করা যায়, তবে যে সকল নীচ জাতীয় লোক ইদানীং চিকিৎসক হইয়াছে, তাহাদিগকেও শূদ্রেরা পূজা করিতে পারে।

সত্য বটে "এ দেশে যাহারা চিকিৎসা করে, তাহা-দিগকেই বৈদ্য কহে। কিন্তু তাহারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বৈদ্যবৃত্তি (চিকিৎসাবৃত্তি) অবলম্বন করি-য়াছে। শাস্ত্রানুসারে তাহারা বৈদ্য নহে। তাদৃশ বৈদ্য-

দিগের ঔষধ ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ইদানীং অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থবৃত্তি রাজসেবা অবলম্বন করিয়া খাসনবীশ, তহশিলদার,ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত কি তাঁহাদিগকে কায়স্থজাতি বলা যাইতে পারে?

অশ্বিনীকুমার হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিয়াছেন। তদ্বংশজাত সাপুড়িয়ারা (মালবৈদ্যেরা) বৈদ্য কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়, একথা যথার্থ কিন্তু উহারা অম্বষ্ঠ শব্দবাচ্য বৈদ্য নহে, বৈদ্য শব্দের অনেক অর্থ হইতে পারে, যথা বৈদ্য শব্দার্থ বাসকবৃক্ষ, বৈদ্য শব্দার্থ পণ্ডিত, বৈদ্য শব্দার্থ বেদজ্ঞ, বৈদ্য শব্দার্থ প্রধান বেদ, বৈদ্য শব্দার্থ অম্বষ্ঠ, বৈদ্যশব্দার্থ দৈবজ্ঞ, বৈদ্যশব্দার্থ ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া)। শব্দকল্পদ্রুমে অশ্বিনীকুমারদ্বারা যে বৈদ্যের উৎপত্তির কথা লেখা আছে, বোধ হয় তাঁহারাই পশ্চিম দেশে বৈদ্য শব্দ বাচ্য শাকল দীপী ব্রাহ্মণ *।

"এদেশে যাঁহারা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠবৎ ব্যবহার কিছুই নাই" ইত্যাদি উক্তিও বহুদর্শিতার পরিচায়িকা নহে, মানকুড়, কড়ইধা, সাতসইকা, শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম, গৈরফা, কালনা, শান্তিপুর প্রদেশ, কাঁচড়াপাড়া, রাজনগর, জপ্সা, সোমড়া, স্বয়াপুর, সাওগাও, ফুল্লশালী প্রভৃতি বৈদ্যপ্রধান অনেক স্থান

---

* এই পুস্তকের অন্যতম খণ্ডে তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে কথিত হইবে।

আছে। তত্তদ্দেশীয় বৈদ্যেরা শাস্ত্র সিদ্ধ অম্বষ্ঠবদ্ব্যবহারই করিতেছেন। বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লাল সেনের সহিত তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের কোন কারণ বশতঃ বিবাদ হইয়াছিল। সেই ঘটনাক্রমে পিতা পুত্র পরস্পর পৃথক্ হন। লক্ষ্মণ সেন রাঢ় দেশে আসিয়া বাস্তব্য করেন। বল্লাল সেন বঙ্গদেশে রামপাল নামক স্থানে অধিবাস করেন। অদ্যাপি তথায় বল্লাল সেনের বাটী বিখ্যাত আছে। ঐ বিবাদ উপলক্ষে বল্লাল সেনীয় সম্প্রদায় ও লক্ষ্মণ সেনীয় সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তদবধি অদ্য পর্য্যন্তও রাঢ়দেশীয় বৈদ্যদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের বিবাহাদি হয় না। বল্লালসেনের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বজাত ক্রোধ বশতঃ বল্লালপক্ষীয় কতকগুলি বৈদ্যের অপমান করেন এবং যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করেন। তৎকালীন রাজভয়ে চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ প্রভৃতি বারেন্দ্র ভূমি পার্শ্বেও অনেক বৈদ্য পলায়ন করেন। তৎপরে মহারাজ রাজবল্লভ কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় কান্যকুব্জ মিথিলা প্রভৃতি দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আনয়ন করিয়া রাজা লক্ষ্মণসেন বিড়ম্বিত কতকগুলি বৈদ্যের পুনঃ সংস্কার করাইয়াছেন। এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকের শেষ খণ্ডে কথিত হইবে।

"লোকে প্রায় সচরাচরই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে" "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ বলিলে প্রচলিত প্রথানুসারে আমাদের বঙ্গদেশে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়" ইত্যাদি সকল উক্তি কেবল কায়স্থ প্রধান দেশে সমুচিতা হইতে পারে, অন্য দেশে নহে।

যে দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্ট জাতি নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু যে দেশে ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতি আছে, সে দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন কেহই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলে না। বৈদ্য প্রধান দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্যই বলিয়া থাকে। সেই সকল দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলিলে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়। অনেকের সংস্কার আছে, কায়স্থ ও শূদ্র একজাতীয়। ইহারা যে পরস্পর পৃথক্ জাতীয় লোক, ইহা অনেকে বিশ্বাস করে না অতএব যে দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই তিন জাতিই বাস করে, সে দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য শূদ্র, এরূপ বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণজাতির পরেই যে এদেশে কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা, ইহা কেবল ধনদ্বারা ও জনসংখ্যাদ্বারা হইতে পারে। শাস্ত্রদ্বারা ধর্ম্মদ্বারা ব্যবহারদ্বারা কিংবা সম্ভ্রমদ্বারা হইতে পারে না।

"পশ্চিম দেশীয় লালাদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ব্যবহারের অনেক প্রচলন আছে" লালাদিগের তাদৃশ ব্যবহার আধুনিক কি প্রাচীন এবং উহা শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তাহার মীমাংসা ৺কাশীধামে ও এলাহাবাদে নানাবিধ পণ্ডিতদ্বারা হইতেছে। আমরা এই পুস্তকের শেষ খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিব। এইস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, পশ্চিম দেশীয় লালারা এদেশীয় কায়স্থদিগকে যথার্থ কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা এদেশীয়দিগকে শূদ্র কহে।

"বর্ত্তমান কায়স্থেরাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন" একথা

শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ক নৈশ্চিত্য প্রতিপাদনের নিমিত্তই নানাবিধ শাস্ত্র ও যুক্তির আশ্রয় লইয়া ঈদৃশ গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে আদৌ শ্রুতির তৎপরে নানাবিধ স্মৃতির সমালোচন হইল। কোন প্রকারেও শ্রুতি স্মৃতিদ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইল না। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারা এইমাত্র স্থির হইল যে, বৈশ্য পুরুষদ্বারা বিবাহিতা শূদ্রার গর্ভে করণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, করণেরাই কায়স্থ। কায়স্থেরা যদিচ শূদ্রাগর্ভ-সম্ভূত হউক তথাপি তাহারা আর্য্যসন্তান। কায়স্থেরা যদিচ শূদ্রাচারী হউক তথাপি উহারা শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহারা ক্ষত্রিয় নহে এবং যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারীও নহে। কেবল শ্রুতি স্মৃতির সমালোচন দ্বারাই এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সমাপন হইল, পর পর খণ্ডে পুরাণাদির সমালোচন হইবে।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, অবিবেকমত্ত যুবকেরা শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পূর্ব্ব পুরুষোচিত এবং জাত্যুচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ এবং ক্রিয়াকলাপাদির লোপ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ ও স্বাহাপ্রণবাদির উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, হউন এমন কোন রাজকীয় দণ্ডবিধি নাই যে, তদ্দ্বারা নিবারিত হইবেন, কিন্তু ইহা নিশ্চিতই যে, শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মভীত বিজ্ঞ পুরুষেরা তাদৃশ কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। তথাপি তাঁহাদের পুনঃ স্মরণার্থ দুইটি শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধ প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্রথম খণ্ডের উপসংহার করিলাম।

তৎপ্রমাণং যথা—

"প্রণবোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চাপি শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥"

ইতি তন্ত্রসারে—

প্রণবোচ্চারণ, হোম, শালগ্রাম পূজা, ব্রাহ্মণী গমন, এই সকল কর্ম্মদ্বারা শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

"সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি,
যদি জানীয়াৎ সোঽধোগচ্ছেৎ।"

ইতি শ্রুতিঃ।

গায়ত্রী প্রণব বেদ লক্ষ্মীবীজ, ইহাতে স্ত্রীর ও শূদ্রের অধিকার নাই। যদি স্ত্রী ও শূদ্রে তাহা পাঠ করে তবে মৃত্যুর পর অধোগতি হয়।

অলমতিবিস্তরতঃ।

সমাপ্তোঽয়ং প্রথমঃ খণ্ডঃ।

সপ্তাঙ্কসপ্তশুভ্রাংশু-মে শাকে মাসি চাশ্বিনে।
গ্রন্থং প্রকাশয়ামাস কশ্চিৎ শ্রীকবিরঞ্জনঃ॥
বল্লালবাসদেশস্থো বল্লালসমজাতিকঃ।
দ্বিজোঽহং ব্রাহ্মণাদন্যো জাতিমিত্রপ্রকাশকঃ॥

বিজ্ঞাপন।

জাতিমিত্র পুস্তকের প্রথমখণ্ড প্রচারিত হইল। চতুর্থখণ্ডে পুস্তকের সমাপ্তি হইবে। দ্বিতীয়খণ্ড শীঘ্রই প্রচারিত হওয়ার সম্ভব। পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া দীঘীর পূর্ব্ব পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে এবং ঢাকা মোগলটুলী সুলভযন্ত্রালয়ে কিম্বা হাইকোর্টের কাছারিতে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমারসেনের নিকট কিম্বা শ্রীযুক্ত বাবু রামমণি দত্তের নিকটে অনুসন্ধান করিলে অথবা পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহাদের সাহয্যদ্বারা পুস্তক মুদ্রিত হইল তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সম্ভবতঃ পুস্তক দান করিতে পারিবেন। পুস্তকের সাহায্যকারিগণ ভিন্ন এবং দানের বিশেষ উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন অন্য সাধারণ ব্যক্তির নিমিত্ত প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা অবধারিত করা গেল। বিদেশে ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইলে তাহার মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

কেষাঞ্চিৎ।